উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৬১৯.৩৩ (-৪২৩.৪৯)
নিফটি : ২৩,২০৩.২০ (-১০৮.৬০)

আরজি কর মামলায় আজ রায়

আজ আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়দান। গত ৯ অগাস্ট সরকারি হাসপাতালে ওই ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। » ৭

১৪ বছর কারাদণ্ড ইমরানের

২০০-রও বেশি মামলা ঝুলছে ইমরান খানের মাথার উপর। ১ বছর ধরে তিনি জেলে। আরেক মামলায় তাঁর ১৪ বছরের কারাদণ্ড। ৭ বছরের শাস্তি স্ত্রীরও। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৬°	১১°
জলপাইগুড়ি	২৭°	৯°
কোচবিহার	২৮°	১০°
আলিপুরদুয়ার	২৮°	১২°

বিজেপির ভরসা মমতা-মডেল

দিল্লি দখলে বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে মমতা-মডেলের ছাপ স্পষ্ট। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে গরিব মহিলাদের জন্য প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা। » ৯

শিলিগুড়ি ৪ মাঘ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 January 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 240

ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রুজু খুনের মামলাও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সাসপেনশনেই শাস্তি শেষ নয়। সাসপেন্ড ১২ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ দায়ের করল সিআইডি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায়। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু ও তিনজন প্রসূতি অসুস্থ হওয়ায় এই পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বৃহস্পতিবার ওই চিকিৎসকদের সাসপেনশন ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিবাদে রাতেই ওই মেডিকেলের জুনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন। সাসপেনশন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে বলে ঘোষণাও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে স্বাভাবিক ছিল মেদিনীপুর মেডিকেলের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

সম্ভবত সরকারের কড়া অবস্থান বুঝে কর্মবিরতি তুলে নিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। কর্মবিরতির চাপে যে সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা নেই, তা বৃহস্পতিবার রাতেই বুঝিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। রাতেই এফআইআর দায়ের হওয়ায় পরিস্থিতি ঘুরে যায়। শুক্রবার আবার সিআইডি যায় কোতোয়ালি থানায়। তবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

তাছাড়া কলকাতা থেকে জুনিয়ার ও সিনিয়ার ডাক্তারদের একটি প্রতিনিধিদল মেদিনীপুর মেডিকেলে গিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের স্বস্তি কারণ মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবের রিপোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি বিতর্কিত সেই রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইনকে ক্লিনচিট দিয়েছে ওই ল্যাব। কর্ণাটক সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ল্যাবে স্যালাইনটির পরীক্ষা হয়।

তবে পশ্চিমবঙ্গে এখনও ওই স্যালাইনে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখছে স্বাস্থ্য ভবন। ওই সংস্থার জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পাশ করতে পারেনি। তাই এই নিষেধাজ্ঞা। জয়েন্ট ডক্টরস ফোরামের নেতা মানস গুমটা অবশ্য বলেন, 'যা হয়েছে, সেটা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গাফিলতির কারণে। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজ্য সরকার এই দায় ডাক্তারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।'

যদিও নবান্নের দাবি, সিআইডি ওই মেডিকেলের রেজিস্টার ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছে ডিউটি থাকলেও সিনিয়ার ডাক্তাররা ছিলেন না।

ডক্টর ইউটিউব

মোবাইলের পর্দায় চোখ রেখে চলছে অপারেশন

রণজিৎ ঘোষ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : 'ইউটিউব'-এ অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে চলছে রোগীর অস্ত্রোপচার। বাস্তবে এমনই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে উত্তরবঙ্গের একাধিক মেডিকেল কলেজে। জুনিয়াররা অপারেশন করেন ইউটিউব দেখে। কর্মক্ষেত্রে আট ঘণ্টা কাজ করতেই হবে। প্রতিটি অপারেশনের সময় সিনিয়ার ডাক্তারদের অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত থাকতেই হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যসচিবকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এর আগেও বহুবার এমন নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গের কোনও মেডিকেল কলেজেই সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না। এখানে 'ইউটিউব'-এ অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে দিয়ে জুনিয়াররা অপারেশন করেন বলে অভিযোগ। এমনই বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেখানে সিনিয়ার রেসিডেন্টস (এসআর), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) এমনকি বিভিন্ন বর্ষের পড়ুয়ারা সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে অপারেশন করতে বাধ্য হন। ফলে তাঁদের কাছে মোবাইলে ভিডিও চালিয়ে অপারেশন করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। তবে, আশ্চর্যজনকভাবে অপারেশন থিয়েটারের রেজিস্টারে ওই

এরপর দশের পাতায়

ধার না মেটানোয় চুল কেটে নিল দুই বন্ধু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : সঠিক সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রেই ফিন্যান্স কোম্পানি গাড়ি বা বাইক তুলে নেয়। ব্যাংকেরও সম্পত্তি হেপাজতে নেওয়ারও ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু ঋণের টাকা শোধ না করতে পারায় এক তরুণের চুল কেটে নেওয়ার ঘটনা একেবারেই বিরল। এমন অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

সৌন্দর্য অনেকাংশেই নির্ভর করে চুলের ওপর। কিন্তু সেই চুল যদি কেউ কেটে নেয় এবং সে যদি হয় বন্ধু, তবে রাগ তো হবেই। তাই শিলিগুড়ি শহরের এক তরুণ দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত দুজন হলেন প্রান্তিক রায় এবং ময়ূখ দাস।

চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেও প্রান্তিকের বক্তব্য, 'অনলাইন অ্যাপে ১২ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাত মাসের জন্য দিয়েছিলাম অভিযোগকারী তরুণকে। আসল এবং সুদ মিলিয়ে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩,০৩৮ টাকা। যার মাসিক কিস্তি ২,১৭৩ টাকা। কিন্তু নভেম্বরের পর থেকে কিস্তির টাকা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বাড়িতে ডাকা হয়েছিল। চুল কাটার অভিযোগ ঠিক নয়। ১৭ বছরের বন্ধুত্ব এমন কাজ কেন করব।' তাঁর পালটা দাবি, 'ময়ূখও টাকা পেত বলে এসেছিল।' জানা গিয়েছে, টাকা দিতে না পারায় ওই তরুণের মোবাইল নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয় প্রান্তিক। এর মধ্যেই বুধবার রাতে ওই তরুণকে প্রান্তিক নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। নিজের মায়ের সামনে ওই তরুণের কাছে টাকা দাবি করে। ওই সময় টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান ওই তরুণ।

ওই তরুণের বক্তব্য, 'আমার মাসি ওদের বলেছিল, এই সপ্তাহের শেষে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেবে। ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে বাকি টাকাও দিয়ে দেবে।'

এরপর দশের পাতায়

এনজেপিতে নয়া ডিভিশনের প্রস্তাব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়িকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নতুন ডিভিশন হিসেবে গড়ে তুলতে রেল প্রক্রিয়া শুরু করল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে কাটিহার পর্যন্ত মেট্রো রেল চালানো যায় কি না, অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক সেটাও খতিয়ে দেখছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে শুক্রবার রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ যে সমস্ত প্রস্তাব তুলে ধরেন, তার মধ্যে এমন দাবিও রয়েছে। রেলমন্ত্রী বৈষ্ণো তখনই রেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি যদি রেলের নতুন ডিভিশনের স্বীকৃতি পায়, তবে এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। একইসঙ্গে টাউন স্টেশনের হেরিটেজ স্বীকৃতিতে শিলিগুড়ির স্বপ্নপূরণ হবে। রেলের একটি সূত্রে খবর, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এনজেপির নির্মীয়মাণ নয়া ভবনে ডিআরএম কার্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। শংকর বলেন, 'শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে রেলমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি দাবি তুলে ধরার পাশাপাশি কিছু প্রস্তাব দিই। তিনি প্রতিটি বিষয় মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, ২৪ জানুয়ারি এনজেপিতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

এনজেপিকে রেলওয়ে ডিভিশন হিসেবে গড়ে তোলার দাবি বহু বছরের। গত ৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রেলের ৭০ নম্বর ডিভিশন হিসেবে জম্মুর নাম ঘোষণা করতেই যা নতুন মাত্রা পায়।

এরপর দশের পাতায়

ধীর পদক্ষেপ

- এনজেপির নির্মীয়মাণ নয়া ভবনে ডিআরএম কার্যালয় তৈরি করা হচ্ছে
- এনজেপি ডিভিশন হলে অনেক স্টেশন কাটিহার ডিভিশনের হাতছাড়া হবে
- আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে অনেক স্টেশন এনজেপি ডিভিশনে আসতে পারে
- সিকিমের রংপো স্টেশনও এনজেপির অন্তর্ভুক্ত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতা-পুলিশ নিরাপদ নয়, যেন ভয়ের রাজত্বে বাস

গৌতম সরকার

ওরে, শান্তি কোথায় পাবি! শান্তি কোথাও নেই! কে যে কখন কাকে টসকে দেয়! যেমন দিল বাবলা সরকারকে। পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ নাকি তাঁর ভাগ্যে ঝুলছিল। পদপ্রাপ্তি দূরে থাক, জীবনটাই চলে গেল। শুনেছি, ড্রাইভার তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে বারণ করেছিলেন। বাবলা শোনেননি। বলেছিলেন, কে আবার কী করবে? নিজের খাসতালুকে দিনের আলোয় বন্দুক নিয়ে কেউ তাঁকে তাড়া করবে, স্বপ্নেও ভাবেননি বোধহয়।

না ভাবারই কথা! রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধিরা জনতার মাঝে সুরক্ষিত থাকবেন- সেটাই তো প্রত্যাশিত। তত্ত্বকথায় আছে, মাছ জলে নিরাপদ, নেতা-জনপ্রতিনিধিরা মানুষের মাঝে। এসব প্রবচন অবশ্য এখন তামাদি। বিশ্বস্ত কেউ নেই। এমনকি দলীয় সহকর্মীও ঘোর শত্রু হয়ে যেতে পারেন। এমন শত্রু, যিনি জান নিতেও পরোয়া করেন না। নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি তো বাবলার বন্ধু ছিলেন। দলেও দীর্ঘদিন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ।

বাবলাকে খুনে নরেন্দ্র জড়িত প্রমাণ হলে বুঝতে হবে, প্রতিহিংসা কোন পর্যায়ে গেলে বন্ধুকে খুন করতে সুপারি দেওয়া যায়। সেই প্রতিহিংসার কারণ রাজনৈতিক বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবে কিন্তু ভিন্ন স্বার্থের ইঙ্গিত স্পষ্ট। পুলিশের তদন্তে সেই স্বার্থ প্রকাশ্যে আসবে কি না, বলা শক্ত। কারণ, স্বার্থটা বেআব্রু হলে অনেক বড় জায়গায় ঘা লাগতে পারে।

বড় জায়গায় ঘা অনেক সময় রাজনীতিবিদরা এড়িয়ে চলেন। বাম আমলের দাপুটে মন্ত্রী কমল গুহ আত্মজীবনী লিখেছিলেন, 'আমার জীবন আমার রাজনীতি।' তাঁর ঘোষণামতো প্রথম খণ্ডের পর আর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। একদিন জানতে চেয়েছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কবে? কমলদার জবাব ছিল, লেখা হয়ে আছে। কিন্তু প্রকাশিত হলে অনেক বন্ধু বেজার হবে। জীবদ্দশায় তিনি আর কোনও 'বন্ধু'কে বেজার করেননি। করলে হয়তো অনেক কঠিন বাস্তব সামনে আসত।

এরপর দশের পাতায়

এলাকা ঘিরে তল্লাশি

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

শ্রীপুর বাংলাদেশ সীমান্ত (গোয়ালপোখর), ১৭ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর শুটআউট কাণ্ডে জড়িত দুই দুষ্কৃতী বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেছে। শুক্রবার পুলিশি তদন্তে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুলিশের অনুমান ছিল তারা বিহারে পালিয়েছে। যদিও দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা। পুলিশের অনুমান, দুই দুষ্কৃতী গোয়ালপোখর থানার শ্রীপুর বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গা-ঢাকা দিয়েছে। পুলিশের সূত্র বলছে, মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলম এবং অপরাধ ঘটাতে তাকে সাহায্যকারী বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আবদুল হুসেনের 'লাস্ট লোকেশন' শ্রীপুর সীমান্ত এলাকাতেই পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে ডিআইজি রায়গঞ্জ রেঞ্জ, ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার দুই পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পদস্থ কর্তারা প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকা ঘিরে ফেলেন। এই পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একাধিক নাকা পয়েন্ট বসানো হয়েছে। বিএসএফের সঙ্গেও সমন্বয় তৈরি করে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, সাজ্জাক পুলিশকর্মীদের গুলিবিদ্ধ করে পালানোর সময় তার কাছে কোনও মোবাইল ফোন ছিল কি না তা স্পষ্ট নয়। তেমনি তাকে আগ্নেয়াস্ত্র সাপ্লাই করা সহ ফেরার

এরপর দশের পাতায়

পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর শুটআউটের জের

গোয়ালপোখরের শ্রীপুর সীমান্তে দুষ্কৃতীদের খোঁজে পোস্টার।

মৌচাকে বাজের ছোঁ, জখম তিন

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি: বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ঢুকলেই চোখে পড়ে পাঁচতলার চাতালে রয়েছে মৌচাকটি। শনিবার দুপুরে হঠাৎই সেই মৌচাকে ছোঁ মারে বাজ পাখি। একবার-দুবার নয়, সাত-আটবার মৌচাকে আঘাত করে ওই পাখি। এরপর ভেঙে যাওয়া মৌচাক থেকে রোগীর আত্মীয়দের উপর হামলা চালায় মৌমাছিরা। বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সেই মৌমাছির হামলায় প্রায় ৪-৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। অনেকে মৌমাছির হাত থেকে বাঁচতে নীচে শুয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালের কর্মীরা পিপিই কিট ও মাথায় হেলমেট পরে সকলকে উদ্ধার করে। এবং হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে হাসপাতালে তিনজন ভর্তি রয়েছেন। ঘটনায় হাসপাতালের সব জানলা ও সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কের মধ্যেই ডিউটি করছেন নিরাপত্তারক্ষী থেকে অন্য কর্মীরা।

এদিন দুপুরের পর থেকে মৌমাছির হানায় হাসপাতালে ঢুকতে ও বেরোতে পারেননি রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বালুরঘাট হাসপাতালে আসা অমিত মণ্ডল নামে এক রোগীর পরিজন বলেন, 'হাসপাতালে এসে দেখি মৌমাছি তাড়ানো হচ্ছে। অনেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। একজন পিপিই কিট ও হেলমেট পরে তাদের উদ্ধার করছে।'

অ্যাম্বুল্যান্স চালক শাহ আলম মিয়াঁ'র কথায়, 'আমি তখন গাড়িতেই রয়েছি। দেখি দুজন মাটিতে পড়ে আছে। তাদের উপর চাদর দিয়েছিল কেউ।' বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের বক্তব্য, 'দশতলা ভবনে কয়েকটা মৌচাক রয়েছে। আজ একটা মৌচাক থেকে মৌমাছি সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করে। মৌমাছির কামড়ে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তিনজন।'

রোগীর শরীরে পড়ে গজ ও তুলো

নার্সিংহোম, চিকিৎসককে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : প্লীহায় অস্ত্রোপচারের পর শরীরের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল গজ, তুলো। যা থেকে পরে জটিল সমস্যা তৈরি হতে থাকে। স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ১৫ বছরের রোগীকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এরপর চিকিৎসক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করে সেই কিশোরের পরিবার। প্রায় নয় বছর পর সেই মামলার রায় এল বৃহস্পতিবার। শেষমেশ শিলিগুড়ির খালপাড়ার ওই নার্সিংহোম এবং চিকিৎসক বিবেক সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ রোগীর পরিবারকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের বিচারক।

২০১৫ সালে অরুণ বেণিকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন রাজগঞ্জের বেলাকোবার বাসিন্দা গোবিন্দচন্দ্র বেণি। পেশায় রাজ্য সরকারি কর্মচারী গোবিন্দ ছেলেকে খালপাড়ার ওই নার্সিংহোমে বিবেকের কাছে চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন পরীক্ষার পর বিবেক গোবিন্দকে জানান, অরুণের প্লীহায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেই মোতাবেক তখনই অস্ত্রোপচার হয়।

এরপর ছেলেকে নিয়ে রাজগঞ্জে ফিরে যান গোবিন্দ। কিন্তু এক সপ্তাহ পর থেকে অরুণের নিয়মিত বমি ও পেটে ব্যথা শুরু হয়। তাই অরুণকে ফের ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যান বাবা। কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও অরুণ সুস্থ না হওয়ায় ছেলেকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান বাবা। সেখানে চিকিৎসক এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে দেখতে পান, অরুণের যকৃতের কাছে কিছু রয়েছে। অস্ত্রোপচার করে ওই কিশোরের পেট থেকে তুলো, গজ বের করা হয়।

এরপর ২০১৬ সালে পরিবারের তরফে ওই নার্সিংহোম এবং বিবেকের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করা হয়। আদালতের বিচারক অপূর্ব ঘোষ বলেন, 'মাটিগাড়ার ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে খালপাড়ার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে যৌথভাবে অস্ত্রোপচার বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং হয়রানির জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা, মামলা লড়ার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এই রায়ে খুশি বেণি পরিবার। তবে শারীরিকভাবে ছেলের দুর্বলতা পুরোপুরি না কাটায় গোবিন্দর দুশ্চিন্তা কাটছে না। তিনি বলেন, 'ছেলের বয়স এখন ২৫। পেটের মধ্যে তুলো, গজ অনেকদিন ছিল। তাই খাদ্যনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।'

রায়ের পর বিবেক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কার্যত দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। বিবেক বলেন, 'বিষয়টি ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে রায়ের বিষয়টি জানা নেই। শরীর খারাপ হওয়ায় বাড়িতে রয়েছি।' নার্সিংহোমের দায়িত্বে থাকা নরেশ সিংলার বক্তব্য, 'রায়ের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।' এরপর একাধিকবার নরেশকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

প্লীহায় অস্ত্রোপচার

- ২০১৫ সালে এক কিশোরের প্লীহায় অস্ত্রোপচার হয়
- তারপর থেকে বমি, পেট ব্যথা হতে থাকে তার
- পরে জানা যায় তার শরীরে গজ, তুলো রয়ে গিয়েছে
- ২০১৬ সালে নার্সিংহোম এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা
- সেই মামলার রায়ে রোগীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/ DOB	Sex	Details (Height/ Weight and Complexion)	Photo
Unknown (Abandoned)	New Born Baby Boy (Date of Admission - 27/11/ 2024)	Male	Height : 49 CM Weight : - 3.070 Grams Complexion- Brown Skin Eye Colour- Black Hair Colour- Black	

At present the Child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Jalpaiguri at Siliguri District Hospital, Siliguri. Any legal claimant of this child may contact within 60 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate, Kutchery Compound, Darjeeling
&
Child Welfare Committee, Jalpaiguri Korok Observation & Juvenile Home, Racecourse Para, Jalpaiguri

বাগান কন্যাকে জার্সি প্রশাসনের

বর্ষা ওরাওঁয়ের হাতে খেলার সামগ্রী তুলে দিলেন বিডিও। শুক্রবার।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : চা বাগানের কন্যা মধ্যপ্রদেশ পাড়ি দিলেন ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২ খেলতে। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেন তরুণী ফুটবলার। তার আগে জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের বর্ষা ওরাওঁয়ের হাতে সদরের বিডিও জার্সি, ফুটবল তুলে দিলেন। বর্ষা বললেন, 'পরিবার এবং কোচের সাপোর্টে আমি এতদূর এসেছি। ফুটবল খেলা আমার কাছে অক্সিজেন। সারাজীবন ফুটবলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই।'

বাবাকে হারিয়েছেন সেই ছোট্টবেলায়। কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর হাইস্কুলে পড়াশোনা নবম শ্রেণি পর্যন্ত। ছোট থেকে দিদিদের ফুটবল খেলতে দেখে তাঁরও ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। শুরু হয় নিজের লক্ষ্যের দিকে পায়ে পায়ে এগোনোর লড়াই। সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। মাকে সাহায্য করতে চা পাতা তুলতে যেতেন মাঝেমধ্যেই। এরই সঙ্গে চলত ফুটবল প্রশিক্ষণ। কিন্তু পরিশ্রম করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। এর আগে কন্যাশ্রী কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন বর্ষা। এবার সুযোগ এল মধ্যপ্রদেশে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২ খেলার। কিন্তু আর্থিক অনটনের সংসারে খেলার জন্য টাকা, জার্সি, ফুটবল কেনাটা একপ্রকার অসম্ভব। সেই খবর সদর ব্লক প্রশাসনের কাছে পৌঁছোয়। এগিয়ে আসে প্রশাসন।

শুক্রবার সদরের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'বর্ষায় এই যাত্রায় ওকে শুভকামনা জানাই। এদিন ওর মনোবল বাড়াতে খেলাধুলোর কয়েকটি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্ষা আমাদের এলাকার মেয়ে, তাই এটা আমাদের কর্তব্য।' বর্ষা ভালোভাবে খেলে শহর তথা জেলার নাম উজ্জ্বল করুক, এটাই চান তাঁরা।

বর্ষার কোচ অমিত রায় জানালেন, বিনামূল্যে কোচিং করালেও কোনওরকম ফাঁক রাখেননি। তাঁর কথায়, 'বর্ষার এই সাফল্য আগামীদিনে আরও অনেক মেয়েকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বর্ষা ছাড়াও ধূপগুড়ির আমগুড়ির সোনু তান্ত্রিও সুযোগ পেয়েছে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২'তে খেলার।'

শিয়ালদহ-বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ ও হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে

শিয়ালদহ ডিভিসনে কিমি ৭/৫৮ - ৮/২ -তে ব্রিজ নং. ১৫ সিসিআর -এর স্টীল গার্ডার প্রতিস্থাপন করে আরসিসি বক্সের মাধ্যমে বালিঘাট - বালি হল্ট -এ রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের জন্য, নিম্নলিখিত দুই জোড়া ট্রেন নিম্নোক্ত সূচি অনুসারে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে এবং হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে : (১) ১৩১৪৮ **বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** বামনহাট থেকে ২২/০১, ২৩/০১, ২৪/০১ ও ২৫/০১/২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩১৪৭ **শিয়ালদহ - বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** ২৩/০১, ২৪/০১, ২৫/০১ ও ২৬/০১/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়া থেকে রাত্রি ৮টা ১০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। (৩) ২২২০২ **পুরী - শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস** পুরী থেকে ২৩/০১/২০২৫ ও ২৫/০১/২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে। (৪) ২২২০১ **শিয়ালদহ - পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস** ২৪/০১/২০২৫ ও ২৭/০১/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়া থেকে রাত্রি ৮টায় যাত্রা শুরু করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

Public Notice dtd. 18-01-2025

I am going to surrender my SEBI registration certificate as a Research Analyst with registration number INH300007651.
Arunabha Chakraborty
Jalpaiguri, West Bengal
9932533339/9932776287

INVITING APPLICATIONS FOR SELECTION TRIAL OF JALPAIGURI DISTRICT FOR STATE LEVEL STUDENT YOUTH FESTIVAL, 2025

Last date of submission of application form-24.01.2025 till 5 P.M. Date of selection trial-27.01.2025 & 28.01.2025, Venue-Chalsa Youth Hostel, Matiali Block, Jalpaiguri.
For more details and to download application form please visit- **https://jalpaiguri.gov.in**

W.B.C.A.D.C.
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 09/2024-25
dt. 17.01.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for works/supply works : (A) Supply of Floating Fish Feed at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY
Programme : Quantity : 11 MT
The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website: www.wb.tenders.gov.in before quoting their rates from 19/01/2025

Sd/-
Office-in-Charge, Ph: 0353-2571404

JOBS

Applications are invited at Air Force School, Hasimara for the following posts :-

Sl. No.	Designation	Subject	No. of Posts	Salary
	Permanent on Probation			
(a)	PGT	Chemistry	01	Rs. 35,000 + DA (as admissible)
(b)	TGT	Science	01	Rs. 33,000 + DA (as admissible)
(c)	TGT	Health & Wellness Teacher	01	
(d)	TGT Female)	Games	01	
(e)	Librarian	--	01	
(f)	PRT	--	03	Rs. 28,500 + DA (as admissible)
(g)	Office Superintendent	--	01	Rs. 25,000 + DA (as admissible)
(h)	Accounts Assistant	--	01	Rs. 18,500 + DA (as admissible)
(i)	MTS (Male)	--	02	Rs. 13,000 + DA (as admissiale)
	On Contractual Basis			
Sl. No.	Designation	Subject	No. of Posts	
(a)	NTT	--	02	Rs. 18,000 (fixed)
(b)	Clerk	--	01	Rs. 14,500 (fixed)
(c)	Lab attendant	--	01	Rs. 14,000 (fixed)

Interested candidates are to check the eligibility criteria at www.afschoolhasimara.com and contact at mobile number – 8158019552 (between 09 AM to 03 PM from Monday to Saturday). All eligible candidates must submit their applications by post at following address :-

TO,
THE PRINCIPAL
AIR FORCE SCHOOL, HASIMARA
DIST - ALIPURDUAR (WB) PIN-735215
Applications must reach to above said address on or before **02 Feb 25.**

আজ টিভিতে

আর্থ ফ্রম স্পেস দুপুর ২.২৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, সন্ধে ৭.৩০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.৩০ মহাগুরু, ১.০০ কৃষ্ণা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৪৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৫০ কুলি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রতিদান, দুপুর ২.৩০ একান্ত আপন, বিকেল ৫.০০ তোমায় পাবো বলে, রাত ৯.৩০ অন্যায় অত্যাচার, ১২.৩০ পলাশের বিয়ে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিধ্বনি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জোশ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এই অরণ্য
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.০০ আজহার, ২.৩০ বাদশাহ পহেলওয়ান, বিকেল ৪.৪৫ বাদশা রাসকাল, সন্ধে ৭.০০ বিবি নম্বর টু, রাত ৯.৪৫ চার্মস বন্ড
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ ব্লু বিটল, ২.৪৩ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৪.৪৯ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, সন্ধে ৬.৩৯ গডজিলা, রাত ৯.০০ ইনফিনিট স্টর্ম, ১০.৪৬ জন উইক

কুলি রাত ১০.৫০ জলসা মুভিজ

চার্মস বন্ড রাত ৯.৪৫ সোনি ম্যাক্স

ইনফিনিট স্টর্ম রাত ৯.০০ সোনি পিক্স এইচডি

জার্সি রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

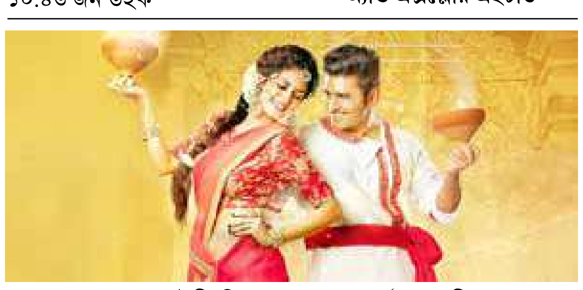

বলো দুগ্গা মাইকি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কাতার যাচ্ছেন বিমা এজেন্ট

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : কাতার কর্পোরেট কনভেনশনে প্রতিনিধিত্ব করতে ৮ ফেব্রুয়ারি ওই দেশে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি বিভাগের চিফ লাইফ ইনসুরেন্স (এলআইসি) অ্যাডভাইজার রণজয় দাম। তারপর তিনি মেলবোর্ন ও সিডনির কর্পোরেট কনভেনশনেও অংশ নেবেন। রণজয় কাতারের ওই কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি।

রণজয় দাম।

উচ্ছ্বসিত রণজয় বলেন, 'জীবনবিমাতে অনেক কাজ রয়েছে। সরকারি চাকরির আশায় না থেকে স্বাধীনভাবে জীবনবিমাতে কাজ করা যেতে পারে। সেই সন্ধান যাঁরা পেতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

রণজয় প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা করেন। তিনি ৫০ জনের কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন। রণজয় ইতিমধ্যেই লস অ্যাঞ্জেলেস, লন্ডন সহ শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর ও কম্বোডিয়ায় মতো শহরে এলআইসি'র প্রতিনিধি হয়ে কর্পোরেট কনভেনশনে অংশ নিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন প্রোগ্রাম

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ১৭.০১.২০২৫। চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার /এডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, এইচডব্লিউএইচ ও এএসএন ডিভিশন	০৭.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫
২.	এইচএলআর ডিপো	এইচএলআর ডিপো ও এসডিএএইচ ডিভিশন	০৫.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫
৩.	জেএমপি ডিপো	জেএমপি ডিপো ও এমএলডিটি ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৪.০২.২০২৫	২১.০২.২০২৫	২৮.০২.২০২৫
৪.	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	১৮.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫
৫.	এএসএন ডিভিশন	এএসএন ডিভিশন	০৫.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫
৬.	এসডিএএইচ ডিভিশন	এসডিএএইচ ডিভিশন	০৭.০২.২০২৫	১৪.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৬.০২.২০২৫
৭.	এমএলডিটি ডিভিশন	এমএলডিটি ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৮.০২.২০২৫

STORES-72/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

বিক্রয়

Land for sale near Shahudangi Rs. 4.5 Lak per katha, 9832060869, 9832014897.

শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে আড়াই কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। ফোন- 7364073795. (C/114499)

ধূপগুড়ি কলাহাটিতে MADO বাজারের নিকট দোকানঘর এবং কদমতলায় ২১ ডেসিমেল বাস্তুজমি বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M-9832033162. (A/B)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতি সত্বর, অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M-9679967639. (C/114504)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB7320030025057 এ আমার ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় 9/01/25-এ শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ajay Roy ও পিতা Lt. Bipin Roy করা হল। (C/114494)

কর্মখালি

মহিলা কর্মী চাই, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য (দিবা-রাত্রি), বয়স- ২০ থেকে ৩৫-এর উর্ধ্বে নহে, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির কেয়ারটেকারের কাজ (রান্না বাদে), বেতন মাসিক ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ- ডঃ শাস্ত্রী ৯০০২০০৪৪১৮, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে, উপরোক্ত মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে সত্বর ফোটো, বায়োডাটা পাঠাতে হবে।

Office Computer Operator Required

Male/Female Back Office Computer Operator Required. Qualification : B.Com, Salary : 12000/- month, Duty Hours : 10:30 A.M.-9 P.M. (with break). Send CV : pmi102301@gmail.com

Affidavit

I Rakesh Singh, S/o. Late Shibshankar Singh residing at Paresh Nagar, Ward No. 44, P.O. Sevoke Road, P.S. Bhakti Nagar, Dist. Jalpaiguri, West Bengal shall henceforth be known as Rakesh Kumar Singh as declared before the Notary Public at Siliguri Court West Bengal vide affidavit No. 79AB 988006 Dated 17/01/2025. Rakesh Singh and Rakesh Kumar Singh both are same and identical person. (C/114509)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দ। পেটের অসুখে সমস্যা। **মিথুন :** বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **কর্কট :** মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **সিংহ :** অন্যায় কাজে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তিলাভ। **কন্যা :** হারিয়ে যাওয়া কোনও বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ। ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **তুলা :** সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হতে পারে। চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের জন্যে আজ শুভ দিন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ নিতে হতে পারে। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। **ধনু :** আজ কেউ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আগমন। **মকর :** শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। প্রেমে বাধা কাটবে। **কুম্ভ :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটতে পারে। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। **মীন :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ পৌষ, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ৪ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ বদি, ১৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। শনিবার, পঞ্চমী অহোরাত্র। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৩।২৭। শোভনযোগ রাত্রি ২।৫। কৌলবকরণ রাত্রি ৬।৩৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।২৭ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।০ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৩।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।৫০ গতে ৫।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫০ মধ্যে ও ৪।৪৭ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯। ৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২। ৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

সোদরখই মন্দিরের সুড়ঙ্গে রহস্য

উত্তরবঙ্গে লুকিয়ে থাকা নানা ইতিহাসের ভিড়ে সোদরখই মন্দির অন্যতম। নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন রোডে সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার অনেকেই পরিচিত এই মন্দিরের সঙ্গে। ওই স্টেশনের খুব কাছের এই মন্দিরের খোঁজ মেলে কীভাবে?

একশো বছর আগের কথা। বর্তমান ময়নাগুড়ি শহর সংলগ্ন সোদরখই এলাকায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে আসে এক পাথরের দেওয়াল। স্থানীয়রাই দলবেঁধে খুঁড়ে বের করলেন বড় লম্বা পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি একটা ঘর। মাঝখানটা ঠিক গর্ভগৃহের মতো। স্থানীয়রা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন ওখানে প্রাচীন কোনও মন্দির রয়েছে। গর্ভগৃহের প্রকৃতি দেখে শিবচতুর্দশীতে পুজোও করতে শুরু করলেন। তারপর থেকেই এই প্রচীন স্থাপত্য পরিচিত হল সোদরখই মন্দির নামে।

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন পেরিয়ে ব্যাংকান্দির রাস্তার শুরুতেই বাম দিকে ধরে এগোলেই দেখা মিলবে এই মন্দিরের। একটি বিশাল বট গাছ আঁকড়ে রেখেছে পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি এই মন্দিরটিকে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলে ঘরটির মাঝেই একটি সুড়ঙ্গ চোখে পড়বে। সেটিকেই গর্ভগৃহ মনে করেন স্থানীয়রা।

গবেষকরা কেউ বলেন, এটি দেবী চৌধুরানির আড্ডা ছিল। আরেক পক্ষ বলেন, এটির সঙ্গে পাল বংশের স্থাপত্যের মিল রয়েছে। মন্দিরের পাশেই একটি বড় পুকুর। গবেষকদের অনুমান, আশপাশের আরও আঠারোটি দিঘির সঙ্গে যুক্ত ছিল এই মন্দির। মন্দির থেকে আধ কিমি দূরে জমিতে বাথটবের মতো দেখতে একটি পাথরে কাটা চৌবাচ্চা রয়েছে। এই ইতিহাসের হাতছানি নিয়ে থাকা মন্দিরটি আজ অবহেলিত। স্থানীয়রা বেশি খুঁড়তে পারেননি। ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে খনন করলে বড় ইতিহাসের সন্ধান মিলবে বলে স্থানীয়দের মত। গ্রামের মানুষ নিজেদের মতো করেই আগলে রেখেছেন সোদরখই মন্দিরকে।

সীমান্তে বিশেষ যন্ত্রে কান বিএসএফের

বিশ্বজিৎ সরকার

চরবৃত্তির খোঁজে

- সীমান্ত ওপারের ফিশফিশ শব্দ শুনবে যন্ত্র
- যে কোনও ভাষা মুহূর্তেই হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে যাবে
- ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও শব্দ ধরে ফেলতে পারবে
- কলকাতার একটি সাইবার প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করছে এই সফটওয়্যার

হেমতাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : সীমান্তের ওপারে অন্ধকারে ফিশফিশিয়ে কথা বলে কারা? তারা কী বলছে, গোপনে অনুপ্রবেশ করতে চাইছে কি না, বোঝা মুশকিল। আবার দিনেরবেলায় অকারণ চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মধ্যেও মিশে যায় প্রয়োজনীয় কথাগুলি। এবার থেকে সীমান্তের ওপারে প্রয়োজনীয় ফিশফিশানির শব্দ শুনতে পাবে যন্ত্রের 'কান'। কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করলেও জানতে পারবেন বিএসএফ জওয়ান।

বাংলা হোক বা বিদেশি যে কোনও ভাষা, মুহূর্তের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে জওয়ানদের হাতে এসে যাবে। যন্ত্র এই 'খেল' দেখালে সীমান্তে নজরদারিও অনেকটাই সহজ হতে পারে। ওই সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে কলকাতায়। সম্প্রতি কলকাতায় একটি সেমিনারে সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে। কলকাতারই একটি সাইবার প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করছে এই সফটওয়্যার।

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সীমান্তে টহল দিতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সামনে পড়েন বিএসএফ জওয়ান ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা।বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমেই সীমান্ত এলাকার অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা চ্যাঁচামেচি কমিয়ে দেবে ওই সফটওয়্যার। অত্যন্ত সহজেই সেনা ও বিএসএফ আধিকারিকরা বুঝতে পারবেন, কেউ দেশবিরোধী কোনও ষড়যন্ত্র করছে কি না। তবে এই নজরদারির জন্য সফটওয়্যারের সঙ্গে সঙ্গে বসাতে হবে শক্তিশালী রাডার।

ওই রাডারটি ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও শব্দ ধরে তা সফটওয়্যারকে দেবে। সেই শব্দগুলিকেই সফটওয়্যার শনাক্ত করবে। উত্তরবঙ্গের মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে। এই এলাকার কিছু জায়গা শনাক্ত করে প্রাথমিকভাবে ওই যন্ত্রগুলি বসানো হবে। উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বিওপি এলাকায় ওই যন্ত্র বসানো হবে।

ডিজি আসতেই গ্রেপ্তার জাকির

কালিয়াচক, ১৭ জানুয়ারি : যদুপুরে তৃণমূল নেতা আতাউর শেখ ওরফে হাসা খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জাকির শেখকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। শুক্রবার একটি গোপন ডেরা থেকে তাকে ধরা হয়। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এদিন মালদা সফরে এসে দুপুরে হঠাৎই কালিয়াচক থানায় পৌঁছান। সন্ধ্যায় জেলা পুলিশের পক্ষ থকে জাকিরকে গ্রেপ্তারের কথা প্রকাশ্যে আনা হয়। ডিজি এদিন নিহত বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার ও ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বলেন।

গত মঙ্গলবার কালিয়াচকের উত্তর দরিয়াপুর মোমিনপাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে খুন হয় তৃণমূল কর্মী। ডিজি এদিন দুপুরে জেলা পুলিশ অফিসে চৈতালির সঙ্গে দেখা করেন। তবে দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছে, সে বিষয়ে দুজনের কেউই মন্তব্য করতে চাননি। তবে খুনের তদন্ত প্রসঙ্গে রাজীব কুমার বলেন, 'জেলা পুলিশের তদন্ত ঠিক পথেই এগোচ্ছে। এই ঘটনায় তদন্তের বাকি তথ্য পুলিশ সুপার জানাবেন।'

RICE ADAMAS GROUP
RICE EDUCATION
riceeducation.in
আবারও প্রমাণিত হল যে RICE-এর মেথোডোলজি অনুসরণ করে সরকারি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।
WBCS 2022 মেইনস পরীক্ষায়, RICE-এর 100+ জন শিক্ষার্থী সফল হয়েছেন !
চলছে তাঁদের Personality Test-এর প্রস্তুতি

WBCS পরীক্ষার পদ্ধতিতে আসছে বড় পরিবর্তন!
পরিবর্তিত WBCS পরীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুতির জন্য সঠিক নির্দেশনা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। আর এই নতুন চ্যালেঞ্জে সফল হতে RICE Education-ই তোমার একমাত্র ভরসা।
RICE Education-ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা নতুন ফরম্যাটে WBCS এবং IAS-এর জন্য একটি বিশেষ ইন্টিগ্রেটেড কোর্স নিয়ে এসেছে।
তোমরা WBCS পরীক্ষার নতুন ফরম্যাটে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত তো?
সফল পরীক্ষার্থীদের, আগামী দিনে ইন্টারভিউতে সাফল্য কামনা করি
Classroom I Online I Residential
IAS I WBCS I PSC I SSC I Rail I Police I Bank I TET I Insurance
Siliguri 84799 17965 | Malda 84799 17953 | Jalpaiguri 73648 82509 | Coochbehar 84799 00576
Head Office : " Dishari House", Belgharia 84799 02085 / 84799 18051
Sealdah (City Office) 84799 17959 / 84799 18013
For Other Branches 62921 90230
ricesmart | RICE | RICE IAS | ADAMAS UNIVERSITY | Adamas | Adamas | adamas tech | Adamas KIDS

HAVELLS
ALL THE LATEST
DESIGNER FANS WITH INNOVATIVE TECHNOLOGY
NOW AT ONE PLACE.
LAUNCHING
HAVELLS FAN SMART HUB
AN EXCLUSIVE FAN STORE
Saturday, 18th Jan'25 at 11:30 am
at M/s Fanz Hub, Opposite Makhan Bhog, Sevoke Road, Siliguri-734001.
Ph.: 7044025751

BLDC+ Fans | Designer Fans | Underlight Fans | IoT Fans | Table, Pedestal and Wall Fans
Visit Today
• EXPLORE OUR RANGE •

Widest Range
In-store Expert Assistance
Quick Service Support
*The store image is for representation purpose only.
HAVELLS WEB STORE Scan to buy Product Online
HAVELLS ONE Scan to Download App
HAVELLS Happiness Get up to 3% Loyalty Points
HAVELLS BRAND STORE Scan for Nearest Exclusive Store
CARE360 Customer Care No. : 08045 77 1313
Reach us on +91-9711773333 to activate warranty & avail service.
All trademarks used herein are property of their respective owners. Any use of third party trademarks is for identification purpose only and does not imply endorsement

মহিলা আমি, সব সামলাতে পারি না

পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেই কোনও শ্মশানঘাট। এলাকায় বেশ কয়েকটি জায়গা সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে থাকে, এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা রয়েছে এলাকায়। এসব সমস্যা সমাধানে প্রধানের কোনও ভাবনা রয়েছে কি? শুনলেন শুভজিৎ চৌধুরী

জনতার চার্জশিট

জনতা : আপনাকে পঞ্চায়েত দপ্তরে পাওয়া যায় না, আপনার থেকে বেশি আপনার ছেলেকে অফিসে দেখা যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজ আমি নিজেই দেখে থাকি। তবে একজন মহিলার পক্ষে সবকিছু সামলানো সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজনে আমার ছেলে আমাকে সাহায্য করে।

জনতা : মাঝেমধ্যেই এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটছে। টালিঘর বাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। আপনি প্রধান হিসাবে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : বিভিন্ন রাস্তায় সোলার স্ট্রিটলাইট বসানো হয়েছে। আরও কিছু কাজ এখনও বাকি রয়েছে। টালিঘর বাজারে হাইমাস্ট লাইট বসানোর জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ১৪টি
জনসংখ্যা : ১৯,৪৯৮ জন
(২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে)
আয়তন : ৪৫ বর্গ কিলোমিটার

জনতা : পঞ্চায়েত এলাকায় একটিও শ্মশানঘাট নেই। শ্মশানঘাট তৈরি করতে আপনি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : শ্মশানঘাট তৈরি করতে জমির প্রয়োজন। যদি কোনও ব্যক্তি শ্মশান তৈরির জন্য জমি দিতে রাজি হন তখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাব।

জনতা : মাংস বিক্রেতারা রাজ্য সড়কের পাশেই যত্রতত্র বর্জ্য ফেলছেন। যা থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। প্রধান হিসাবে আপনি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : কয়েকদিন আগেই মাংস বিক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। তাঁদের পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যবসার জন্য যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না হয়। দুর্গন্ধ দূর করতে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

কাইসার বেগম
প্রধান, পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও পানীয় জলের পরিষেবা চালু হয়নি কেন?

প্রধান : পঞ্চায়েতের দু'জায়গায় পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছানোর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এক জায়গায় সমস্যা রয়েছে, সেটিও দ্রুত সমাধান করে পরিষেবা চালু করা হবে।

জনতা : পঞ্চায়েত দপ্তরের ভেতরে পাবলিক টয়লেট অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। তাছাড়া এলাকায় আর কোনও পাবলিক টয়লেট নেই কেন?

প্রধান : কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করার মতো সরকারি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত দপ্তরের ভেতরের যেটি রয়েছে সেটি মেরামত করে দেওয়া হবে।

জনতা : এলাকায় পর্যাপ্ত নিকাশিনালার ব্যবস্থা নেই। এর জন্য আপনি কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : নিকাশিনালার কাজগুলি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে করা হবে। ইতিমধ্যে কাজের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কিছু কাজের টেন্ডারও হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

জনতা : বর্জ্য সংগ্রহের ভ্যান পঞ্চায়েত দপ্তরেই পড়ে রয়েছে। এলাকায় পুরোপুরিভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হয়নি কেন?

প্রধান : প্ল্যান্ট তৈরির কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলিও দ্রুত শেষ করা হবে। তবে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

জনতা : সামশেরগাঁও এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার অবস্থা বেহাল। এগুলি ঠিক করতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : রাস্তা সংস্কারের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

দুরন্ত শৈশব

শুক্রবার শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে খুদে ভ্যানচালকের ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

হেনস্তা থেকে হুমকি, পুলিশি মনোবলে ধাক্কা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : পুলিশের এক কর্মী থানায় ঢোকার পর তাঁকে হতাশ দেখাচ্ছিল। এক সহকর্মীকে তিনি বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় স্ত্রী বলছিল সাবধানে থাকতে। যেভাবে পুলিশকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, তাতে বেশ উদ্বিগ্ন পরিবার।' পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় পুলিশের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে যে চাপা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তা এই বক্তব্যেই স্পষ্ট। তবে এর পিছনে রয়েছে আরও অনেক কারণ। শিলিগুড়িতেও প্রায়দিনই হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে পুলিশকর্মীদের। শুনতে হচ্ছে গালাগালও। যা প্রভাব ফেলছে পুলিশের নীচুতলায়। বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পুলিশের পদস্থ কর্তাদেরও। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিং বলছেন, 'কোনও কারণে মোরালিটি একটু এদিক-ওদিক হলেও, তা যাতে সবসময়ই হাই থাকে, তার জন্য সুপিরিয়ররা নিয়মিত পেপটক দিয়ে থাকেন।'

আতঙ্ক
- পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় পুলিশের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে চাপা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে
- মাটিগাড়ায় গত ২৫ ডিসেম্বর এক পুলিশকর্মীর ইউনিফর্ম ছিঁড়ে দেওয়া হয়
- মাটিগাড়াতেই দু'মাস আগে মধ্যরাতে পুলিশকর্মীকে মারধর করে লরিচালক

পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি চালানোর ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। খোদ পুলিশের ওপরই দুষ্কৃতীদের এমন হামলা মেনে নিতে পারছে না অনেকেই। পুলিশের মনোবল বাড়াতেই মূলত রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার পালটা গুলির 'হুঁশিয়ারি' দিয়েছেন। তবে কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনা কম নয় শিলিগুড়িতেও। যেমন, গত মাসে স্টেশন ফিডার রোডে সন্ধ্যাতেই মোটরবাইক নথি খতিয়ে দেখে বিমার সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী জরিমানা করলে তাঁকে চাকরি খেয়ে নেওয়ার হুমকি শুনতে হয়। মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের সামনের রাস্তায় ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অতিরিক্ত গতিতে চলা গাড়ি দাঁড় করানোর 'অপরাধে' প্রকাশ্যে এক ট্রাফিক পুলিশকর্মীর ইউনিফর্ম ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। মাটিগাড়াতেই মাসদুয়েক আগে মধ্যরাতে সন্দেহভাজন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির চালককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে, ওই চালক তার দলবলকে ডেকে নেয়। ঘটনায় পুলিশকর্মী আহত হন। রেগুলেটেড মার্কেটে বছরখানেক আগে জুয়ার আসরে হানা দিয়ে এক পুলিশকর্মীর চড় খাওয়ার ঘটনাও নীচুতলার পুলিশকর্মীদের মনে রয়েছে।

এক পুলিশকর্মীর বক্তব্য, 'সরকারি নির্দেশ পালন করতে হয়। আইন কার্যকর করায় আমরা সমাজের একটা বড় অংশের কাছে খারাপ। রাজনৈতিক প্রভাব মানুষের মধ্যে পুলিশের ওপর থাকা ভয়ভীতিও কমিয়ে দিয়েছে।' ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'পুলিশকে হেনস্তা করার কোনও ঘটনা হলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকক্ষেত্রেই অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

থানার পরিকাঠামোর চেয়ে এগিয়ে দুষ্কৃতীরা

পুরোনো গাড়ি, অস্ত্রে নিধিরাম সর্দার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে নিজেরা কতটা সুরক্ষিত? ইসলামপুরে পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে বন্দি পালানোর ঘটনার পর থেকে এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশকর্মীদের অনেকের মধ্যে।

কমিশনারেট এলাকার মধ্যে বাগডোগরা বিমানবন্দর, উত্তরকন্যা (মিনি সচিবালয়), নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলস্টেশন, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন সহ রয়েছে বিহার, বাংলাদেশের মতো রাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের 'চিকেন নেক' নাম পাওয়া এই এলাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পুলিশের পরিকাঠামো রয়েছে কতটা?

কর্মরত পুলিশের অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না চাইলেও তাঁদের হয়ে ব্যাট ধরেছেন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক কালিদাস ঘোষ। অবসরগ্রহণের আগে বিভিন্ন জেলায় কাজ করেছেন, ছিলেন অবিভক্ত ভক্তিনগর থানার ওসি পদেও। তাঁর মতে, 'বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে অনেকটাই। যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হলে পর্যাপ্ত বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের প্রয়োজন। অস্ত্র ও বন্দুকেও আধুনিকতা দরকার। পুলিশের গাড়ির মান, গাড়ির তেল খরচও বাড়ানো দরকার।' ঘটনা সম্পর্কে কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'কিছু ফাঁকফোকর তো থাকেই। সুপিরিয়াররা সেগুলো দেখছেন।'

ঘাটতি যেখানে
- শিলিগুড়িতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় চাই পর্যাপ্ত বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট
- যে কোনও পরিস্থিতি সামলাতে অস্ত্র ও বন্দুকেও আধুনিকতা দরকার
- দুষ্কৃতী ঠেকাতে পুলিশের গাড়ির মান, তেল খরচ বাড়ানো দরকার

শুধুই কি জ্যাকেট?

বর্তমান সময়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র সহ প্রায়ই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারির খবর মেলে। সেখানে পুলিশের পুরোনো দিনের বন্দুক নিয়ে কি দুষ্কৃতী মোকাবিলায় পুলিশকর্মীদের সমস্যায় পড়তে হবে না? প্রশ্ন উঠছে পুলিশ মহলের নীচুতলা থেকে।

আলোচনায় রয়েছে পুলিশের গাড়িও। প্রথমত থানায় সরকারি গাড়ি খুব কম। কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়িতে নথিভুক্ত গাড়ির তুলনায় বেশি গাড়ি ব্যবহার হচ্ছে। এগুলো হয় বাজেয়াপ্ত করা অথবা মামলা চলতে থাকা গাড়ি। এক পুলিশ ফাঁড়ির চালক মনে করেন, 'যদি দুষ্কৃতীরা দামি ও আধুনিক গাড়িতে চেপে অপরাধ করে পালাতে থাকে তবে থানার গাড়ি নিয়ে পিছুধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করা মুশকিল।' কয়েকদিন আগে ইস্টার্ন বাইপাসে একটি 'গ্যাং' অপহরণের জন্য দামি গাড়িতে অপারেশনে নামে। সেই সময় পুলিশের তাড়ায় পালানোর পথ না পেয়ে বাড়িভাসার মাঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়িটি।

বেলাশেষে ফেরার পালা।। *শুক্রবার বঞ্চুকামারিতে প্রসেনজিৎ দেবের ক্যামেরায়।*

ডিজির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ রব্বানির

ইসলামপুর, ১৭ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়া শুটআউট কাণ্ডে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীকে গোয়ালপোখরের বাসিন্দা দেখানোয় রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। মন্ত্রী রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর পুলিশ জেলার কর্তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা নিয়েও রীতিমতো ক্ষুব্ধ। বিচারাধীন বন্দির উপর নজরদারিতে গাফিলতি নিয়েও রুষ্ট তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ভারতে অনুপ্রবেশে বিএসএফের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে মন্ত্রী বলেছেন, 'আবদুলের ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা বিএসএফকেই নিতে হবে।'

বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক আলমকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পালাতে সাহায্য করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আবদুল হুসেন। ইসলামপুর আদালতে 'ফরেনার্স অ্যাক্টে' তিন বছর সাজার পর সরকারি প্রক্রিয়ায়

পাঞ্জিপাড়া শুটআউট কাণ্ড

আবদুলকে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করা হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আবদুলের সাজার জন্য সেই সময় খোদ রব্বানিও উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

বৃহস্পতিবার পুলিশের তরফে সাজ্জাক ও আবদুলকে 'ওয়ান্টেড' ঘোষণা করে তাদের মাথাপিছু দুই লক্ষ টাকা দাম রাখা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের পোস্টারে আবদুলকে গোয়ালপোখরের বাসিন্দা বলে দেখানো হয়েছে। আর তাতেই শুরু বিতর্ক।

রব্বানি বলেন, 'আবদুল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। সে গোয়ালপোখরের বা ভারতের বাসিন্দা নয়। এ বিষয়ে পুলিশের ডিজিকে তীব্র আপত্তি জানিয়েছি।' তাঁর প্রশ্ন, 'আদালত চত্বরে পুলিশের উপস্থিতিতে একজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র হাতবদল করল কী করে? ফলে এসব নিয়েও তদন্ত করে কড়া ব্যবস্থা নিতে পুলিশকর্তাদের বলেছি।' মন্ত্রীর আরও সংযোজন, 'গুলি চালানোর জন্য যে স্পট চিহ্নিত করেছিল দুষ্কৃতীরা তার পিছনেও বড় রাজনৈতিক মাথারা আছে বলে আমার ধারণা। এমনটা করে তারা রাজ্য সরকারকে বদনাম করার চক্রান্ত করছে।'

চানাপট্টিতে বিক্ষোভ মহিলাদের

নিকাশিনালা, বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ভাঙা রাস্তা ও নোংরা নিকাশিনালার উপর চানাপট্টির বাসিন্দাদের দিন কাটছে। একাধিকবার বিডিও, প্রধানকে অভিযোগ জানিয়েও রাস্তা সংস্কার ও নিকাশিনালার সংস্কার হচ্ছে না। রাস্তা সংস্কার ও নালা সাফাইয়ের দাবিতে এলাকার মহিলারা শুক্রবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন। নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের চানাপট্টির এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা জয়সানি লাকড়া এই ঘটনায় বাসিন্দাদেরই দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, 'এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। রাস্তাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা হয়েছে। গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিকাশিনালার এহেন দশা করেছেন। বাড়িঘরের যাবতীয় আবর্জনা তাঁরা নালায় ফেলায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের কিছু বাসিন্দা এই রাস্তা দিয়ে বালি-পাথর নিয়ে যাওয়ায় এর এহেন হাল হয়েছে।' বাসিন্দাদের সমস্ত সমস্যা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাথরিন তামাং আশ্বাস দিয়েছেন।

এই এলাকায় প্রায় ৩০০ পরিবারের বাস। অধিকাংশ বাসিন্দাই দিনমজুর। নদীতে বালি-পাথর তোলার কাজ করেন। নিকাশিনালার সমস্যার জেরে এখানকার বাসিন্দাদের ভোগান্তি বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন যে, নিকাশিনালা ভেঙে নোংরা জল বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। নোংরা জল পাশের রাস্তাটি দিয়ে সবসময় বয়ে যায়। এর জেরে যাতায়াতে বাসিন্দারা সমস্যায় পড়ছেন। গ্রামের পাশেই চেঙ্গা নদী। এই রাস্তার উপর দিয়ে দিনরাত ট্র্যাক্টর দিয়ে বালি-পাথর তোলা হয়। তার জেরে রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এদিন গ্রামের রাস্তা আটকে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে একাধিকবার ফোন করে ডাকা হলেও তিনি আসেননি। চানাপট্টি হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দলাল সংসদের অন্তর্গত। পঞ্চায়েত সদস্য তিন কিলোমিটার দূরে নন্দলালে থাকেন। ফলে এলাকাটিতে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। শেষে রাস্তা আটকে মহিলারা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান।

চাঞ্চল্য
- ভাঙা রাস্তা ও নোংরা নিকাশিনালায় ভোগান্তি
- সমস্যা মেটাতে উদাসীন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য
- রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা
- চানাপট্টির এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য

স্থানীয় বাসিন্দা গীতা দেবী মাহাতো বলেন, 'তিন বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা ও নালাটি তৈরি করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর নালা সাফাই করা হয়নি। নালার নোংরা জল বাইরে বের করার কোনও আউটলেট তৈরি করা হয়নি। ফলে এখন নালার পাশে সমস্ত বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়ছে। পরিস্থিতি এমন যে, নালার নোংরা জলের উপর বেশ কয়েকজন শিশু পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে। দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না।' আরেক বাসিন্দা প্রমীলা মাহাতো বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য আমাদের এলাকায় কোনও খবর নিতে আসেন না। গ্রামের সমস্যা নিয়ে একাধিকবার তাঁকে অবগত করা হলেও তিনি কোনও কথাই শুনতে রাজি নন।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ইভটিজিংয়ের অভিযোগে আটক ১

চোপড়া, ১৭ জানুয়ারি : ইভটিজিংয়ের অভিযোগে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণকে আটক করল পুলিশ। মহম্মদবক্স হাইস্কুলের ছাত্রীদের ইভটিজিং করার অভিযোগ উঠেছিল ওই তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শুক্রবার ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন ছাত্রীর রাস্তা আটকায় ওই তরুণ। এরপর শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের একাংশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের তৎপরতায় ওই তরুণকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার বলেন, '১০-১২ দিন ধরে ওই তরুণ নাকি ছাত্রীদের ইভটিজিং করে চলেছে। এদিনও একই অভিযোগ সামনে আসতে স্কুল থেকে কয়েকজনকে পাঠানো হয়। এব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।' চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, এক তরুণকে আটক করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকদের থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।

অভিযোগ শুনবে জিআরসি

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির অভাব-অভিযোগ শুনতে আসছে গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল (জিআরসি)। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ডাঃ সৌরভ দত্তের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি ২০-২২ জানুয়ারি মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাঁচটি মেডিকেলে ঘুরে দেখার পাশাপাশি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, আগামী ২৪ জানুয়ারি কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে বৈঠক করবেন।

'চিকিৎসার অপর নাম সেবা' এই বার্তাকে চিকিৎসক মহলে পৌঁছে দেওয়াই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। সেই বৈঠকের আগে উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলির অভাব-অভিযোগ শুনে তা নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব লিখিত আকারে জমা দেবে এই কমিটি।

বহিষ্কৃত পাঁচ

নকশালবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : দলবিরোধী কাজের অভিযোগে পাঁচজনকে বহিষ্কার করল কানু সান্যালপন্থী সিপিআই (এমএল)। গত ১৬ জানুয়ারি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে নির্দেশিকা জারি করে এই পাঁচজনকে বহিষ্কার করা হয়।

বৈঠক

চোপড়া, ১৭ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে শুক্রবার চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়। বৈঠকে ছিলেন এলাকার বিভিন্ন ভেনু এবং সেন্টার ইনচার্জরা।

নিগমের ভ্রমণ প্যাকেজের বালাই নেই শিলিগুড়িতে

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : বাম আমলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) উদ্যোগে শিলিগুড়ি থেকে চালু হয়েছিল সাপ্তাহিক ভ্রমণ পরিষেবা। কয়েক বছর চলার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে পরিষেবা চালু হয় জলপাইগুড়ি বাস ডিপো থেকে।

সাপ্তাহিক ভ্রমণ পরিষেবা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে জলপাইগুড়িতে। নতুন করে জলপাইগুড়ি শহরে চালু হলেও শিলিগুড়ি শহর এখনও এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এনবিএসটিসি'র এক কর্মকর্তা বলেন, 'শিলিগুড়িতে সাপ্তাহিক প্যাকেজ ট্যুর চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা এই বিষয়ে কাজ করছি এবং পরিষেবা চালু করার চেষ্টা করব।'

এই বিষয়ে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রাজ বসু বলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে এই প্যাকেজ চালু করলে তা হয়তো সফল হবে না। তার মূল কারণ হল ছোট গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি। শুধু শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এনবিএসটিসি এই ভ্রমণ পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নিলে পর্যটক এবং পর্যটন দুইয়ের উন্নতি হবে।'

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি পর্যটকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে এই সুবিধা না থাকায় বাসিন্দা ও পর্যটনশিল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে।

হিমালয়ান হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'এনবিএসটিসি একটি ভরসার জায়গা। তাই এনবিএসটিসি এই পরিষেবা চালু করলে খুব ভালো সাড়া পাবে।'

এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি থেকে এই পরিষেবা চালু থাকলেও শিলিগুড়িকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ শিলিগুড়ি শহর দার্জিলিং, সিকিম এবং ভুটান সহ বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে যাতায়াতের মূল কেন্দ্র। পর্যটনশিল্পের বিকাশের জন্য শিলিগুড়িতে এই পরিষেবা চালুর দাবি জোরালো হচ্ছে। বেশ কয়েকজন ভ্রমণপিপাসুর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এনবিএসটিসি সাপ্তাহিক ভ্রমণ পরিষেবা বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ করলে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ বাড়বে।

ট্যুর প্যাকেজ দাবি
- বাম আমলে শিলিগুড়ি থেকে চালু হয়েছিল সাপ্তাহিক ভ্রমণ পরিষেবা
- গত সেপ্টেম্বরে জলপাইগুড়ি বাস ডিপো থেকে পরিষেবা চালু হয়
- সাপ্তাহিক ভ্রমণ পরিষেবা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে জলপাইগুড়িতে
- শিলিগুড়ি থেকে এমন প্যাকেজ ট্যুর চালু হলে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটবে

এমনই এক ভ্রমণপিপাসু সঞ্জয় দাস, অভ্র দাশগুপ্ত বলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে এমন প্যাকেজ ট্যুর চালু হলে পর্যটকদের জন্য যেমন সুবিধা হবে, তেমনি স্থানীয় ব্যবসা এবং পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটবে।' কথা হচ্ছিল বাঘা যতীন পার্কে আড্ডা দিতে আসা কয়েকজন প্রবীণের সঙ্গে। তাদের মধ্যে আবির রায়, সুমিত চৌধুরী'র কথায়, 'এনবিএসটিসি এই ধরনের ট্যুর করালে আমাদের মতো বয়স্কদের 'রিফ্রেশমেন্ট' হয়ে যেতে পারে।'

শিক্ষকদের চেষ্টায় শিক্ষার আলোয় তারা

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ১৭ জানুয়ারি : 'গানওয়ালা' সুমন চাটুজ্যে লিখেছিলেন, '...এক একটা দিন রঙ বেরঙ ফেরারি ঝড়ের আঘাতে সব ভাঙে চুরমার, বন্দি পাখিটা তার সাহসী ডানার ঝাপটায় বলে, এই ঝড় দরকারি।' চলতি সমাজজীবনে গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে ঝড় যে সত্যিই ভীষণ জরুরি তার প্রমাণ দিলেন গোয়ালপোখর থানার উকুসভাষা প্রাথমিকের এক ঝাঁক শিক্ষক। গোয়ালপোখর থানার সোলপাড়ার বছর বারোর কিশোরী তারা হাঁসদা জন্মের পর থেকে কোনওদিন স্কুলমুখো হয়নি। কারণ, অভাব-অনটনের সংসারে পড়াশোনাকে মনে করা হয়েছে বিলাসিতা। তাই, ওই কিশোরীকে নামানো হয়েছিল শ্রমিকের কাজে। ভোর থেকে মধ্য দুপুর অবধি মেয়েটি পেট ভরাতে অমানুষিক পরিশ্রম করত। গ্রামের কিশোর-কিশোরীরা যখন নীল-সাদা পোশাকে পিঠে ব্যাগ নিয়ে 'সবুজ সাথী'র সাইকেলে স্কুলে যেত তখন তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হত তারার।

শুক্রবার সেই তারাকে শ্রমিকের কাজ ছাড়িয়ে স্কুলে ভর্তি করালেন ওই শিক্ষকরা। একটু বাড়তি বয়সের জন্য তাকে সোলপাড়া হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি করা হয়।

ওই স্কুলের শিক্ষক তন্ময় অধিকারীর কথায়, 'স্কুল থেকে তারার বাড়ি বেশ কিছুটা দূরে। অতীতে কোনও দিন স্কুলে যায়নি। বিষয়টা নিয়ে কারও মাথাব্যথাও ছিল না। তবে এটা জানার পর আর দেরি করেননি শিক্ষকরা। বাবা-মাকে বুঝিয়ে শুক্রবার মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি করতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।' তারার বাবা সুখিরাম হাঁসদার বক্তব্য, 'আজ মাস্টারমশাইরা বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁরা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।' গোয়ালপোখর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ দাস বলেন, 'উকুসভাষার শিক্ষকেরা যে খুবই ভালো কাজ করছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ।'

মোবাইলে বুঁদ। শুক্রবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের ক্যামেরায়।

বিমানবন্দরে দেদার তোলাবাজি

আইএনটিটিইউসি নেতা বহিষ্কৃত

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৭ জানুয়ারি : শাসকদলের জেলা সভানেত্রীর নাকের ডগায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি চলছে। আইএনটিটিইউসি'র নাম করে সিন্ডিকেট খুলে রীতিমতো হুমকি, ধমকি দিয়ে গাড়িচালকদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ উঠছিল। অবশেষে পদক্ষেপ করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের শ্রমিক সংগঠনের তরফে আইএনটিটিইউসি'র বিমানবন্দরের কমিটি সহ বাগডোগরার একাধিক অঞ্চল কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, আইএনটিটিইউসি'র নকশালবাড়ি ব্লক (১)-এর সহ সভাপতি সুব্রত সরকারকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'এটা আইএনটিটিইউসি দেখে। দলবিরোধী কার্যকলাপে কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়াটা দলের নীতি। হয়তো তেমন কোনও অভিযোগ পেয়েই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' আইএনটিটিইউসি'র দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে বলেছেন, 'অভিযোগ পেয়ে ব্লক কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দর ট্যাক্সি ওনার্স অ্যান্ড ড্রাইভার্স আইএনটিটিইউসি অ্যাসোসিয়েশন নামে বিমানবন্দরে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনের নাম করে প্রতিদিন বিমানবন্দরে আসা প্রতিটি গাড়ি থেকে ৩০০ টাকা করে তোলাবাজি চলে।

অভিযোগ, সুব্রত সরকার, টিটু দেব সহ অন্য নেতারা রীতিমতো দাপটের সঙ্গে সেখানে এই তোলাবাজি চালান। তাঁদের কথা না শুনে একটি গাড়িও যাত্রী নিয়ে বিমানবন্দরে ঢুকতে বা বের হতে পারে না। এই নেতাদের দাপটে রীতিমতো বিরক্ত বাইরে থেকে আসা যানচালকরা। শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যেক গাড়িচালক দাবি মেনে টাকা দিতে বাধ্য হন। চালকদের স্বার্থে এই টাকা খরচ করার কথা বলা হলেও বাস্তবে টাকা কোথায় যায়, কোন খাতে খরচ হয়, সেসব খবর কোনও চালকই পান না। বিপদে পড়ে কেউ কোনও দিন আর্থিক সহযোগিতাও পাননি বলে অভিযোগ।

বহুদিন ধরেই এই তোলাবাজি নিয়ে অভিযোগ উঠছে। তৃণমূলের জেলা নেতা-নেত্রীদের কাছেও অভিযোগ পৌঁছেছে। খোদ দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বাগডোগরার বাসিন্দা। কিন্তু তিনিও এতদিন ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। আইএনটিটিইউসির নকশালবাড়ি ব্লক (১) সভাপতি মজিদ মিয়াঁ শুক্রবার লিখিত বিবৃতি দিয়ে সংগঠনের বিমানবন্দরের আহ্বায়ককে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ট্যাক্সি ওনার্স অ্যান্ড ড্রাইভার্স আইএনটিটিইউসি অ্যাসোসিয়েশন, বিমানবন্দর অটো কমিটি এবং নকশালবাড়ি (১) ব্লকের অধীনে থাকা তিনটি অঞ্চল কমিটি ভেঙে দিয়েছেন। এর সঙ্গে বিমানবন্দরের সিন্ডিকেটে যুক্ত সুব্রত সরকারকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

> **ভাঙা হল কমিটি**
>
> ■ বাগডোগরা বিমানবন্দরে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন রয়েছে
>
> ■ সংগঠনের নাম করে প্রতিদিন বিমানবন্দরে আসা প্রতিটি গাড়ি থেকে ৩০০ টাকা করে তোলাবাজি চলে
>
> ■ তোলাবাজিতে বিরক্ত বাইরে থেকে আসা যানচালকরা
>
> ■ আইএনটিটিইউসি'র বিমানবন্দরের কমিটি শুক্রবার ভেঙে দেওয়া হল

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার তিন দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার আশিঘর ফাঁড়ি, খালপাড়া ফাঁড়ি ও এনজেপি থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় পাচারে লিংকম্যানের কাজ করছিল বলে অভিযোগ। ধৃতদের একজন বিনোদ সাহানি, সে টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ওই দুষ্কৃতীকে গঙ্গানগর ২ নম্বর ঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই দুষ্কৃতী লোডেড ওয়ান শটার কোমরে গুঁজে রেখেছিল।

একইরকমভাবে বৃহস্পতিবার রাতে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশও বিট্টু দাস নামে আরেক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। তেলিপাড়া এলাকায় ওই দুষ্কৃতী খদ্দেরকে ওয়ান শটার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছিল। খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশের খাতায় দাগি অপরাধী

শিলিগুড়ি

সুমন রায়কে বৃহস্পতিবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এনজেপি থানার কাশ্মীর কলোনির উঁচু মাঠ এলাকা থেকে। সেও কোমরে ওয়ান শটার গুঁজে ঘুরছিল ওই মাঠে। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে। ভিনরাজ্য থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে উত্তরবঙ্গে খদ্দেরদের হাতে পৌঁছে দেওয়া লিংকম্যানদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন ডিজি রাজীব কুমার। সেই বার্তার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন লিংকম্যানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রত্যেকে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির জন্যই শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করছিল বলে খবর।

বৃহস্পতিবার রাতে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে আগেও তারা আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, শহর এলাকায় এধরনের বহু 'লিংকম্যান' রয়েছে। যাদের সবাইকে এখনও চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'আমরা বিশেষ অভিযান চালাচ্ছি। যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

অনলাইনে শুনানির তোড়জোড়

কোর্টের নিরাপত্তা দেখল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : সংশোধনাগার থেকে শুরু করে কোর্ট লক আপ, পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পরে একাধিক নির্দেশ এসেছে রাজ্য প্রশাসনের ওপরমহল থেকে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে দফায় দফায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন আদালতের বিচারকরা। পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পর থেকে সংশোধনাগার থেকে কোনও আসামিকে কোর্টে নিয়ে আসার ব্যাপারেও নির্দেশিকা জারি হয়েছে। ওপরমহল থেকে এক্ষেত্রে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে আসামিদের শুনানি অনলাইনে করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিলিগুড়ি অদালতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সঙ্গে করে নিতে চাইছেন পুলিশকর্তারা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলারের সঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারকদের বৈঠক হয়েছে। সূত্রের খবর, সেক্ষেত্রে দু'পক্ষই এব্যাপারে সহমত পোষণ করেছে। এক পদস্থ পুলিশকর্তার কথায়, যাদের সংশোধনাগার থেকে আদালতে হাজির করাতেই হবে, তাদের তো আনতেই হবে। তবে যাদের প্রয়োজন নেই, তাদের অনলাইন শুনানি দ্রুততার সঙ্গে করতে চাইছে প্রশাসন।

এদিকে, আদালতের পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি আইনজীবীদের কাছে বরাবরই উদ্বেগের। শুক্রবার এব্যাপারে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত পরিদর্শনও করেন। সেখানে কোথায় কোথায় নিরাপত্তার খামতি রয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখেন তিনি। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধাড়া বলছেন, 'অনলাইনে শুনানির বিষয়টি এখনও আমাদের জানা নেই। তবে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে অবশ্যই নিরাপত্তার খামতি রয়েছে। আদালতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, সেটা সামাল দেওয়ার মতো পুলিশ নেই। যা পুলিশকর্মী রাখা হয়, তাঁদেরও মাঝেমধ্যে আইনশৃঙ্খলা দেখার জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়।'

ডিসি (হেডকোয়ার্টার) এদিন প্রথমেই কোর্ট লক আপের রেকর্ড রুমে যান। এরপর লক আপ রুমে ঢোকেন। পাশাপাশি লক আপের আশপাশের খালি জায়গা, পাঁচিলগুলোও তিনি ঘুরে দেখেন। আইনজীবীদের কথায়, পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পর একাধিক নির্দেশিকা, নিরাপত্তা নিয়ে আদালতে পুলিশি তৎপরতা নজরে পড়ছে। তবে সেটা যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়, সেই দায়িত্ব নিতে হবে, পুলিশের পদস্থ কর্তাদেরই।

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা।

মাটি খুঁড়ে বাজেয়াপ্ত মাদক

খড়িবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : মাটির নীচে গর্ত করে মাদক লুকিয়ে চলছিল কালা কারবার। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পুলিশের অভিযানে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হল বিপুল মাদক। শুক্রবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকার ঘটনা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫০৩ বোতল কাফ সিরাপ ও সিডেটিভ ড্রাগ।

ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মাদকের কারবারিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গণ্ডগোলজোতের জ্যোতি ছেত্রীর বাড়িতে হানা দেন খড়িবাড়ি থানার পুলিশকর্মীরা। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি প্রতাপ লেপচার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তন্নতন্ন করে শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু মজুত মাদক কোথায়? সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ বাড়ি লাগোয়া টিন দিয়ে ঘেরা জমিতে গর্ত করে। দেখা যায়, মাটির নীচে গর্ত করে রাখা হয়েছে মাদক।

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে ৫০৩ বোতল কাফ সিরাপ ও সিডেটিভ ড্রাগ। বাড়ির মালিক জ্যোতি ছেত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা, বিকট শব্দে আতঙ্ক

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ জানুয়ারি : ফের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার ভোর নাগাদ শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকে বাণেশ্বরজোত বিওপির কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতার কেটে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়া ধনিয়া মোড় সংলগ্ন সংশ্লিষ্ট বিওপির কাছে ঘটনাটি ঘটে। এলাকার বাসিন্দারা বিকট শব্দও শুনতে পান বলে দাবি। গুলি চালানোর ফলে ওই শব্দ বলে অনেকে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি এবং দুই দেশের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক এখনও বহাল রয়েছে। এরইমাঝে এমন ঘটনায় ফাঁসিদেওয়া এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। রাতে বিএসএফের তরফে ফাঁসিদেওয়া থানায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে, বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল বলে সেই অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গুলি চালানো সংক্রান্ত কিছুর বিষয়ে কোনও উল্লেখ করা হয়নি।

মহানন্দার পাড়ে এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তে সিঙ্গল লেয়ার কাঁটাতার বসানোয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর বাধা দেওয়া নিয়ে পুরোনো হাটখোলায় দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে, এদিনের ঘটনায় সেই বৈঠক পিছিয়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে।

জখম চিতাবাঘের মৃত্যু

খোকন সাহা ও সৌরভ রায়

বাগডোগরা ও ফাঁসিদেওয়া, ১৭ জানুয়ারি : গয়াগঙ্গা চা বাগানের সামনে জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছিল একটি চিতাবাঘ। সেদিন রাতেই বুনোটির মৃত্যু হয়। এ নিয়ে গত দুই বছরে ১৪টি চিতাবাঘের মৃত্যু ঘটেছে সড়ক দুর্ঘটনায়। সড়কপথের উন্নয়নই এসবের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'জখম চিতাবাঘের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত ছিল। চিকিৎসা করেও সেটিকে বাঁচানো গেল না। বৃহস্পতিবার রাত দুটো নাগাদ মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পরে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার রাতে ফের আরেকটি চিতাবাঘের মৃত্যু একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত দুই বছরে এখনও পর্যন্ত ১৪টি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। সবক'টি মৃত্যুই গাড়ির গতি বেশি থাকায় দুর্ঘটনার ফলে। ঘোষপুকুর থেকে বাগডোগরাগামী ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এর আগে আরও বেশ কয়েকটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছিল। এ নিয়ে পরিবেশপ্রেমীদের তরফে ওই এলাকাগুলিতে গাড়ির স্পিড লিমিট লেখা বোর্ড বসানোর দাবি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চা বাগান সংলগ্ন ভীমবার থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত এবং ঘোষপুকুর থেকে গোয়ালটুলি পর্যন্ত জাতীয় সড়কটি ওয়াইল্ডলাইফ ক্রসিং জোন হিসাবে ঘোষণা করার দাবি উঠেছে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর গলাতেও হতাশার সুর স্পষ্ট। তিনি জানান, চিতাবাঘ সড়ক পারাপার করে মাঝেমধ্যেই। এটা বোঝাতে ওই এলাকাগুলিতে গাড়ির গতি কমানোর জন্য ছবি সহ বোর্ড লাগাতে হবে, যাতে চালকরা সহজেই বুঝতে পারেন। এ বিষয়ে বন দপ্তরকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিএফও দেবেশ পান্ডে অবশ্য বলেন, 'বৃহস্পতিবার যে জায়গায় চিতাবাঘটিকে গাড়ি ধাক্কা দেয়, সেখানে এইরকম ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটেছে। আমরা গাড়ির গতি কমাতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করেছি। আরও করা হবে। পাশাপাশি বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা।'

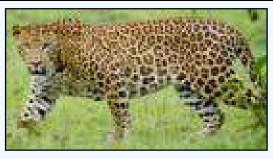

> **কোথায় কত**
> (চিতাবাঘের মৃত্যু)
>
> কমলা চা বাগানে : ৩
>
> গঙ্গারাম এবং হাঁসখোয়া চা বাগানের মাঝে : ৫
>
> বিজলিমণি চা বাগানে : ১
>
> সিঙ্গিঝোরা চা বাগানে : ১
>
> রোহিণীতে : ২
>
> চটকপুরে : ১
>
> সুকনায় : ১

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ - কে 20.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91K 55612 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি, কারণ আমাদের এলাকায় আমি ডিয়ার লটারির বেশ কিছু বিজয়ীদের দেখেছি। কিঞ্চিত পরিমাণ কিছু অর্থ খরচ করে ডিয়ার লটারির একজন বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দুর্ঘটনা রুখতে বাইপাসে ব্যারিয়ার

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : পরপর দুর্ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে ইস্টার্ন বাইপাসজুড়ে শুরু হল ট্রাফিক পুলিশের অভিযান। এদিন ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের তরফে ইস্টার্ন বাইপাসের বিভিন্ন অংশে বসানো হয় ব্যারিয়ার। হেলমেটবিহীন বাইকচালকদের আটকে সচেতন করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হয়। দ্রুতগতিতে চলা যানের চালকদের থামিয়ে সচেতন করা হয়।

বৃহস্পতিবার প্রধান মোড় এলাকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। এর আগে সোমবার বাইপাসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক শিশুর। এমন দুর্ঘটনা ইস্টার্ন বাইপাসে এর আগেও ভূরিভূরি ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, কেন বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে এখানে? কেন ঢিলেঢালা নজরদারি? সেকারণে এবার নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ।

শুক্রবার সকালে কানকাটা মোড় সহ বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশকে ব্যারিয়ার বসাতে দেখা যায়। এরপর শুরু হয় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান। আশিঘর মোড়, ভারী মোড়, ঢাকেশ্বরী কালী মন্দির সহ বাইপাসের নানা জায়গায় পুলিশের তরফে এদিন অভিযান চালানো হয়। তবে একের পর এক দুর্ঘটনার পরও সতর্ক হননি একাংশ বাইক, স্কুটারচালক। এদিনও দেখা গেল, অনেকে হেলমেট ছাড়াই বাইক, স্কুটার চালাচ্ছেন।

বর্তমানে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা ওই এলাকার ওপর নজর রাখছি। বাইপাসে ব্যারিয়ার বসানো হচ্ছে। গাড়ির গতি পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

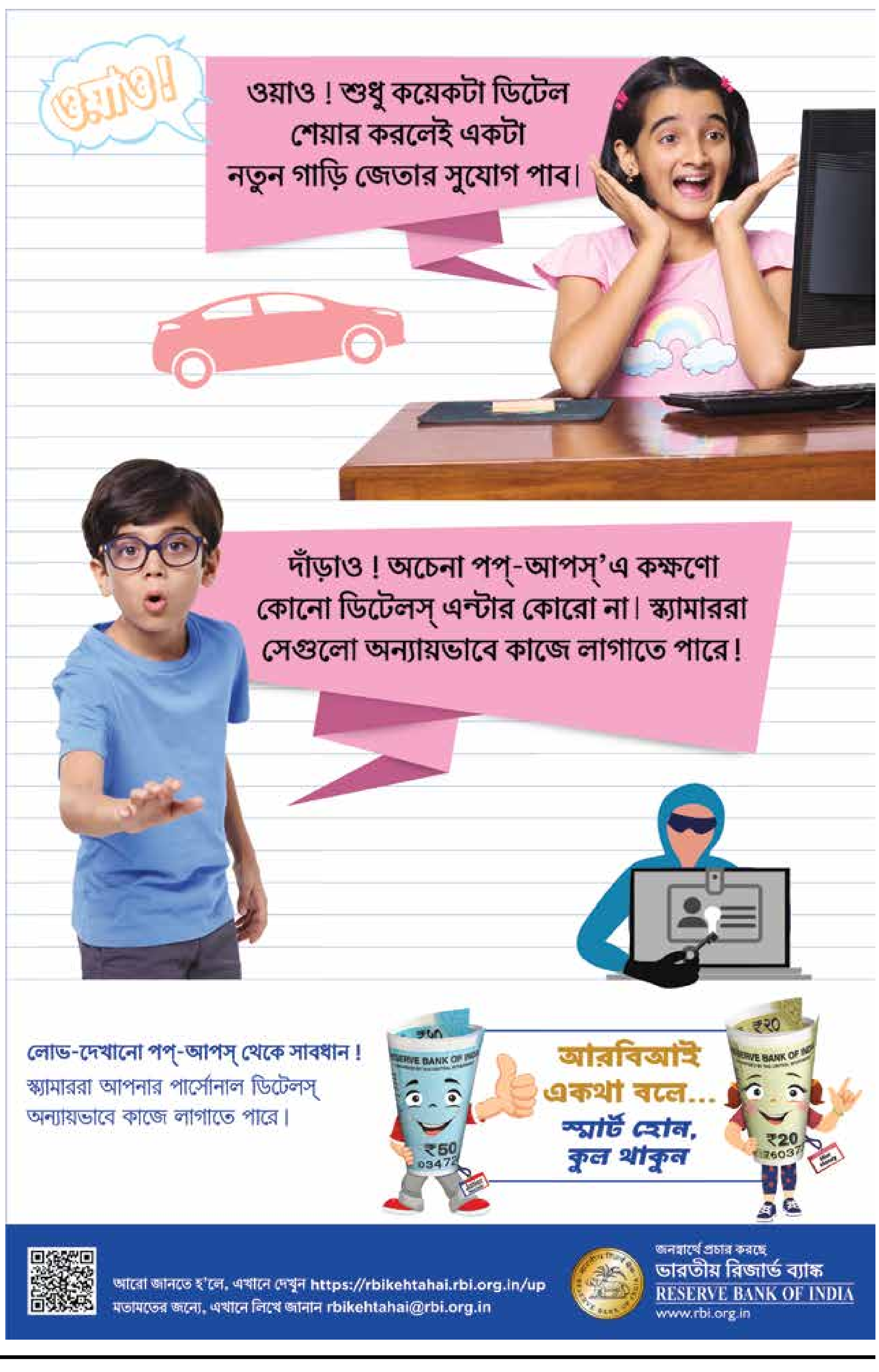

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪০ সংখ্যা, শনিবার, ৪ মাঘ ১৪৩১

রাহুর গ্রাস

শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যে পথে হাঁটছে, তাতে আগামীদিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। গত পাঁচ মাস ধরে পড়শি দেশটির মতিগতিতে স্পষ্ট, তারা দ্রুত পাকিস্তানের দোসর হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ জিতে যে দেশের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ, সেই পাকিস্তান এখন ইউনূসের বন্ধু। মুখে ভারত-প্রীতির কথা বলা হলেও ইউনূস সরকারের মতিগতিতে ভারত-বিদ্বেষ ফুটে উঠছে।

শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর দেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারকে মুছে দেওয়ার দক্ষযজ্ঞ চলছে। ভারতে আশ্রিত মুজিব-কন্যা এবং তাঁর দল আওয়ামি লিগকে গণশত্রুতে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। এবার সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, বাংলাদেশের নাগরিকরা আর বাঙালি জাতি বলে নিজের পরিচয় দেবে না। বাংলাদেশি হবে তাঁদের নতুন পরিচয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের এমন সুপারিশ বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে আঘাত। যে বাঙালি জাত্যভিমানকে পুঁজি করে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই জাত্যভিমানকেই মুছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ওই সুপারিশে। যার অর্থ, এরপর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই শুধু বাঙালি জাতির তকমা নিয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের বাঙালিদের থাকবে শুধু বাংলাদেশি পরিচয়।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতা তকমা কেড়ে নিয়েছে ইউনূস সরকার। এবার বাঙালি পরিচয়ে কোপ বসাতে চায়। এই পথে এগোলে আগামীদিনে সংস্কারের নামে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সংস্কারের নামে বাংলাদেশ নাম থেকে সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটি বাদ দিয়ে জনগণতন্ত্রী আরোপের চেষ্টা চলছে। এতদিন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। শুধু গণতন্ত্রকে রেখে বাকি তিনটি নীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন।

বদলে যে পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র। এমন পরিবর্তন-স্পৃহা দেশটির ভবিষ্যতের পক্ষে অশনিসংকেত বয়ে আনছে। কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত ইউনূস সরকার যেন বাংলাদেশের আত্মপরিচয়কে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। একদিকে পাকিস্তান-প্রীতি, অন্যদিকে ভারত বিদ্বেষ- দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের নতুন চেহারা সামনে আনছে।

এতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং চেতনা, দুটোই অস্তিত্ব সংকটে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবই মুছে যেতে বসেছে। যাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হচ্ছে না। অতিরিক্ত ভারত বিদ্বেষ যেমন পাকিস্তানের প্রধান সম্বল, ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশও সেই পথে এগিয়ে চলেছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সেদেশের মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। সেই ক্ষোভের যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পথ খোলাই আছে।

গণতন্ত্রে শাসকের বিরুদ্ধে আমজনতার অসন্তোষ, অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যম হল নির্বাচন। এই জনমতের শক্তি এতই যে, ক্ষমতাধরদের অনায়াসে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। বাংলাদেশে এখন যাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলছেন শাসকের গদিতে বসে, তাঁরা কিন্তু সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। ইউনূস সরকার জনতার ভোটে নির্বাচিত নয়। জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা সরকারের নেই।

সেই সুযোগে বাংলাদেশের ইতিহাস, জাতিসত্তা, সংবিধান ওলটপালট করে দেওয়া হচ্ছে, যার এক্তিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অন্তত সাংবিধানিকভাবে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই দেশ ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন বাড়ছে। যদিও সরকার মুখে সততা, শান্তি, গণতন্ত্রের কথা বলে চলেছে। বাংলাদেশে যে অস্থিরতার জন্ম হচ্ছে, তার ক্ষত নিরাময় সহজ নয়।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

‘আদিবাসী’ কাণ্ডে হাসিনা-ইউনূস এক

৫টি গাছের পাতায় লেখা ছিল মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী। ‘আদিবাসী’ শব্দ নিয়ে তোলপাড় বাংলাদেশ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিদ্বেষ বিষের বাংলাদেশে অন্যতম আলোচিত শব্দ এই মুহূর্তে কী?

অনেক শব্দ উঠে আসতে পারে। অন্তর্বর্তী, উপদেষ্টা, মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা, হামলা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, প্রতিহিংসা।

এই সমস্ত শব্দমালাকে হারিয়ে আপাতত উঠে আসছে নেহাত সহজ একটি শব্দ। আদিবাসী।

আদিবাসী শব্দকে কেন্দ্র করে একাধিক সংস্থা তৈরি হয়েছে সে দেশে। সেই শব্দটি ঘিরে রাস্তায় মারপিট চলছে নতুন করে। নতুন পথে প্রতিবাদের কেন্দ্রে ওই শব্দ।

হাসিনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর দুটো জিনিস দেখার ছিল। জিনিস শব্দটা ভুল লেখা হল। ওটা আসলে হবে, দুটো প্রশ্ন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দিন শেষ হবে কি? থেমে যাবে বিচারবহির্ভূত পিটিয়ে হত্যা?

দেখা যাচ্ছে, ওসব থামার নয়। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার আদালতেই হওয়া দরকার। তা শোনা হলে তো? তাই মারপিট লেগেই রয়েছে।

আদিবাসী শব্দ নিয়ে যা হল। ঘটনাগুলো লেখার আগে বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশে হিন্দু বা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমরাই যে ভয়ংকর বিপদে, তা নয়। এখনকার পরিস্থিতিতে মারাত্মক সমস্যায় পাহাড়ি মানুষও। আদিবাসী বিতর্ক সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পদে পদে।

বাংলাদেশিদের কাছে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ থাকবে একটা কারণে। প্রচলিত অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা করে চমকে দিয়েছেন সেখানকার লেখক ও সাংবাদিকরা। বিদেশে বাংলার প্রচারে ওঁরাই অনেক সক্রিয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ বা বরাকের বাঙালিরা যা পারিনি।

যেমন ধরুন খুদে বার্তা (এসএমএস), অন্তর্জাল (ইন্টারনেট), উইকিঅভিধান' (উইকিপিডিয়া), মুঠোফোন (মোবাইল), মুখবই বা বদনবহি (ফেসবুক), দূরালাপনী (টেলিফোন) গোপন সঙ্কেত (পাসওয়ার্ড), নামজারি (মিউটেশন)। ওপারে মুঠোফোন শব্দটা নাকি বিশিষ্ট কবি নির্মলেন্দু গুণের তৈরি।

এঁরাও এখন দু'একটা শব্দের বাংলা করতে পারছেন না। যেমন মব জাস্টিস। বা মব লিঞ্চিং। যা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে একেবারে পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বিএনপি, জামায়াতেরা এখন আওয়ামি লিগ সমর্থক দেখলেই একটা কাজ করছে। আগে মারো, আধমরা করে দাও। তারপর দেখা যাবে।

মব জাস্টিসের বাংলা দাঁড়াচ্ছে ‘দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা’। তবে মব জাস্টিস এবং মব লিঞ্চিংয়ের ভয়াবহতার কাছে ‘দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা’ শব্দটা দাঁড়াচ্ছে না। ঘটনাটাকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

আদিবাসী শব্দ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে নতুন আন্দোলন।

ব্যাপারটা কী? কিছুই না। ক্লাস নাইন এবং টেনের একটা বই রয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি। সেই বইয়ের পিছনের প্রচ্ছদে ‘আদিবাসী’ শব্দ নিয়ে একটি গ্রাফিতি আঁকা হয়েছিল। ছবিতে গাছের পাঁচ পাতায় লেখা ছিল মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধের সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম। লেখা ছিল-- পাতা ছেঁড়া নিষেধ। জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে এই প্রতীক প্রতিবাদীদের হাতে হাতে ঘুরছিল।

হঠাৎ সাড়ে পাঁচ মাস পর উগ্র জাতীয়তাবাদী সংস্থা ‘স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি’র তরফে প্রতিবাদ জানানো হল-- কেন আদিবাসী নামটা রাখা হবে? আন্দোলন শুরু হল। এসব দেখে সরকার করল কী, দিল আদিবাসী শব্দটি মুছে। কেন একটা উগ্রপন্থী সংগঠনের কথায় এতদিন বাদে সব পালটে দেওয়া হল, প্রশ্ন তো উঠবেই।

পাঠ্যবইয়ের পিডিএফ সংস্করণ থেকে পুরোনোটি সরিয়ে বানানো হল নতুন এক গ্রাফিতি। এবার পালটা প্রতিবাদ শুরু ‘সংক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতা’ সংগঠনের। এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, যা হচ্ছে-- ঢুকে পড়েছে রাজনৈতিক দল এবং পুলিশ। পুলিশের হাতে মার খেয়েছে আদিবাসী ছাত্র-জনতা। বাংলাদেশে ইদানীং সবচেয়ে বড় সমস্যা, ছাত্রদের নাম করে কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা সংগঠনে ঢুকে পড়েছেন। যত সমস্যা সেখানেই। ছাত্র আন্দোলনের লাটাই শুধুই ছাত্রদের হাতে থাকছে না।

আমাদের এই বাংলায় এ জিনিস নতুন নয়। অনেক ছাত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে এমন অনেককে দেখা গিয়েছে, যাঁরা বহু আগে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন। বিয়ে হয়েছে, সন্তানও হয়ে গিয়েছে। তবু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে স্থায়ী ঘর থেকে গিয়েছে। তাঁদের নামের সামনে এখনও ছাত্র নেতা বিশেষণ বসে। ডান-বাম সব দলেরই এই রোগ ছিল।

এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি অনেকটা আড়ালে। সব পার্টির ছাত্র সংগঠন রয়েছে নাম কা ওয়াস্তে। একজন ভালো নেতা নেই, যাকে দেখে আশ্বাস জাগবে মনে। হালে ডাক্তারদের মধ্যে অনেককে নেতার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। তাঁরাও ঠিক ভরসার নন। পড়াশোনা এমন চাপের এখন, দুটো ক্লাসে না যেতে পারলেই পিছিয়ে পড়তে হয় অনেকটা। সেখানেই যারা আন্দোলনে নামছে, ধরে নিতে হবে, পড়াশোনা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই।

বাংলাদেশেও তাই। এত আন্দোলন করলে পড়াশোনা হবে কখন? অশেষ দুর্নীতিগ্রস্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র নেতারা আন্দোলনে নেমেছিলেন খুব ভালো কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে আন্দোলন করায় তাঁদের পথ এখন হাইজ্যাক করে নিয়েছে মৌলবাদীরা। আওয়ামি লিগের নেতা, কর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দেশে, বিদেশে। জানেন, নিজের বাড়িতে থাকলে যখন-তখন মব লিঞ্চিংয়ের শিকার হতে পারেন। দেশের বাইরে আত্মগোপন করে, সেখান থেকে জনসংগঠন তৈরি করা খুব কঠিন। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটারে লিখে আন্দোলন করা কি সহজ?

আদিবাসী বিতর্কে আসা যাক।

ঢাকা মোতিঝিলের কাছে ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আদিবাসীরা। তাদের ওপর লাঠি, ক্রিকেটের স্টাম্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা।

আক্রমণকারীদের লাঠি, উইকেটের মাথায় আবার লাগানো ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। সেগুলো নিয়েই তারা তেড়ে আসে। আহত হয়েছেন জনা পঁচিশ। জাতীয় পতাকার এমন অপব্যবহার ভাবা যায় না। পুলিশও তাদের সঙ্গে ছিল।

রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তাঙ্গচেঙ্গিয়া, ইসাবা সুহরাট, রেঙ্গিয়ন ম্রো, ডন জেত্রা, ফুনতোনো চাকমা--- আক্রান্ত নামগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন, এঁরা কোন সম্প্রদায়ের। হিন্দুও নন, মুসলিমও নন। পাহাড়ি জনজাতির মুখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট বা ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা অন্তত ৩০ লাখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সব সময় মারাত্মক স্পর্শকাতর এলাকা।

আদিবাসী শব্দটি নিয়ে বিতর্ক কিন্তু নতুন নয় বাংলাদেশে। প্রতি বছর ৯ জুন রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করে। হাসিনা সরকার সেখানে কোনওভাবেই মানতে চায় না আদিবাসী শব্দ বলে কিছু রয়েছে। হাসিনা সরকারের প্রধান ভাষ্য ছিল রীতিমতো বিতর্কজাগানিয়া। তাদের বক্তব্য, তথাকথিত বাংলাদেশি আদিবাসীরা এখানকার আদি বাসিন্দা নন। তাঁরা এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এটুকুতেই থেমে যায়নি সরকার। বছর তিনেক আগে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় সব সংবাদমাধ্যমকে চিঠি দিয়ে রীতিমতো নির্দেশ দিয়েছিল, আপনারা কখনও ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করবেন না।

হাসিনা সরকারের পর্যবেক্ষণ বলেছিল, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বা ইতিহাস চার হাজার বছরের পুরোনো। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাংলাদেশে আসা শুরু করেন ১৬ শতকে। মায়ানমার-কম্বোডিয়াই এঁদের আদিবাড়ি। তাই তাঁরা আদিবাসী নন। হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় যুক্তিতে ছিল আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ। বক্তব্য ছিল : আদিবাসী হতে গেলে কলোনিয়াল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলোনাইজেশন হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে তেমন কিছু হয়নি। আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় যাঁদের আদিবাসী বলা হয়, তাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত আদিবাসীদের মেলানো যায় না।

এই একটা ব্যাপারে হাসিনা ও ইউনূস সরকার দেখা যাচ্ছে একমত। অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। তবে সত্যি।

হাসিনার পলায়নের পর বাংলাদেশের আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মৃ আবার সাংবাদিক ও উপদেষ্টাদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের যেন আদিবাসী বলেই সম্বোধন করা হয়। বলেন, ‘বাঙালির বাইরেও বাংলাদেশ নামক বাগানে আরও ৫৪টি রং ও ঘ্রাণের পুল রয়েছে। এটাই আমাদের দেশের অন্যতম সৌন্দর্য।’

৫৪ সংখ্যাটা কত ঠিক জানি না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশে ৪১টি ভাষা। তার মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ৩৪টি। পাশাপাশি অন্য একটা তথ্য অবাক করার মতো। পদ্মাপারে খাসি, বম বা সাঁওতালের মতো কিছু ভাষা ইংরেজির মতো রোমান হরফে লেখা হয়। হাজং, মালতোর মতো ভাষা লেখা হয় বাংলা হরফে। আবার চাকমা, মারমা, চাক, মণিপুরি, ম্রো, খেয়াংয়ের মতো আছে নিজস্ব বর্ণমালা। এদের আবার লিখিত রূপ না থাকায় বাংলার চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে।

বিবিসিতে যেমন পড়ছিলাম, শ্রীমঙ্গল উপজেলার বাংলাদেশি মণিপুরি থৌদাম বৌলির কথা। তিনি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলেন। অথচ জানেন না, কথাগুলো কীভাবে লিখবেন। নিজস্ব বর্ণমালার বই-ই যে নেই। ভারতীয় মণিপুরিদের এই সমস্যা নেই। তাঁরা মণিপুরিতে বলেনও, লেখেনও। মণিপুরি মানে এখানে বলছি মেইতেইদের কথা। তাদের বর্ণমালা বাংলার মতো।

বাংলাদেশে আদিবাসী বিতর্ক এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলো ফেলেছে। স্পষ্টতর হচ্ছে আর এক বেদনাদায়ক বাস্তব। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিমদের পাশাপাশি কত সম্প্রদায়ের মানুষ কতরকম সমস্যায়। আমাদের ভারতে তো এই ধরনের আদিবাসীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

আমরা কি নিয়মিত এই সরল মানুষগুলোর মন ও হৃদয়ের খোঁজ নিয়ে থাকি?

আজ

২০১৮

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ির।

২০২২

হাঁদাভোঁদা, বাঁটুলের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রথম দেখার পর অত রাতে সইফ আলি খানকে চিনতে পারিনি। হাসপাতালে পৌঁছে উনি গার্ডকে যখন বললেন, আমি সইফ আলি খান, তখন চিনতে পারলাম। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল পোশাক। একবার বললেন, কত দূরে হাসপাতাল? আমি ওঁদের কাছে কোনও টাকা চাইনি।

- ভজন সিং রানা (অটোচালক)

ভাইরাল/১

মহাকুম্ভে চর্চায় থাকা ‘সুন্দরী সাধ্বী’ হর্ষ রিচারিয়ার কান্নার ভিডিও ভাইরাল। কুম্ভমেলায় প্রবেশের সময় নিরঞ্জনী আখড়ার রথে বসা ও তাঁর পোশাক নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। যার জেরে, চোখের জলে কুম্ভ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন রিচারিয়া।

ভাইরাল/২

গয়ি ভৈস পানি মে। তবে জলে নয়, এবার ঘরের চালে। মাথার ওপর মোহিষকে দেখে এক মহিলা ভয়ে ঘর থেকে বাইরে পালিয়ে আসেন। কীভাবে মোহিষটি চালে উঠল, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। যমরাজের মোহিষ কি পথ ভুলেছে?

উত্তরের পাঁচালি

সংকল্পের মন্দির

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের ২ নম্বর বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামর নামক গ্রামে রয়েছে প্রাচীন তারাসুন্দরী কালী মন্দির। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ৪৫০ বছরেরও আগে। যদিও উপযুক্ত কোনও প্রমাণ নেই। আরেকটি সূত্রে জানা যায়, ১৭৬০ সালে এটি নির্মাণ করেন বৈদ্যনাথ চৌধুরী এবং দিনাজপুরের মহারাজা। আবার কেউ কেউ বলেন কাশীঠাকুর নামক জনৈক ব্রহ্মচারী এই কালী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। রায়গঞ্জের ইতিহাস থেকে জানা যায় নাটোরের রানি ভবানী নিজ কন্যা তারাসুন্দরীর নামে সংকল্প করে এই তারাসুন্দরী মন্দিরটি স্থাপন করেন। এই মন্দিরের ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন এই তারাসুন্দরী মন্দিরকে হেরিটেজ সাইট বলে ২০১১ সালের ৩০ মে নোটিফিকেশন জারি করে। পরে সরকারি সাহায্যে মন্দিরটির সংস্কারের কাজও হয়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমার হেমতাবাদ ব্লক থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে এই মন্দিরটি। কাছের রেলস্টেশন হল বাঙ্গালবাড়ি। এই মন্দিরের গায়ে রয়েছে অসংখ্য সুদৃশ্য নকশা। মন্দিরের চূড়ায় ৪০ ফুট উচ্চতায় অর্ধবৃত্তাকারে রয়েছে একটি গম্বুজ আর তার ওপরে একটি ঘট। মূলত টেরাকোটা শিল্পে অলংকৃত এই মন্দির। তবে শিল্পকর্মে রয়েছে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির মিশেল। পর্যটন মানচিত্রে এই মন্দিরকে যুক্ত করে যাতে আরও ভালো করে একে সবার সামনে তুলে ধরা যায় সেই দাবি জোরালো হয়েছে। –সুকুমার বাড়ই

নজরে।। হেমতাবাদে তারাসুন্দরী কালী মন্দির।

ছন্দের টানে

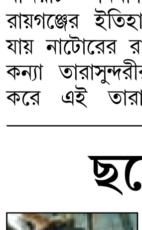

জয়া বসাক।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তরুণ প্রজন্মের কবিদের মধ্যে অন্যতম জয়া বসাক। মহারাজপুর গ্রামে বাড়ি। বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সাহিত্যের প্রতি জয়ার অদম্য ভালোবাসা ও নিষ্ঠা প্রচুর। কবিতা লেখা তাঁর কাছে এক অনন্য শ্রেষ্ঠ সাধনা। নিজস্ব পেশার কাজের বাইরে জয়া বেশিরভাগ সময়ই কবিতা লেখা ও সাহিত্যপাঠে মগ্ন থাকেন। জয়া ছবি আঁকতেও খুব ভালোবাসেন। তাছাড়া, একজন নিপুণ প্রচ্ছদশিল্পী। তাঁর হাতে আঁকা বইয়ের প্রচ্ছদের নমুনা দেখলে অবাক হতে হয়। ইতিমধ্যেই জয়ার দুটো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থগুলো হলো গোয়াল ফ্লানি সেতু (২০২৩), মার্টিন লুথারের গয়নাঘর। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। কবিসম্মেলন, মধ্যবর্তী, কবিতাপাক্ষিক, কবিতা আশ্রম, গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ, নন্দন, হরিণের মতো পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। বাবা পরিমল বসাক ও মা দেবী বসাকই মেয়ের মূল প্রেরণা। –মানবেন্দ্র দাস

‘উত্তরের পাঁচালি’ বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

এত হিংসা কেন, সেই প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়

মালদা জেলার ভূগোল ও ইতিহাস দুই-ই ভিন্নমাত্রার। এখানে পরপর দুটি রাজনৈতিক খুন প্রশ্ন তুলে যায় অনেকরকম।

শুভ্র মৈত্র

দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দৌড়াচ্ছেন প্রাণভয়ে, পেছনে বন্দুক হাতে দুই তরুণ। পরিণতির কথা বাদ দিয়েও শুধু এই একটি দৃশ্যের অভিঘাত বড় তীব্র। আগের রাত পর্যন্ত কার্নিভালের সব আলো নিজের দিকে টেনে নেওয়া অবিসংবাদী ইজারাদার বাবলা সরকার নিজের এলাকাতেই মৃত্যুভয়ে ছুটতে পারেন- এই ছবিটাই নাড়িয়ে দিল যাবতীয় বিশ্বাস।

পরের দৃশ্যটা আরও মর্মন্তুদ। নির্বিকল্প নেতা ও তাঁর সঙ্গীদের রাস্তায় ফেলে ইট দিয়ে থেতলে মারা হচ্ছে। মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই স্থানত্যাগ। দিন বারোর ব্যবধানে এমন দুটি দৃশ্য সমাজমাধ্যমের কল্যাণে নাড়িয়ে দিল মালদার মানুষকে। দুটি দৃশ্যের মাঝে মিল, দুটিই ঘটেছে দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে।

দুটি খুনের পেছনে থাকা মূল অপরাধী ধরা পড়েনি। অন্তত মানুষ বিশ্বাস করতে চাইছে না, যাদেরকে ধরা হয়েছে তারাই মূল চক্রী।

প্রাথমিক আতঙ্ক আর বিস্ময় কাটিয়ে যে প্রশ্নটা উঠে আসে, তা হল, এত হিংসা কেন? কতটা ক্ষোভ জমে থাকলে এমন নির্মম হতে পারে মানুষ! আচ্ছা এটাই কি এ জেলায় প্রথম এমন হিংসার প্রদর্শনী? তা তো নয়, কাগজ খুললেই এমন ছবি দেখতে পাওয়া যায় জেলার নানা প্রান্তে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির অভিঘাত তীব্র হওয়ার কারণ হয়তো নিহতদের পরিচয় এবং প্রত্যক্ষ দর্শন।

বরং খানিক পেছনে তাকানো যাক। উত্তর নয় দক্ষিণ নয়, মাঝখানে থাকা এ জেলার ভূগোল এবং ইতিহাস দুই-ই খানিক ভিন্নমাত্রার। যেখানে প্রধান অর্থকরী ফসলের জন্য ঘাম ঝরাতে হয় না, যেখানে কৃষিজমি অন্য যে কোনও জেলার তুলনায় কম, যেখানে বামফ্রন্টের স্বপ্নের ভূমি সংস্কার সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি, যেখানে রাজ্যের অধিকাংশ জেলার মতোই কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি- সেখানে দারিদ্র্য এবং ধনের তীব্র বৈষম্য মাত্রাতিরিক্ত হবে সেটা বোধহয় জানাই ছিল। সাক্ষরতার তালিকায় তলানিতে পড়ে থাকা এই ভূখণ্ডে কুসংস্কার এবং বাল্যবিবাহ বেশ শিকড় ছড়াতে পারে। নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে হতদরিদ্র মানুষ যে বেছে নেয় জমিদারবাড়ির প্রতিনিধিকে তাও যতটা সংস্কার মেনে, ততটা রাজনৈতিক কারণে নয়। আর হ্যাঁ, রাজ্যের বহু আগেই এ জেলার উন্নয়নের মডেল ব্রিজ, রাস্তা, ট্রেন, বড় ইমারত। মানবসম্পদ শব্দটা এ জেলায় এক ভিন্ন উচ্চারণ।

সময়ের সঙ্গে এই জেলার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, এমন দাবি করে না কেউ। হ্যাঁ, স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়েছে রাস্তা, বড় ইমারত, পুঁজি তার হাত-পা ছড়িয়েছে। কিন্তু সেটাও এক নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে, উপভোক্তার সংখ্যা বাড়েনি। বহুজাগতিক সংস্থার বিপণি বৃদ্ধির উলটো পিঠে অবহেলায় ট্রেনে ওঠে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের দল। শুধু অনুদানের প্রলোভন তাদের জেলায় আটকে রাখতে পারে না।

একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অন্যদিকে নদীভাঙনের ফলে ঘরহারা মানুষের দল, জেলার ভূখণ্ডের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। আর ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের পুরসভার সংখ্যা সেই একশো বছর ধরে মাত্র দুই। স্বাভাবিকভাবেই জমির দাম আকাশছোঁয়া। এমনকি সেজন্য বলি হতে হচ্ছে আম বাগান, জলাশয়, খেলার মাঠ- সবাইকে। গড়ে উঠছে জমি কেনাবেচার এক অসাধুচক্র, উড়ছে এক বিরাট অঙ্কের হিসাববহির্ভূত টাকা। জেলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেছে সরকারের হাত থেকে। সারাবছর ধরে চলা চোখধাঁধানো উৎসবগুলির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় ‘সৌজন্য’-র বহর। সরকারের পরোক্ষ মদত রয়েছে এই অনৈতিক উপার্জনে।

নিয়ন্ত্রণহীন এই অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবে আসে এলাকা দখলের লড়াই, পথের কাঁটা সরানোর মহাভারতীয় চক্রান্ত। সাম্প্রতিক অপরাধের অপরাধীরা হয়তো ধরা পড়বে, কিন্তু অসুখের শিকড় যে ইতোমধ্যেই অনেক গভীরে প্রোথিত। *(লেখক সাহিত্যিক। মালদার বাসিন্দা)*

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৩

পাশাপাশি : ১। পলাশ ফুল ৩। মাংসের কুচি দিয়ে তৈরি বড়া ৫। মনোযোগ দেওয়া, মনঃসংযোগ ৭। দূরত্ব, পার্থক্য, ভিন্নতা ৯। বাস, বাস করার উপযুক্ত স্থান, লোকালয় ১১। যার কথা লোকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেয়, ক্ষৌরকার ১৪। ঘণ্টা, সময়, ছোট ঘটি ১৫। জাঁক, বাড়বাড়ন্ত।

উপর-নীচ : ১। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল ২। সাঁওতালি উৎসব ৩। গল্প, বৃত্তান্ত ৪। পাগড়ি, সংগীতের বাণীবন্ধ ৬। শ্বেতগাছ ৮। কলা গাছের পাতার সঙ্গে শুকনো খোল, বাচাল, ফাজিল ১০। সুন্দ ও উপসুন্দ নামের দুই অসুরকে বধের জন্য যে অপ্সরার সৃষ্টি ১১। মুগুরজাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, অর্গল ১২। ক্ষুদ্রমালা ১৩। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

সমাধান ■ ৪০৪২

পাশাপাশি : ১। গণ্ডক ৩। শেজ ৫। শের ৬। জলদ ৮। তিলেক ১০। বাটিকা ১২। ফারাও ১৪। ধাপা ১৫। লয় ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। গণপতি ২। কশেরুক ৪। জম্বুল ৭। দর্প ৯। দফা ১০। বাজীপাল ১১। কামদার ১৩। রাতুল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঘের পেটে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির কাটামারি গ্রাম থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের পেটে গেলেন অজয় সর্দার নামে এক ব্যক্তি।

উধাও শীত

মাঘের শুরুতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উধাও শীত। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় সকালে কুয়াশা থাকবে।

হলফনামা তলব

রাজ্যের বেসরকারি আইন কলেজগুলির স্বীকৃতি, পরিকাঠামো পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট।

রেকর্ড

এক মিনিটে ১১৬ বার পায়ের বুড়ো আঙুল ফুটিয়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে জায়গা হয়েছে বীরভূমের চৈতালি গড়াইয়ের। বর্তমানে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

যাবজ্জীবন না ফাঁসি, নজর কোর্টে

আরজি কর মামলায় আজ রায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়দান। ৯ অগাস্ট সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। এর জেরে রাজনৈতিক রং ছাড়াই আমজনতা আন্দোলনে পথে নামেন। যার আঁচ পড়ে বিদেশের মাটিতেও। এই ঘটনার ৫ মাসের মাথায় শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস দোষী সাব্যস্ত করবেন। এই রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। আন্দোলনে নামেন চিকিৎসকরা, নাগরিক সমাজ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। মতাদর্শগত সমস্ত পার্থক্য ভুলে কলকাতার রাজপথে বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে। এর আগে এই ধরনের নাগরিক আন্দোলনের সম্মুখীন হয়নি রাজ্য। চাপের মুখে পড়ে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বদল আনতে হয় শাসকদলকে। ১৩ অগাস্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আশার আলো দেখেন নির্যাতিতার পরিবার। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টেও।

এই মামলায় ৫০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তারপর চলে সওয়াল-জবাব। সিবিআই সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করে। বায়োলজিক্যাল তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী সঞ্জয়কে অভিযুক্ত হিসেবে জানানো হয়। তবে সন্তুষ্ট নয় নির্যাতিতার পরিবার। কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে

হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতার বাবা-মা। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া না পেয়ে শীর্ষ আদালতের থেকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও অনুমতি চাইতে আবার মামলা দায়ের করেন তাঁরা।

শনিবার রায়দান করবেন বিচারক অনির্বাণ দাস। এর আগে একটি মামলায় ফাঁসির সাজা দেন তিনি। শিয়ালদা আদালতে কর্মরত রয়েছেন বছর দুয়েক আগে থেকেই। কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। শনিবার আর রুদ্ধদ্বার নয়, ওপেন কোর্টে রায়দান হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সোমবার সাজা ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিন নির্যাতিতার মা বলেন, 'আদালত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে রায় দিতে চলেছে। কিন্তু অন্য অভিযুক্তরা তো এখনও ধরা পড়ল না। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা নিশ্চিন্তে ঘুরছে। তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও অনেকে জড়িত বলে মনে করছি। হয়তো তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে বা মুছে ফেলা হয়েছে। যদি তাঁদের গ্রেপ্তার করা হত তাহলে আসল ঘটনা প্রমাণিত হত। যতদিন না হবে ততদিন আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচার হবে না।'

তাঁর মা এও মন্তব্য করেন, 'আদালতের ওপর বিশ্বাস রয়েছে। এই রায়ে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা বা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দেওয়া হতে পারে। কিন্তু আমি চাই প্রকৃত দোষীর শাস্তি হোক।'

লালঝান্ডা নয়, বসুকেন্দ্রে জাতীয় পতাকা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণবার্ষিকী। এদিন নিউটাউনে জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন সম্পন্ন করল সিপিএম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। সিপিএমের শীর্ষনেতৃত্ব থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফে একমাত্র কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গবেষণাকেন্দ্রের ত্রিতল ভবনের ছাদের মাথায় লালঝান্ডা নয়, উড়ল জাতীয় পতাকা।

২০১০ সালের নভেম্বর থেকে এই ভবন তৈরির জন্য ট্রাস্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। তারপর ৫ একর জমির ওপর ধীরে ধীরে ভবন তৈরি হতে শুরু করে। এদিন সবে প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন সারা হয়েছে। তিনতলা তৈরি হয়েছে। আরও চার ধাপ বাকি রয়েছে। একতলায় ফাইবার নির্মিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মূর্তি রাখা রয়েছে। তার পাশেই তাঁর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী রাখা আছে। কেরলের কন্নুর থেকে উপহার পাওয়া একটি চাদর, তাঁর ব্যবহৃত সেগুন কাঠের খাটও রাখা হয়েছে। তৈরি হয়েছে জলাশয়ও। তাতে ছাড়া হয়েছে রাজহাঁস। বাংলাদেশ আবহে সম্প্রীতির বার্তা দিতে বাংলাদেশের শিল্পীকে

জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের উদ্বোধন

আনার পরিকল্পনা করেছিল সিপিএম। এদিন তাঁর গাওয়া গানের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভবন উদ্বোধন করেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সমন্বায়ক প্রকাশ কারাত। মঞ্চে ছিলেন বিমান বসু, প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, মহম্মদ সেলিম, রবীন দেব সহ একাধিক নেতা-নেত্রী। রেজওয়ানার গানে মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতেও দেখা যায় তাঁদের। জ্যোতি বসুর অন্তিমযাত্রায় তাঁর মরদেহের ওপর ছিল লাল পতাকা। সেভাবেই কমরেডকে বিদায় জানিয়েছিলেন দলের নেতারা। সেই লাল পতাকার ওপর জাতীয় পতাকাও বিছানো ছিল। এদিন তাঁর নামে তৈরি গবেষণাকেন্দ্রের মাথাতেও জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। দলীয় নেতাদের বক্তব্য, দলের ঊর্ধ্বে উঠে এই ভবন কাজ করবে। তাই জাতীয় পতাকা রাখা হয়েছে। কারণ, এখানে দলীয় কোনওরকম কাজকর্ম হবে না।

অভিষেকের উদ্যোগ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় ৯ বছরের এক শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি হবে শনিবার। হৃদযন্ত্রে সমস্যা নিয়ে বাবার হাত ধরে ৯ বছরের শিশু আলতাফ হোসেন ঘরামি এসেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় শিবিরে। সেখানে পরীক্ষায় শিশুটির হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। শনিবারই ১২ ঘণ্টার ওপেন হার্ট সার্জারি হবে ওই শিশুর। আলতাফের অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার সমস্ত খরচ বিনামূল্যে করানো হবে বলে অভিষেক নিশ্চিত করেছেন।

গন্তব্যের উদ্দেশে...

কুয়াশার মধ্যে ছুটে চলেছে মেট্রো। শুক্রবার কলকাতায়। - পিটিআই

চিঠি দিয়ে জানাল রাজ্য সরকার

বাজেট বরাদ্দের তথ্য সরকারি দপ্তরকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : আগামী বাজেটে সমাজকল্যাণ ছাড়া আর কোনও দপ্তরের বরাদ্দ (২০২৫-২০২৬) উল্লেখজনকভাবে বাড়ছে না। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। তাই ২০২৫-কে ভোট বছর হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার সামাজিক প্রকল্পগুলির ওপরই বিশেষ জোর দিতে চায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষক ভাতা, বিধবা ভাতা সহ একাধিক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে পরিধি ও উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সরকারের এই পরিকল্পনা।

সরকারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আবার শুরু হচ্ছে। এই কর্মসূচি চালিয়ে রাজ্যবাসীর নতুন চাহিদার কথা জেনে নিতে চায় সরকার। সমাজকল্যাণে সেই অনুযায়ী অর্থবরাদ্দও আগামী বাজেটে নিশ্চিত করতে চায় সরকার। শুক্রবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যের আগামী বাজেট অধিবেশন ফেব্রুয়ারিতে। তার আগে এদিন সরকারের সব দপ্তরের আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ কত তা মুখবন্ধ খামে বিভিন্ন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আগামী বাজেট বরাদ্দের ওপর দপ্তরগুলি তাদের বিভিন্ন খাতে কীভাবে অর্থ খরচ করবে, তা বিস্তারিতভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ দপ্তরকে জানাবে। তার ওপরই রাজ্য বাজেট চূড়ান্ত করে সরকারিভাবে ঘোষণা হবে আগামী ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনে।

অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী বছরের বাজেট (২০২৫-২০২৬)-এ রাজ্যের মোট বাজেটের আয়তন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মতো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) রাজ্য বাজেটের মোট পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। যা তার আগের আর্থিক বছরের (২০২৩-২০২৪) তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। এবার আগামী বছরের (২০২৫-২০২৬) মোট বাজেটের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে এবার সরকারের কোনও দপ্তরেই আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ তেমন বাড়ছে না।

বিভিন্ন দপ্তর সূত্রের খবর, চলতি আর্থিক বছরের তুলনায় আগামী বছরে প্রায় সব দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২ থেকে ৫ শতাংশ মতো বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক শুক্রবার নবান্নে বলেন, '২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। মোটামুটিভাবে ২০২৫-কেই সরকার ভোট বছর হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্যবাসীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পের বিশেষ জোর দেওয়ার কাজ চালু রাখতে চাইছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও নজরে রাখা হচ্ছে। শিল্পের ওপর জোর দিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের রাজ্যে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে নতুন ইনসেনটিভ-এর কথাও ঘোষণা করা হতে পারে আগামী বাজেটে। তবে এবার বাজেটে রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশেষ ভাতা বা আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধা দেওয়ার ঘোষণা নিয়েও বিশেষ চর্চা আছে সরকারি মহলে। মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিলে রাজ্যে আগামী বাজেটে তা চূড়ান্ত করে ঘোষণা করা হতে পারে। মোট কথা, ভোট বাজেট নির্ধারণ করে সেখানে কল্পতরুও হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।'

কেন্দ্রীয় সংস্থা নিয়ে অভিযোগ কর্মচারীদের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। এমনকি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'-এর সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীরা।

তাঁদের অভিযোগ, বন্ধ বেসরকারি সংস্থাকে সুযোগ দিতে প্রাথমিক যোগাযোগের সর্বোচ্চ ব্যাপক মাধ্যম বিএসএনএলকে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টার্ন রেলের ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মনোজ সিং বলেন, 'দিনের পর দিন ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ঠিকা শ্রমিক কাজ করছেন, তাঁদের কম বেতনে চাকরি করতে বাধ্য করা হচ্ছে।' কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে শম্ভুনাথ দে বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মেট্রো রেলের গ্রিন লাইনকে দিল্লি মেট্রো রেলের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।'

গিল্ডকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রকাশনা স্পর্শকাতর। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা বইমেলায় তাদের স্টল দিতে রাজি নয় গিল্ড। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানিতে গিল্ডের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এত বছর ধরে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। এখন মনে হল তাদের লেখা বিতর্কিত?' তারপরই গিল্ডকে তাদের অবস্থান জানানোর নির্দেশ দেন তিনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আইনজীবীর অভিযোগ, পরিষদ ১৪ বছর ধরে কলকাতা বইমেলায় স্টল দেওয়ার পর এই বছর তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে গিল্ড জানিয়েছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোনও বইবিক্রেতা বা প্রকাশক সংস্থা নয়। তাই তারা কোনও বিতর্ক চায় না। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ওই সংগঠন স্টল দিতে পারবে কি না, স্টল দিতে গিল্ডের নির্দিষ্ট রীতিনীতি কী রয়েছে তা জানাতে হবে গিল্ডকে।

মোদির ভাষণের সংকলন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বাংলায় মোদির বক্তৃতার সংকলন করছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রথীন বসু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মোট ৫৮টি নির্বাচিত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদের একটি সংকলন করেছেন। ২২ জানুয়ারি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সংকলনটির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি দলের সাংগঠনিক বৈঠকে যেসব ভাষণ দিয়েছেন, তার নির্বাচিত অংশ নিয়ে বাংলায় এই সংকলন করার উদ্যোগ নেন রথীন। তাঁর মতে, 'সাংগঠনিক বিষয়ে দলের কর্মী ও সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে মোদির ভাষণ বিজেপি নেতা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবে এটাই আমার আশা।'

সব জেলায় নির্দেশিকা নবান্নের

ভূমি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ১৩০০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্যে একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক বোঝা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলাকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবারই রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার প্রতিটি জেলাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা বালি ও পাথর খাদান, ইটভাটাগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে এই ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে। এখানেই সবচেয়ে বেশি বালি ও পাথর খাদান রয়েছে। একইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বালি ও পাথর খাদান না থাকলেও সেখানে প্রচুর পরিমাণে ইটভাটা রয়েছে। দখল হওয়া রাজ্য সরকারি জমি উচ্ছেদ করে দখলদারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁদের আইনি স্বীকৃতি দিতে চায় রাজ্য সরকার। জমির খাজনা আদায়ের ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি আর্থিক বছরে পূর্ব বর্ধমানকে ২১৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, বীরভূমকে ২৬৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, পশ্চিম বর্ধমানকে ১৩১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দার্জিলিংকে ৭২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়িকে ৯২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে ৮৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের একটি আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের পর উৎকণ্ঠায় আবাসিকরা। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

শিশুকে ধর্ষণ ও খুনে ৫৪ দিনে ফাঁসির সাজা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। শুক্রবার মেয়ের জন্মদিন ছিল। কিন্তু কে জানত এই দিনেই মেয়ের খুনের বিচারের রায় জানতে আদালতে আসতে হবে। গত বছরের ২৪ নভেম্বর হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন করে প্রতিবেশী। ঘটনার ৫৪ দিনের মাথায় অভিযুক্ত অশোক সাউয়ের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করলেন চুঁচুড়া পকসো আদালতের বিচারক। বুধবার অশোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কুলতলি, জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনেও ৯০ দিনের মধ্যেই রায় দেন বিচারকরা। গুড়াপের ঘটনাতেও ফের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় সন্তোষপ্রকাশ রাজ্যের।

ধর্ষণ ও খুনের ৫৪ দিনের মধ্যে সাজা ঘোষণায় বিচার ব্যবস্থা ও হুগলি গ্রামীণ পুলিশকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ওই নাবালিকা পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। ধর্ষকদের এই দেশে কোনও স্থান নেই। আমাদের সকলকে শিশুদের নিরাপত্তা, সামাজিক সংস্কার এবং এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের কোনও ঘটনায় অপরাধীকে ছাড়া হবে না।'

শেষপর্যন্ত বিচারক ফাঁসির সাজা ঘোষণা করতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুর মা। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, 'আজ আমার মেয়ের জন্মদিন ছিল।'

শুভেন্দুর সময়সীমা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সোমবারের মধ্যে মেদিনীপুর কাণ্ডে ১২ জন জুনিয়ার ডাক্তারের সাসপেনশন প্রত্যাহার করার জন্য রাজ্যকে সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দাবি পূরণ না হলে সোমবার বিকালে জুনিয়ার ডাক্তারদের সমর্থনে মেদিনীপুর সহ রাজ্যজুড়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবে বিজেপি।

শুক্রবার বিজেপির ডাক্তার সেলের নেতা ডাঃ মধুছন্দা কর ও ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের এই অবৈধ এফআইআর ও সাসপেনশনের তীব্র নিন্দা করছি। অভিযুক্ত ও আন্দোলনকারী ডাক্তাররা আইনি ও যে কোনও ধরনের সাহায্য চাইলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি তাঁদের পাশে থাকব।' শুভেন্দুর দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সেপ্টিসেমিয়ায় মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। তাহলে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ কীভাবে ওঠে?

বাড়ির পথে। নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বুথ কমিটি নিয়ে অভিযোগ বিজেপিতে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্য বিজেপির কাছে বুথ সভাপতি ও বুথ কমিটির তালিকা চেয়েছেন এই রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল।

সূত্রের খবর, ২১ জানুয়ারি রাজ্যে সংগঠন বিষয়ক বিশেষ বৈঠকে বুথ সভাপতি ও কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা তৈরি রাখতে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছেন বনশাল। বনশালের নির্দেশ পেয়ে তড়িঘড়ি বুথ সভাপতি ও কমিটি চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। আর তার ফলেই রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা প্রভাবশালী নেতাদের নির্দেশ মেনে নির্বাচিত কমিটির বদলে মনগড়া ও নিজেদের বশংবদ লোক দিয়ে নামকাওয়াস্তে কমিটি তৈরি শুরু করেছেন বুথ সভাপতিরা।

নিয়ম হল, অন্তত ৫০ সদস্য থাকলে সেই বুথের বুথ সভাপতি ১১ জনের কমিটি করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যের বহু জেলায় বুথস্তরে দলের যে হাল, তাতে তা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য বিজেপির এক নেতা বলেন, 'সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জেনেশুনেই নিয়মে কিছুটা ঢিলে দিতে হয়েছে আমাদের। নাহলে বুথ কমিটিই তৈরি হবে না। এমনিতেই সংখ্যালঘু এলাকার জন্য রাজ্যের ৪২টি সাংগঠনিক জেলার প্রায় ৮০ হাজার বুথের মধ্যে অন্তত ২৫ হাজার বুথে দলের কোনও বুথ কমিটি নেই। তার ওপর বুথপিছু ৫০ সদস্যের মাপকাঠি মানতে গেলে সাকুল্যে আরও ১২ হাজার বুথে বুথ কমিটি করা যাবে না।

এদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের কথা বলে এখন অন্তত অর্ধেক মণ্ডলে নির্বাচিত কমিটি করতে না পারলে মুখ পুড়বে কেন্দ্র ও রাজ্যের। সেই কারণে তড়িঘড়ি বুথ সভাপতি ও মনগড়া কমিটির তালিকা তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছে রাজ্য। সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা এক নেতার মতে, নেতৃত্বের উচিত বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে নিয়ম ঠিক করা। নাহলে কমিটি করতে গিয়ে দুধে জল দেওয়ার বদলে জলে দুধ ঢালতে হবে কর্মীদের। তার চাইতে বাস্তবটা বিচার করে এগোলে আখেরে ভালো হবে দলের।

কীভাবে পাবেন কোমল গোলাপি ঠোঁট

জেনে রাখুন ৫টি উপায়

কে না চায় একজোড়া সুন্দর ও আকর্ষণীয় ঠোঁট পেতে? কেবল একজোড়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঠোঁটই আপনার হাসিকে করে তুলতে পারে আরও আকর্ষণীয়, চেহারাকে করে তুলতে পারে মোহনীয়। আসুন, জেনে নেওয়া যাক সুন্দর গোলাপি ঠোঁট পেতে কী কী করবেন ও করবেন না।

যা করতে পারেন

১. একটি পাতলা লেবুর টুকরোর উপরে খানিকটা চিনি ছিটিয়ে প্রতিদিন ঠোঁটে ঘষুন। চিনি ঠোঁটের মরা চামড়াগুলোকে পরিষ্কার করতে এবং লেবু সূর্যের আলোয় কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁটের চামড়াকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

২. মধুর সঙ্গে চিনি এবং কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল মিশিয়ে মিনিট দশেক ঠোঁটে ঘষুন।

৩. ঠোঁটকে উজ্জ্বল করতে ল্যাক্টিক অ্যাসিড খুব উপকারী। নিয়মিত দুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দুধ তুলোয় করে ঠোঁটে ঘষে নিন। শুকনো চামড়াকে তুলে ফেলার মাধ্যমে দুধ ঠোঁটের কালো হওয়াকেও প্রতিরোধ করে।

৪. গোলাপের পাপড়িও ঠোঁটের গোলাপি ভাব আনতে সাহায্য করে। এজন্য গোলাপের পাপড়ি দুধের মধ্যে রেখে তাতে মধু ও গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন। প্রলেপটি মিনিট পনেরো ঠোঁটে মাখুন। এরপর দুধ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিন। প্রতিদিন প্রলেপটির ব্যবহার আপনার ঠোঁটকে করে তুলবে আকর্ষণীয়।

৫. লেবুর মধ্যে থাকা অ্যাসিড ঠোঁটের শুকনো চামড়াকে তুলে ফেলতে সাহায্য করে। তবে লেবুর রসের সঙ্গে খানিকটা চিনি ও মধু মিশিয়ে ঘরে বসেই নিতে পারেন ঠোঁটের পুরোপুরি যত্ন। প্রলেপটি মাখার ঘণ্টাখানেক পর ধুয়ে নিন।

একটি পাতলা লেবুর টুকরোর উপরে খানিকটা চিনি ছিটিয়ে প্রতিদিন ঠোঁটে ঘষুন। চিনি ঠোঁটের মরা চামড়াগুলোকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

সুখী হতে চান?

প্রত্যাশাগুলোকে মেপে চলুন। জীবনের অন্তহীন পথ সুখের হবেই।

১. কে পড়বে মনের কথা?

আমাদের চাওয়ার শেষ নেই। চাই যতটা, পাই নিতান্ত কম। আমরা বেশিরভাগই মনে মনে ভাবি, মানুষ আমাদের মনের কথা না বলতেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সত্যিটা হল, কেউ অন্যের মন পড়তে পারে না। অন্যরা আপনার মনের কথা জানবে, এই আশা আপনাকে কেবল হতাশ করবে। আপনার যা প্রয়োজন তা বলুন। সাহায্য, মনোযোগ অথবা সহানুভূতি যাই হোক না কেন, আপনি কী চান সে সম্পর্কে অন্যকে স্পষ্ট জানান।

২. নিখুঁত হওয়ার আশা?

হয়তো আপনি চাইছেন, আপনার মতো অন্যদেরও নিখুঁত হতে হবে! এমনটা যদি ভেবে থাকেন, তাহলে হতাশার দিকে আপনি পা বাড়াচ্ছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ত্রুটি রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই ভুল করে থাকি। এটা খুব সাধারণ বিষয়। আপনার চারপাশে সকলে আদর্শ মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবেন, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। বরং মানুষের বৈচিত্র্য এবং অসম্পূর্ণতাগুলোকে মেনে নিন। দেখতে পাবেন, আপনার মতে এইসব 'ত্রুটিপূর্ণ' মানুষগুলিই তাঁদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনন্য হয়ে উঠেছেন।

৩. সবাই সবসময় হাত বাড়াবে?

দ্রুতগতির পৃথিবী। কেউ আপনার জন্য ২৪ ঘণ্টা হাত বাড়িয়ে থাকবেন, এমনটা ভাববেন না। প্রত্যেকেই তাঁদের দায়িত্ব, কাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত সময় নিয়ে ব্যস্ত। ভাববেন না, সারাক্ষণ কেউ আপনার জন্য ফ্রি থাকবেন। এতে, সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হবে। বরং ভাবুন, আপনার যেমন সময়ের মূল্য আছে, তেমনি অন্যেরও সময়ের মূল্য আছে। অন্যকে তাঁর প্রয়োজনীয় 'স্পেস' দিন। এতে উভয়েই লাভবান হবেন।

৪. বুঝতে পারবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি?

প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী একেকজনের একেক রকম। অন্যরা সবসময় আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হবে, এমনটা আশা করা ঠিক নয়। এর বদলে বিপরীতে থাকা মানুষটির মতামতকে গুরুত্ব দিন। মতবিরোধ নয়, মত বিনিময় করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন, এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, প্রতিটি মানুষই পৃথক। প্রত্যেকের মতকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে আর নিজের প্রতি রাগ আসবে না, খুশি মনে অন্যের সঙ্গে মতের আদানপ্রদান করতে পারবেন।

৫. অন্যরা খুশি করবে?

আমরা অধিকাংশই ভাবি, এই পৃথিবীতে আমাকে কেউ বুঝল না, চিনল না! কখনও ভাবি না, আমি নিজে কি অন্য কাউকে চিনতে চেষ্টা করেছি? আমরা প্রায়ই নিজের সুখের জন্য আমাদের বন্ধুবান্ধব, পরিবার, আপনজনদের ওপর নির্ভর করি। সত্যিটা হল, সুখ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। সুখের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভর করলে অতৃপ্তি বাড়ে।

মুড়ি খেলে ওজন কমবে

মুড়ি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

ওজন কমাতে: যারা ওজনের ব্যাপারে সচেতন, তাদের জন্য মুড়ি একটি ভালো খাবার হতে পারে। কারণ, মুড়ি কম ক্যালরি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। ১৫ গ্রাম মুড়িতে মাত্র ৫৪ ক্যালরি আছে। শুধু তা-ই নয়, প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে মুড়ি খেলে অনেক সময় পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। মুড়িতে ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক আছে।

গ্যাসের সমস্যায়: বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বুক জ্বালাপোড়া সহ গ্যাসের সমস্যা হয়। বিশেষ করে মুড়ি জলে ভিজিয়ে খেলে গ্যাসের সমস্যার দ্রুত কমে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে: মুড়িতে প্রচুর ফাইবার আছে। সুতরাং যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তাদের জন্য মুড়ি খুব উপকারী।

হাড় শক্ত করে: মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন ডি' রয়েছে, যা হাড় শক্ত করতে খুবই প্রয়োজনীয়।

ত্বকের যত্নে: বয়সের ছাপ নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত। এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান হতে পারে মুড়ি। কারণ, মুড়িতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যার প্রভাবে আল্ট্রাভায়োলেটের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সহজেই রোধ করা যায়।

ডায়াবেটিসের রোগী: অনেক ডায়াবেটিসের রোগীর কাছে সকালের খাবার হিসেবে মুড়ি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মুড়িতে ভালো পরিমাণ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে। মুড়ির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি ও মুড়ি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রচুর ফাইবার থাকায় ও ক্যালরি কম থাকায় মুড়ি সকালে অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। ব্রাউন মুড়ি বা লাল চালের মুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো।

কিডনিজনিত সমস্যা: ডায়াবেটিসের রোগীদের মতো যারা দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত, তাদের মুড়ি কম খাওয়াই ভালো। কারণ, মুড়িতে প্রচুর সোডিয়াম আছে, যা কিডনি রোগীদের জন্য ভালো নয়।

শীতে চুমুক

বানিয়ে ফেলুন ঘরেই। নামীদামি রেস্তোরাঁয় হরহামেশা আমরা সুপ খেয়ে থাকি। কিন্তু সে তো অনেক খরচের। তবে জানেন কি, খুব সহজেই এসব সুপ অল্প কিছু উপকরণে ঘরেই তৈরি করতে পারি।

থাই সুপ

যা যা লাগবে

ডিমের কুসুম ২টি, চিকেন জুলিয়ান কাট ২ টেবিল চামচ, চিংড়ি ৫টি, মাশরুম স্লাইস ১ টেবিল চামচ, রসুন চপ কুচি ১ চামচ, অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ, চিলি সস ২ টেবিল চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ওয়েস্টার সস ১ চামচ, সয়াসস ২ চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১/৪ চামচ, লেমন গ্রাস ২টি, থাই লেমন লিফ ৪টি, জল পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

সকল উপকরণ একসঙ্গে একটা পাত্রে নিয়ে ভালো করে মিক্স করে হাই ফ্লেমে রান্না করুন থিক হওয়া পর্যন্ত। অন্য একটি পাত্রে অলিভ অয়েল ও রসুন দিয়ে সুপ ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বেবি অয়েল? এই শীতে আপনার জন্যও জরুরি

সাধারণত বাচ্চাদের শরীর ম্যাসাজ করার জন্য বেবি অয়েল ব্যবহার করা হয়। স্বাভাবিকভাবে তাই প্রায় সবার মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে, বেবি অযেল শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই। কিন্তু না, বড়দের ক্ষেত্রেও ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে বেবি অয়েল।

শুধু ত্বকের জন্য নয়, প্রতিদিনের আরও অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারেন বেবি অয়েল। কোন কাজে?

ক. রান্নাঘরের সিঙ্ক ঝকঝকে রাখতে বেবি অযেল লাগিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। তারপর ঘষে পরিষ্কার করে নিন। জলের দাগ যেমন উঠে যাবে, তেমনই জীবাণুও মরে যাবে।

খ. হাতে আঠা লেগে গেছে বা কোনও কিছুতে চ্যাটচ্যাট করছে? বেবি অয়েল লাগিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

গ. প্রতিদিন ব্যবহার করতে করতে বাথরুমের স্টিলের কলে জলের দাগ-ছোপ পড়ে যায়। অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করলে ঝকঝকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। বেবি অযেল দিয়ে পরিষ্কার করলে আবার নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে।

ঘ. স্টিলের বাসনের চকচকে ভাব, ব্যবহার করতে করতে নষ্ট হয়ে যায়। বেবি অয়েল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করলে আবার আগের মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে।

ঙ. মেকআপ রিমুভার শেষ হয়ে গেছে? তুলোয় বেবি অয়েল লাগিয়ে নিন। মেকআপ তোলাও সহজ হবে, ত্বকও ভালো থাকবে।

দীর্ঘস্থায়ী যৌবন ধরে রাখতে মোচা

গুণাগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম মোচায় রয়েছে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন 'সি' ৪২০ মিগ্রা, ভিটামিন ই, প্রোটিন ১.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩২ মিগ্রা, ফসফরাস ৪২ মিগ্রা, লৌহ ১.৬ মিগ্রা, ফ্যাট ০.৭ গ্রাম, পটাশিয়াম ১৮৫ মিগ্রা, কার্বোহাইড্রেট ৫.১ গ্রাম, রিবোফ্লেবিন .০২মিগ্রা, আঁশ ১.৩ গ্রাম, থায়ামিন .০৫ মিগ্রা। প্রচুর আয়রন ও শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কলার মোচা সুস্বাস্থ্যের সবজি হিসেবে যেমন উপকারী একইসঙ্গে এর ভর্তা মুখরোচক একটি খাবারও। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই কলার মোচা জনপ্রিয় একটি খাবার। আবার এটি যেমন উপকারী আবার কিনতেও পাওয়া যায় সুলভ মূল্যে।

কী কী উপকার?

কলার ফুল রজঃকালীন ব্যথা কমায়। এটি প্রোজেস্টেরন উৎপাদন বৃদ্ধি করে রক্তাল্পতা কমায়।

ওভারিয়ান সিনড্রোম

পেটের বিভিন্ন সমস্যা যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে ফোলাভাব বিশেষ করে 'পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম' (পিসিওএস) নিয়ন্ত্রণে রাখে।

মন ভালো রাখতে

মোচাতে আছে ম্যাগনেশিয়াম, যা উদ্বেগ ও হতাশা কমায়। মন-মেজাজ ভালো রাখে।

ডায়াবিটিস

মোচার ফেনলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

হজমে ও কোষ্ঠকাঠিন্যে

মোচার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ পাওয়া যায়, এটি হজম শক্তি বাড়ায়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ কমায় মোচা

মোচায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উন্মুক্ত 'রেডিকেলস'-এর বিরুদ্ধে কাজ করে। জারণ ক্ষয় প্রতিহত করে এবং হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

ডায়াবিটিসেও উপকার

ডায়াবেটিসের সঙ্গে খাবারের পরীক্ষায় বাদ যায়নি মোচাও। এতে আছে ফেনলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য 'বায়োঅ্যাক্টিভ', যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

ক্যানসার, হৃদরোগ প্রতিরোধ

মোচায় থাকা ফেনোলিক অ্যাসিড, ট্যানিন, ফ্লেভানয়েড ও নানা ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের ফ্রি-রাডিকেল ধ্বংস করে। এতে ক্যানসার প্রতিরোধের পাশাপাশি হৃৎপিণ্ডও ভালো থাকে।

ত্বকের জন্য

মোচা অকালে বৃদ্ধ হওয়া ও বয়সের ছাপপড়ার বিষয়টিকে মন্থর করে। এছাড়া ত্বকের গঠন উন্নত করে, বলিরেখা কমায়।

মূল অভিযুক্তের খোঁজে হন্যে পুলিশ

৫ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারে বিপন্মুক্ত সইফ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : অস্ত্রোপচারের পর ভালো আছেন অভিনেতা সইফ আলি খান। শুক্রবার তাঁকে আইসিইউ থেকে লীলাবতী হাসপাতালের একটি বিশেষ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন হাসপাতালের বিবৃতিতে তাঁকে 'বিপন্মুক্ত' বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে সইফের বান্দ্রার বাড়িতে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে এখনও ধরা দূরে থাক, শনাক্ত পর্যন্ত করতে পারেনি মুম্বই পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ মিলিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হলেও মূল অভিযুক্তকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেননি তদন্তকারীরা। হামলাকারীর খোঁজে শুক্রবার দিনভর বহু জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশের ৩৫টি দল।

অভিনেতা রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছোনোর সময় সঙ্গে ছিলেন বড় ছেলে ইব্রাহিম নন, মেজো ছেলে তৈমুর। চিকিৎসকরা জানান, হাতল থেকে ছুরিটি ভেঙে যায়। তার ফলে আড়াই ইঞ্চির ধারালো ছুরির ডগা আটকেছিল অভিনেতার শিরদাঁড়ায়। বেরিয়ে আসছিল সেরিব্রোস্পাইনাল তরল। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করা হয় ছুরির সেই ভাঙা অংশ।

লীলাবতী হাসপাতালের তরফে অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট নিশা গান্ধি জানান, শিরদাঁড়ার আঘাত খুবই গভীর ছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন সইফ। 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম' (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র) থেকে ২ মিলিমিটার দূরে ছুরিকাঘাত করেছিল দুষ্কৃতী। সেই আঘাত নিয়েই হাসপাতালে আসেন তিনি। গুরুতর আঘাত ও রক্তপাত সত্ত্বেও বাঘের মতো হেঁটে হাসপাতালে ঢোকেন সইফ। আপাতত এক সপ্তাহ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারবেন না তিনি। তবে উদ্বেগের কিছু নেই। তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।

সইফের শরীর থেকে ভাঙা ছুরির ২.৫ ইঞ্চি দীর্ঘ টুকরো বের করতে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের শীর্ষকর্তা নীরজ উত্তমানি বলেন, 'অস্ত্রোপচার ভোর ৫টায় শুরু হয়ে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়। ছয়টি ক্ষতের মধ্যে দুটি গভীর, দুটি মাঝারি এবং দুটি সামান্য ক্ষত ছিল। তাঁর শরীরে ২০টি সেলাই পড়েছে।'

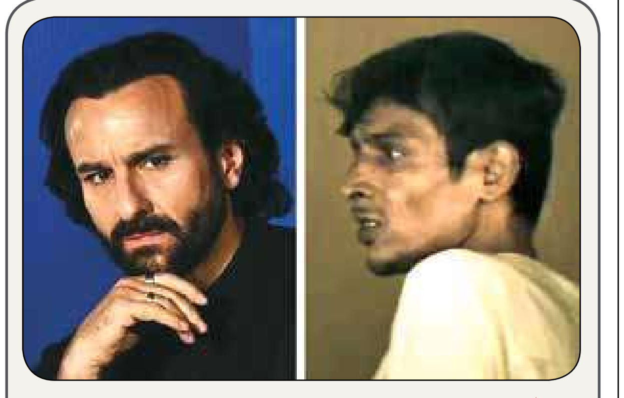

একনজরে

- পাঁচ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর সইফকে আইসিইউ থেকে বিশেষ কক্ষে স্থানান্তরিত
- দেহে ছয়টি ছুরির আঘাত। ২.৫ ইঞ্চি দীর্ঘ ছুরির অংশ বিঁধেছিল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের থেকে মাত্র ২ মিলিমিটার দূরে
- ছয়টি ক্ষতের মধ্যে দুটি গভীর, দুটি মাঝারি এবং দুটি সামান্য। ক্ষত সারাতে শরীরে ২০টি সেলাই
- ২-৩ দিনের মধ্যে সইফকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে

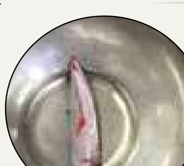

তদন্তের তথ্য

- মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা
- হামলাকারীকে ধরতে তল্লাশি পুলিশের ৩৫টি দলের
- প্রথম ফুটেজ রাত ১.৩৭ মিনিটে। লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা, টি-শার্ট ও জিন্স পরা এক ব্যক্তিকে দেখা যায় বাড়িতে ঢুকতে। দ্বিতীয় ফুটেজে রাত ২.৩৩ মিনিটে সেই ব্যক্তিকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে দেখা যায়
- বান্দ্রার রেলস্টেশন থেকে ধৃত সন্দেহভাজন তরুণ হামলার সঙ্গে যুক্ত নন, বিবৃতি পুলিশের

তিনি আরও বলেন, 'তিনি পুরোপুরি বিপন্মুক্ত এবং বেশ উৎফুল্ল। আশা করছি, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে।'

সইফের শরীর থেকে বের করে আনা ছুরি মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ছুরির বাকি অংশ (হাতল)-এর খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবারই সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল সন্দেহভাজন এক তরুণের ছবি। একজনকে গ্রেপ্তার করে বান্দ্রা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ জানিয়ে দেয়, 'ধৃত ব্যক্তি সইফের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত নন। সইফ আলি খান হামলা মামলায় এখনও পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

শুক্রবার সইফ কাণ্ডে নতুন একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। প্রথম ফুটেজে রাত ১টা ৩৭ মিনিট। এক ব্যক্তি টি-শার্ট ও জিন্স পরা অবস্থায় একটি ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। অন্য একটি সিসিটিভি ফুটেজে রাত ২টো ৩৩ মিনিটে সেই ব্যক্তিকে আগুন নেভানোর সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে দেখা যায়।

অন্যদিকে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফের বাড়িতে হামলাকারী ১৪ জানুয়ারি আর এক অভিনেতা শাহরুখ খানের বাড়ি 'মন্নত'-এও নজরদারি চালিয়েছিল। কিন্তু ফেন্সিং টপকে ভিতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে আলাদা করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

'রক্তে ভেজা সাদা কুর্তা, অটোয় উঠলেন সইফ'

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : মার্সিডিজ, ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার, অডি... কী ছিল না পার্কিং লটে? তা সত্ত্বেও গুরুতর আহত অবস্থায় বুধবার গভীর রাতে সইফ আলি খানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি অটোয় চাপিয়ে!

ওইদিন রাত আড়াইটে নাগাদ বান্দ্রায় নিজের বাড়িতেই আক্রান্ত হন অভিনেতা। পরপর ছুরির কোপ মারা হয়েছিল তাঁকে। গ্যারাজে দামি গাড়ি থাকলেও সেগুলি সইফ ছাড়া পরিবারের আর কেউই জানেন না চালাতে। ছিলেন না চালকরাও। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি এক চেনা অটোচালককে ডাকা হয়। তাঁর অটোতে চাপিয়েই রক্তাপ্লুত অভিনেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় দু'কিমি দূরের লীলাবতী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অটোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সইফের স্ত্রী করিনা। কথা বলছেন বাড়ির পরিচারকদের সঙ্গে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় সইফকে নামানো হয় নীচে। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছোন সইফ।

সেই রাতে সইফকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে অটোচালক, সেই ভজন সিং রানা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় অভিনেতা কীভাবে তাঁর অটোতে উঠেছিলেন এবং কীভাবে তিনি তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেন, তারই বর্ণনা দিয়েছেন চালক।

ভজন বলেন, 'সইফ নিজে হেঁটে এসে অটোতে উঠলেন। তাঁর গায়ের সাদা কুর্তাটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গিয়েছিল। শরীরের অনেক জায়গায় ক্ষত ছিল। তাঁর সঙ্গে একটি বাচ্চাও উঠেছিল অটোয়। আমি তখনও বুঝতে পারিনি হামলায় গুরুতর আহত সইফ। বস্তুত আমি চিনতেই পারিনি তাঁকে।'

রানা আরও জানান, 'আমি বাড়ির পাশ দিয়ে স্ট্যান্ডে যাচ্ছিলাম। আচমকা এক মহিলার আর্ত ডাকে সচকিত হই। ওই মহিলা চিৎকার করে বলছিলেন, 'অটো, অটো'। আমি গাড়ি থামাই এবং গেটের কাছে যাই। সেখানেই সইফ অটোতে ওঠেন। আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা হাসপাতালে পৌঁছোই।'

ইমরানের মতো তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিরও জেল হল। ৭ বছরের।

১৪ বছরের জেল ইমরানের

ইসলামাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : দ্বি-শতাধিক মামলা ঝুলছে ইমরান খানের মাথার ওপর। তোষাখানা মামলায় এক বছরেরও ওপর তিনি কারাগারে। এবার ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের অল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় সস্ত্রীক দোষী প্রমাণিত হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি।

শুক্রবার আদালত ইমরানের ১৪ বছর ও বুশরা বিবির সাত বছরের কারাবাস ঘোষণা করেছে। কারাদণ্ডের সঙ্গে খান সাহেবের ১০ লক্ষ ও তাঁর স্ত্রীর জন্য ৫০ হাজার রুপি জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। তাঁরা সেই অর্থ দিতে না পারলে ইমরানকে অতিরিক্ত ছ'মাস ও বুশরাকে আরও তিন মাস কারাগারে থাকতে হবে। এদিন গ্রেপ্তার হয়েছেন বুশরা বিবি।

অল-কাদির ট্রাস্ট অল-কাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়েছেন। আদালত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আদিলা জেলের মধ্যে অস্থায়ী কারাগার তৈরি করে এদিন বিচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিচারক ছিলেন নাসির জাভেদ রানা। রায় ঘোষণার পর খান সাহেব বলেছেন, 'আজকের রায় বিচার বিভাগের সুনামকে কলঙ্কিত করল। এতে আমার কোনও লাভ হয়নি। সরকারেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। আমি স্বস্তি চাই না। সব মামলার মুখোমুখি হব।'

পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন সংস্থা২০২৩ সালের ডিসেম্বরেতে মামলাটি রুজু করে। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আরও ছ'জন এই মামলায় জড়িত।

৩১ জানুয়ারি থেকে বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ১৮ তম লোকসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে শুক্রবার ৩১ জানুয়ারি থেকে। লোকসভার সচিবালয় মারফত একথা জানানো হয়েছে।

সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ৩১ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন টানা অষ্টমবারের জন্য বাজেট পেশ করবেন। সংসদ অধিবেশনের সময় ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার অর্থমন্ত্রী সাধারণ বাজেট উপস্থাপন করবেন। প্রথা অনুযায়ী, ৩১ জানুয়ারি সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভাষণ দিয়ে অধিবেশনের সূচনা করবেন।

সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের পর অর্থনৈতিক সমীক্ষা উপস্থাপন করা হবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এর সম্ভাব্য সময়কাল ১০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত হতে পারে। অধিবেশনের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর দুই কক্ষে আলোচনা হবে। সংসদের দুই কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জবাবের মাধ্যমে আলোচনা শেষ হবে।

দানখয়রাতিতে আস্থা পদ্মেরও

দিল্লিতে বিজেপির ভরসা মমতা মডেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : তাঁর দল দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছে না ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনসেবা'র মডেলকে সামনে রেখে দিল্লি দখলের ছক কষছে ক্ষমতাসীন আপ, বিরোধী বিজেপি এবং কংগ্রেস। শুক্রবার বিজেপির তরফে নির্বাচনি ইস্তাহার জারি করা হয়। তাতে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পদ্মশিবির দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্তত দুটি যোজনায় মমতা-মডেলের ছাপ স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় বিজেপি দিল্লির গরিব মহিলাদের জন্য প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা করে দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের ২১ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ও ৬ পুষ্টিকর কিট দেওয়ার কথাও বলেছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলনেত্রীর 'মা ক্যান্টিন'-এর আদলে দিল্লির বস্তি এবং ক্লাস্টারগুলিতে 'অটল ক্যান্টিন' স্থাপন করার কথা বলেছে সংকল্পপত্রে। মা ক্যান্টিনের মতো অটল ক্যান্টিনেও ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যাবে। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা জিতে ফের ক্ষমতায় এলে দিল্লির মহিলাদের ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কংগ্রেসও প্যায়ারি দিদি যোজনায় দিল্লির মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এবার পদ্মশিবিরও একই পথে হাঁটল।

এদিন বিজেপির সংকল্পপত্রটির ঘোষণা করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভোট বৈতরণি পার হতে আপ-কংগ্রেসের মতো বিজেপিও দিল্লির মহিলা, তরুণ, প্রবীণ ভোটারদের মন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করেছে।

প্রতিশ্রুতির বন্যা

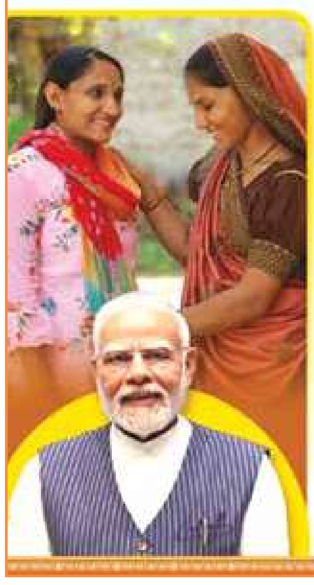

- গরিব মহিলাদের মাসিক ২৫০০ টাকা
- গর্ভবতীদের ২১ হাজার টাকা, ৬টি পোষণ কিট
- গরিব পরিবারকে ৫০০ টাকায় রান্নার সিলিন্ডার
- হোলি ও দীপাবলিতে বিনামূল্যে সিলিন্ডার
- ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাদ্য
- আয়ুষ্মান যোজনা কার্যকর করা হবে
- প্রবীণদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা, ২৫০০ টাকা পেনশন
- সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ, বিধবা, অসহায় মহিলাদের পেনশন বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা

সংকল্পপত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যেক গরিব পরিবারের মহিলাকে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি হোলি ও দীপাবলিতে একটি করে সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। দিল্লিতে আয়ুষ্মান যোজনা কার্যকর করা নিয়ে আপের সঙ্গে বিরোধ হলেও বিজেপি ঘোষণা করেছে, তারা ক্ষমতায় এলে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই এই প্রকল্প কার্যকর করা হবে। সমস্ত প্রবীণ নাগরিককে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ওপিডিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা দেওয়া হবে। প্রবীণদের জন্য মাসিক পেনশনের পরিমাণ ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলিকে কটাক্ষ করে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা দলের সংকল্প পত্র জারি করেছেন। একাধিক রেউরি বিতরণ করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, উনি কি এই রেউরিগুলি বিতরণের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুমতি নিয়েছিলেন? প্রধানমন্ত্রী অন্তত ১০০ বার বলেছেন, আমি বিনামূল্যে রেউরি বিতরণ করি। সেটা দেশের জন্য ভালো নয়। এবার বিজেপির ইস্তাহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত কৈফিয়ত দেওয়া।

এইমসের বাইরে অপেক্ষমাণ রোগীর পরিজনদের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে।

রক্তাক্ত জাল্লিকাট্টু নিহত ৭

চেন্নাই, ১৭ জানুয়ারি : ফের জাল্লিকাট্টু অনুষ্ঠানে রক্ত ঝরল। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় ষাঁড়-মানুষের প্রথাগত লড়াইয়ের অনুষ্ঠানে অন্তত ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪০০ জন। এর আগে জাল্লিকাট্টু নিয়ে মামলা দায়ের হলেও এই পরম্পরাকে বৈধ বলে আখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অতীতেও জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণগিরি জেলার বাস্তালাপট্টিতে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। অপরদিকে সালেম জেলার সেন্থারাপট্টিতে জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় ৪৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। পুডুকোট্টাই, কারুর এবং ত্রিচি জেলায় জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে ১৫৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে একাধিক জাল্লিকাট্টু উদ্বোধন করেছেন সেরাজ্যের মন্ত্রীরা। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সেরা ষাঁড়ের মালিক একটি গাড়ি পেয়েছেন পুরস্কার হিসেবে।

যুদ্ধের হুঁশিয়ারি জামাত শীর্ষনেতার

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভারত বিরোধী যুদ্ধ জিগির। তারই মধ্যে পদ্মাপাড়ে সংবিধান সংশোধন এবং নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে খুব একটা মিল নেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র। তারা আগে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিয়েছে। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামির আমির ডা. শফিকুর রহমান দেশ গড়ার স্বার্থে ফের যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে জামাতের একটি কর্মীসভায় তিনি বলেন, 'স্বৈরাচার পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার দোসররা রয়েছে। গাছ কাটা পড়েছে। কিন্তু আগাছা রয়ে গিয়েছে। প্রস্তুত থাকুন, প্রয়োজনে দেশটাকে গড়ে তোলার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধ করতে হবে।'

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জামাতের ভূমিকা নিয়ে তাদের প্রাক্তন শরিক বিএনপি সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছিল। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিএনপি ও জামাতের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এই অবস্থায় শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারী নেত্রী বলে আখ্যা দিলেও তাঁর দোসর বলতে জামাত নেতা কাদের বোঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে মতান্তর দেখা গিয়েছে। শফিকুর রহমান বলেন, 'এদেশের মানুষ বোকা নয়। এখন আর রাতারাতি কিছু করা যাবে না। ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। এসবের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আমরা এমন এক সমাজ চাই যা হবে দুর্নীতিমুক্ত।' তাঁর কথায়, 'কেউ যদি মনে করেন, কালো টাকা আর পেশি শক্তি দিয়ে কিছু করবেন তার দিন শেষ। জনগণ এই সুযোগ আর কাউকে দেবে না।'

এদিকে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে একটি জনমত সমীক্ষায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্দলীয় ব্যক্তির পাল্লা ভারী বলে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএস ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই সমীক্ষাটি চালায়। তাতে ৬৮ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে চান। সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করানোর পক্ষে মত দিয়েছেন প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ। ১৩ শতাংশ মানুষ চান সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হোক। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন করানোকে সমর্থন জানিয়েছেন ৬৫ শতাংশ মানুষ।

চাপ দিয়ে চালু করা যাবে না আয়ুষ্মান

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করতে কেন্দ্রের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করতে হবে দিল্লির আপ সরকারকে। দিল্লি হাইকোর্টের এই নির্দেশের ওপর শুক্রবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ জানিয়েছে, প্রকল্পটি লাগু করতে কোনও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না কেন্দ্র। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। তার আগে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আম আদমি পার্টিকে (আপ) স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কেন্দ্র-রাজ্য মউ-এর নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

দিল্লি সরকারের দাবি, রাজ্যের উদ্যোগে দিল্লিতে আরোগ্য কোষ নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এটি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের চেয়ে ভালো। আয়ুষ্মান ভারতে তুলনায় অনেক কম লোক উপকৃত হবেন। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে দিল্লি আরোগ্য কোষ প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী রাজ্য। অতিশী সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, দিল্লি হাইকোর্ট সরকারের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে না। সিংভির প্রশ্ন, 'হাইকোর্ট কীভাবে আমাদের (দিল্লি সরকারকে) নীতিগত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতে পারে?'

কেন্দ্রের তরফে পালটা জানানো হয়, দেশের ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি চালু রয়েছে। একমাত্র দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি চালু হয়নি। রাজ্যবাসীর স্বার্থে দিল্লিতে প্রকল্পটি চালু করা প্রয়োজন। দু-পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর শেষপর্যন্ত দিল্লি সরকারের যুক্তি মেনে হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

আত্মঘাতী নিট পড়ুয়া

জয়পুর, ১৭ জানুয়ারি : নতুন বছরের এখনও একমাস পেরোয়নি। এর মধ্যেই তিনটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল রাজস্থানের কোচিং শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র কোটায়। বৃহস্পতিবার রাতে কোটার বিজ্ঞাননগরের আম্বেদকর কলোনির ছাত্রাবাসে এক নিট পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, বছর ১৮-র অভিজিৎ গিরির ঝুলন্ত দেহ ছাত্রাবাসে তাঁর ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে।

রুশ সেনায় গিয়ে মৃত ১২ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রুশ সেনা। দু-বছর ধরে চলা যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানির ধাক্কা সামাল দিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সেনায় নিয়োগ করেছে রাশিয়া। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বহু ভারতীয়। রুশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বড় অংশকে ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি সেখানে কেরলের বাসিন্দা এক রুশ সেনার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরই সেদেশের সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের ফেরত পাঠাতে ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে সাউথ ব্লক।

পরিসংখ্যান পেশ বিদেশমন্ত্রকের

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এ পর্যন্ত ১২৬টি ঘটনা (রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ভারতীয় নাগরিকদের যোগদান) ঘটেছে। এই ১২৬টি মামলার মধ্যে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী থেকে অব্যাহতি পেয়ে ৯৬ জন ভারতে ফিরে এসেছেন। ১৮ জন ভারতীয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে রয়ে গিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ১৬ জনের অবস্থান জানা যায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'রাশিয়া ১৬ জন ভারতীয় নাগরিককে নিখোঁজ হিসেবে নথিভুক্ত করেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে লড়াই করতে গিয়ে কমপক্ষে ১২ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন।'

যুদ্ধবিরতির আগেও হামলা ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ১৭ জানুয়ারি : ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভা গাজা নিয়ে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে অনুমতি দিল। এদিন গভীর রাতে ইজরায়েলের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা চুক্তিটি বিবেচনা করার ব্যাপারে বৈঠক করবে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, সমঝোতা চুক্তির রাজনৈতিক, নিরাপত্তাজনিত ও মানবতার দিক খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা তাতে অনুমতি দেবে। এদিকে যুদ্ধবিরতির চুক্তির মাঝে হামলা জারি রাখল ইজরায়েল। ইজরায়েলি হামলায় গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক।

বুধবার আমেরিকা, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইজরায়েলের মঝোতা চুক্তির সিদ্ধান্তে আসে উভয়পক্ষ। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভায় তা অনুমোদিত হয়নি।

হত শতাধিক

ইজরায়েলি হামলায় নিহতদের শেষকৃত্যে মানুষের ঢল। দক্ষিণ গাজায়।

এদিকে ১৫ জানুয়ারি বিবদমান উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতি সম্মতিতে রাজি হলেও গত কয়েকদিন লড়াই অব্যাহত রেখেছে ইজরায়েল। গাজায় আক্রমণ হেনেছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ গাজার একাধিক শরণার্থী শিবিরে আক্রমণ চালিয়েছে আইডিএফ। তাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত পক্ষে ১০৩ জন প্যালেস্তিনীয়। আহত হয়েছেন ২৬৪-রও বেশি মানুষ। গাজার অসামরিক প্রতিরক্ষা পরিষেবার মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ৩১ জন মহিলা ও ২৭টি শিশু। প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের গাজা ভূখণ্ড নিয়ে যুদ্ধবিরতি রবিবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যকর হওয়ার আগেও লড়াই দেখে বিষয়টির কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

নেপালের সমস্যা ঠেকাতে টিবিআইটিএ

চায়ের মান যাচাইয়ে এআই

রণজিৎ ঘোষ

ব্যাংডুবি (বাগডোগরা), ১৭ জানুয়ারি : বিশ্ব বাজারে দার্জিলিং চায়ের কদর কমার মূলেই নেপালের নিম্নমানের চা। পাশাপাশি, প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে উৎপাদনে ঘাটতি। আর্থিক মন্দা চা শিল্পে। এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারি সাহায্য এবং চায়ের গুণগতমানে জোর দিচ্ছেন চা শিল্পপতিরা। শুক্রবার তরাই ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (টিবিআইটিএ)-এর বার্ষিক সভায় ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ)-এর অতিরিক্ত ভাইস চেয়ারম্যান অতুল রাস্তোগি এ কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, 'গত বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে চায়ের উৎপাদন অনেকটাই কমেছে। আশা করছি আগামী মরশুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকবে এবং ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে।' আইটিএ দার্জিলিং চায়ের উন্নয়নে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। গত ১৪ জানুয়ারি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিন ব্যাংডুবিস্থিত টিবিআইটিএ'র কার্যালয়ে সংগঠনের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সেখানে শতাধিক চা শিল্পপতি, সংগঠনের নেতৃত্ব অংশ নেন। এখানে আইটিএ'র মহাসচিব অরিজিৎ রাহা বলেন, 'নেপালের চা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগে আছি। সেখানকার নিম্নমানের চা দার্জিলিং চা নাম দিয়ে প্যাকেট করে বিক্রি করা হচ্ছে। মোকাবিলায় টি বোর্ড, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে একাধিকবার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি। রাজ্য সরকার ভারত-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কি এবং পশুপতিতে নেপালের চা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি করছে, এটা ভালো দিক। অসমেও এমন একটি ল্যাবরেটরি তৈরি হচ্ছে। আমরা আশাবাদী যে, দ্রুত এর সুফল মিলবে।' গত মরশুমে উত্তরবঙ্গ এবং অসমে চায়ের উৎপাদন মারাত্মকভাবে মার খেয়েছে বলে দাবি করেন রাস্তোগি। তাঁর বক্তব্য, 'গত বছর তরাই, ডুয়ার্সে চায়ের উৎপাদন ৬৫ মিলিয়ন কেজি কম হয়েছে। অসমে ৪০ মিলিয়ন কেজি কমেছে। তবে, গত বছর বিশ্ব বাজারে ২৫ শতাংশ রপ্তানি বেশি হয়েছে। অত্যধিক গরম এবং সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় রোগপোকার আক্রমণও বেড়েছে। আশা করছি আগামী মরশুমে উৎপাদন ভালো হবে।'

তাঁর মতে, 'গ্রিন টি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আগ্রহ বাড়ানোর উপরে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এখনও মানুষ ব্ল্যাক টি পান করতে বেশি পছন্দ করেন। বর্তমানে গোটা দেশে ২০ মিলিয়ন কেজি গ্রিন টি উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ডুয়ার্স, তরাই বাদ দিলে দক্ষিণ ভারতে এর উৎপাদন বেশি।' তাঁরা চা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার পক্ষে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

টিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি মল্লিক বলছেন, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগিয়ে চায়ের গুণগতমান উন্নত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফুলবাড়ি চা বাগানে চা গাছ থেকে পাতা তোলার আগেই সেই পাতায় কোনও ক্ষতিকারক রাসায়নিক রয়েছে কি না, সেটা জানা যাবে। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি হয়েছে। তারা এই কাজটি করবে।'

এর পাশাপাশি এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি মেশিন আমদানি করার কথা ভাবছে চা বলয়। এই মেশিনের মাধ্যমে শুধুমাত্র 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' উঠে আসবে বলে টিবিআইটিএ জানিয়েছে। এই বার্ষিক সভায় চা শিল্পপতি নয়নতারা পালচৌধুরী, রানা দে সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

টিবিআইটিএ'র কার্যালয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা।

রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে এফআইআরে নাম থাকা অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আমি অবাক হচ্ছি, ৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল অথচ তাদের কোনও নোটিশ দিয়ে এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না। এভাবে তদন্ত এগোচ্ছে। এই মামলা দীর্ঘদিন চলছে। তদন্ত করলে আরও রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে। রাজ্য কেন যথাযথ পদক্ষেপ করছে না?' এই ঘটনায় আর্থিক দুর্নীতিও হয়ে থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তখনই একটি রহস্যময় চিঠির বিষয়ে জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাছে বেনামে একটি চিঠি আসে। ওই চিঠিতে শাসকদলের নেতা-নেত্রীর নামে পাহাড়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ করা হয়। তারপর শিক্ষা দপ্তরের তরফেই বিধাননগর উত্তর থানায় ৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। জানা গিয়েছে, বিনয় তামাং, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, প্রান্তিক চক্রবর্তী সহ একাধিক জনের নাম ছিল। এই চিঠি রহস্য অনুসন্ধানও সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বসু। রাজ্য এই সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। তবে সেখানেও একক বেঞ্চের নির্দেশ বহাল থাকে। তারপর রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। শীর্ষ আদালতে সিবিআই অনুসন্ধানের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি

এদিন রাজ্যের তরফে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'আদালত ঘটনার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট চায়নি। তদন্তের গতিপ্রকৃতি জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে বেআইনিভাবে নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালীদের নামে অভিযোগ উঠেছে। অথচ রাজ্য যথাযথ পদ্ধতিতে তদন্ত এগোচ্ছে না। তাহলে মামলার পিটিশন বাতিল করার আবেদন করুন। সেটাই সহজ হবে।' রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অভিযুক্তদের নোটিশ পাঠিয়েছেন? সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিক এফআইআরে নাম থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি? যারা হেপাজতে রয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে কি অনুমতি দরকার?' আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, প্রাথমিকভাবে তদন্তের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুমতি দরকার হয় না। রাজ্যের আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, 'এটা কি তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট? কোন পদ্ধতিতে তদন্ত এগোচ্ছে জিজ্ঞাসা করুন তদন্তকারীদের।' রাজ্যের আইনজীবী জানান, ডিসেম্বরে তদন্তভার নেওয়া হয়েছে। অ্যাডভোকেট জেনারেল ও সিনিয়ার স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল এদিন উপস্থিত নেই তাই মঙ্গলবার মামলাটি শুনানির জন্য ধার্য করা হয়। বিচারপতি আবেদনকারীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের কাছে যা তথ্য রয়েছে তা যথাযথভাবে আদালতের কাছে পেশ করুন।' তবে এদিন এফআইআরে নাম থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে রাজ্যের গড়িমসির বিষয়টি উল্লেখ করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

এলাকা ঘিরে তল্লাশি

প্রথম পাতার পর

হওয়ার মাস্টারমাইন্ড বাংলাদেশি আবদুলের লোকেশন ট্র্যাক করতেও পুলিশ মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক পুলিশকর্তা বলছেন, 'যে কোনও মূল্যেই হোক দুষ্কৃতীদের সীমান্তের ওপারে যেতে দেওয়া হবে না। শীর্ষকর্তারা সমস্ত অপারেশন মনিটর করছেন।'

এদিন সীমান্ত এলাকা কোকড়াদহ মোড়ে পৌঁছোতেই দেখা গেল পুলিশের নাকা তল্লাশি। একটু এগোতেই শ্রীপুর মোড়। সেখানেও ডিএসপি পদমর্যাদার কর্তার নেতৃত্বে নাকা চলছে। নিজের দোকানের সামনে কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আলি হোসেন। প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই বলেছেন, 'রাত থেকেই পুলিশের চলাচল শুরু হয়েছে। দিনের আলো ফুটতে তা পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিজামুদ্দিনের প্রতিক্রিয়া, 'এত পুলিশ আমার ৭০ বছরের জীবনে এই এলাকায় দেখিনি।' শ্রীপুর মোড়, শ্রীপুর বাজার ছাড়িয়ে হাতের ডানদিকে বিএসফ ক্যাম্প রেখে বাঁশপোখরে পৌঁছোতেই চোখে পড়ল সমস্ত বাইক দাঁড় করিয়ে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। পাশেই দোকানে চা বানাতে ব্যস্ত ইসলাম প্রথমে কিছু বলতে চাননি। পরে চাপা গলায় বলেছেন, 'ঢিল ছোড়া দূরত্বে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। যারা অনুপ্রবেশে সিদ্ধহস্ত তাদের পক্ষে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালানো কঠিন কিছু নয়।'

বাঁশপোখর মূল রাস্তা থেকে পূর্ব দিকে সরু ঢালাইয়ের রাস্তা নেমে গিয়েছে। মাত্র এক কিলোমিটার গেলেই চেরচেরি সীমান্ত। সেখানে যাওয়ার পথে গ্রামে যত্রতত্র তরুণ ও বৃদ্ধদের জটলা। চেরচেরি সীমান্তে বিএসএফের গেটে পৌঁছোতে চোখে পড়ল সাজ্জাক ও আবদুলের 'ওয়ান্টেড'পোস্টার সাঁটা। বিএসএফ জওয়ান সহ তাদের পদস্থ কর্তাদের গাড়ি বর্ডার রোড ধরে ঘনঘন টহল দিচ্ছে। সূর্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার ততক্ষণে গাঢ় হয়ে আসছে। চেরচেরি গ্রামের সোহরাব আলি গোটা ঘটনায় শঙ্কিত। পাশে দাঁড়িয়ে এক তরুণের মন্তব্য, 'স্যর, যারা এপার-ওপার চক্রের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে বিষয়টি কঠিন নয়। আবদুলকে আমরা চিনি না। তবে গোয়ালপোখরের একাধিক গ্রামে তার পরিচিতি ভালোই বলে শুনেছি।'

নারগাঁও সীমান্ত পর্যন্ত পুলিশের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। পাঞ্জিপাড়া শুটআউট পুলিশের জন্য প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আবদুলের সক্রিয়তা পুলিশের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছে। সাজ্জাক ও আবদুলকে ধরতে পুলিশকর্তারা রাত-দিন এক করে দিচ্ছেন। অন্তত শ্রীপুর সীমান্ত ঘুরে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। তবে পুলিশ মরিয়া চেষ্টা চালিয়েও কতটা সফল হবে তা সময় বলবে। কারণ আবদুল একবার সাজ্জাককে নিয়ে সীমান্ত টপকে বাংলাদেশ ঢুকে গেলে পুলিশের নাগাল পাওয়া দুষ্কর। গোটা এলাকায় এমনটাই কানাঘুষো চলছে।

আবাস প্রকল্পে দুর্নীতির তিরে বিদ্ধ উদয়ন গুহ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ চেয়ারম্যান থাকাকালীন দিনহাটা পুরসভার বড় কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এল। হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেবার জন্য 'উন্নয়ন তহবিল'-এ কার্যত জোর করেই গরিব শহরবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে কুড়ি হাজার করে টাকা। আবাস যোজনার ২২১৬ জন উপভোক্তার কাছ থেকে বেআইনিভাবেই প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা তুলেছিল উদয়নের নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ড। বিল্ডিং প্ল্যান দুর্নীতির মাঝে পুরসভার নতুন কেচ্ছা সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

ইতিমধ্যেই পুর কর্তৃপক্ষকে আইন ভেঙে তোলা টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)। টাকা ফেরত চেয়ে পুরসভায় একাধিক চিঠি পাঠিয়েছেন সুডা'র অতিরিক্ত ডিরেক্টর জলি চৌধুরী। কোন অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা ফেরত দিতে হবে সরকারি নির্দেশে সেকথাও বলে দেওয়া হয়েছে। তারপরও টাকা ফেরত দেয়নি পুর কর্তৃপক্ষ। তাই পুরসভার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাউজিং ফর অল প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য প্রত্যেক উপভোক্তা পান ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। তাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের অনুদান ছাড়াও উপভোক্তাকে ২৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এর বাইরে প্রত্যেক বাড়ির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প অর্থের ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৬৮০০ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। সেই টাকার অর্ধেক দেবে রাজ্য এবং অর্ধেক পুরসভা। সেই হিসাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পুরসভার দেওয়ার কথা ১৮৪০০ টাকা। নিজেদের দায় এড়িয়ে তৎকালীন পুর বোর্ড ঘুরিয়ে তাদের ভাগের ১৮৪০০ টাকা আদায় করেছিল উপভোক্তাদের কাছ থেকেই। টাকা আদায়ের কথা স্বীকার করলেও চাপ দেওয়ার কথা মানতে চাননি উদয়ন। তাঁর কথা, 'পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচের ক্ষমতা পুরসভার ছিল না। তাই উপভোক্তাদের কাছ থেকে সেই টাকা নিয়ে আমরা তাঁদেরই উন্নয়নের কাজ করেছি। উপভোক্তাদের বলেকয়েই রসিদ দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে। বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত অনুসারেই ওই টাকা নেওয়া হয়েছে।'

২০১৫-'১৬ আর্থিক বর্ষ থেকে ২০২১-'২২ আর্থিক বর্ষ পর্যন্ত যে সময় উদয়ন পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন সেই সময়ই টাকা তোলা হয়েছিল। ২০২২ সালের ১১ নভেম্বর রাজ্যের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (অডিট-২) এর দপ্তর থেকে পুরসভার অডিট করে একটি রিপোর্ট দেওয়া হয় (নাম্বার-এজি/এলএ/২০১৫-২১/দিনহাটা মিউনিসিপ্যালিটি/১০)। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোনও আইনেই গরিব উপভোক্তাদের কাছ থেকে পুরসভা ওইভাবে অর্থ আদায় করতে পারে না। তারপরই টাকা ফেরতের নির্দেশ দেয় সুডা (মেমো নাম্বার- সুডা-১৩০৫(২০)/১/২০২৩/৬২৬/১(৬))। উদয়নের আমলের কেলেঙ্কারির দায় নিতে চাননি তাঁর দুই উত্তরসূরি গৌরীশংকর মাহেশ্বরী এবং অপর্ণা দে নন্দী।

রোগীমৃত্যুতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির তিনবাত্তির একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিজনরা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু সন্ধ্যায় ফের হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার ও আত্মীয়রা। আবারও খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। সন্ধ্যায় এনজেপি থানার পুলিশের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এরপর মৃত কিরণ কুমারী গুপ্তার পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৃত কিরণ শিলিগুড়ি প্রধাননগরের বাসিন্দা। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয় কিরণের। বাড়িতে রয়েছে তিন মাসের এক সন্তান। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বিপাকে রোগীরা

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই গ্রামীণ হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিপাকে পড়ছেন রোগীরা। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার তৈরি স্যালাইন এবং বিভিন্ন ইনজেকশন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই সরবরাহ। সমস্যা শুরু হয়েছে সেই কারণেই। পর্যাপ্ত আরএল, ডিএনএস, এনএস এবং বিভিন্ন ইনজেকশন মজুত না থাকায় রোগীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

সিটংয়ের কাছে দুর্ঘটনা, আহত পর্যটক

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : পাহাড়ি পথে দুর্ঘটনার কবলে পর্যটকদের গাড়ি। সিটংয়ের ধসপ্রবণ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি প্রায় ২০ ফুট নীচে পড়ে যায়। আর সেই গাড়ির দরজার ধাক্কায় পাহাড়ি ঢালে পড়ে গুরুতর জখম হন অলকা ধর নামে আলিপুরদুয়ারের এক বাসিন্দা। তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে শিলিগুড়িতে এনে প্রধাননগরে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। পর্যটকদের গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা অলকাদেবী, তাঁর স্বামী প্রণয় ধর এবং তাঁদের পরিচিত আরও তিনজন কালিঝোরা হয়ে সিটং যাচ্ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুপুরে কারমাটে ধসপ্রবণ চড়াই রাস্তা দেখে চালক প্রত্যেককে গাড়ি থেকে নামতে বলেন। সকলে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পরে আচমকা গাড়িটি পিছনের ঢালু রাস্তায় নামতে থাকে। গাড়ি থেকে নেমে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অলকা। সেটার দরজায় ধাক্কা লেগে তিনি প্রায় ২০ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ে যান। তাঁর স্বামী প্রণয় ধর বলেন, 'পাশেই একটি কালভার্টের কাজ চলছিল। সেখানকার শ্রমিকরা ঘটনাটি দেখে দৌড়ে এসে আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করেন।' খবর পেয়ে সেবক ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

এনজেপিতে নয়া

প্রথম পাতার পর

নর্দার্ন রেলওয়ের ফিরোজপুর ডিভিশনের একটা অংশ নিয়ে যদি জম্মু ডিভিশন হতে পারে, তবে এনজেপি কেন নয়, প্রশ্ন উঠেছে। রেল সূত্রে খবর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনেও কোপ পড়ছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেও কোপ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, এনজেপি ডিভিশন হলে এর মধ্যে এনজেপির পাশাপাশি ডালখোলা, কিশনগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, শিলিগুড়ি জংশন, জলপাইগুড়ি রোডের মতো স্টেশনগুলি কাটিহার ডিভিশনের হাতছাড়া হবে। মালবাজার, সেবক, গুলমা সহ বেশ কয়েকটি স্টেশন আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে এনজেপি ডিভিশনে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সিকিমের রংপো স্টেশনও এনজেপির অন্তর্ভুক্ত হবে। 'এর ফলে রেলের প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে শুধু গতিই আসবে না, পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন এই অঞ্চলের মানুষ', বলছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক কর্তা।

টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবিও দীর্ঘদিনের। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া টয়ট্রেন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের ওপর দিয়ে চলাচল করলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধির পা পড়া স্টেশনটি হেরিটেজ স্বীকৃতির বাইরে থেকে গিয়েছে। টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও রেল উদ্যোগ নিচ্ছে। এই বিষয়গুলি উত্থাপনের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসনে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর মেট্রো বা মনোরেল চালানোর দাবিও রেলমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। সময়সাপেক্ষ হলেও এই ক্ষেত্রেও রেলমন্ত্রীর সায় রয়েছে বলে শংকরের দাবি।

বৈষ্ণোর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ির বিধায়ক বেশি রাতে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী ট্রেন চালানোর পাশাপাশি বন্দে ভারত স্লিপার চালানোর দাবি রাখেন। অন্য দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়া এবং সুভাষপল্লির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাগরাকোটে একটি লাইট ভেহিকল ওভারব্রিজ তৈরি।

ডক্টর ইউটিউব

প্রথম পাতার পর

অপারেশনে সিনিয়ার চিকিৎসকের নাম লিখে রাখা হয়। এটা জুনিয়াররা চাপের মুখে করতে বাধ্য হন বলে সূত্রের খবর। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যসচিব নবান্নে বসে যেটা বলছেন, উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলিতে সেটার বাস্তবায়ন হবে তো? উঠছে প্রশ্ন।

মালদা মেডিকেলের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও রায়গঞ্জ থেকে শুরু করে কোচবিহার-উত্তরবঙ্গের বাকি চারটি মেডিকেলে সিনিয়ার ডাক্তারদের ফাঁকিবাজি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বেশিরভাগ সিনিয়ার ডাক্তারই কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকা থেকে এখানকার মেডিকেলগুলিতে কর্মরত রয়েছেন। এই চিকিৎসকদের অনেকেই সপ্তাহে পালা করে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিন করে থাকেন। কোনও বিভাগের চিকিৎসক আবার সপ্তাহে একদিন আসেন, কেউ ১৫ দিনে একবার আসেন। বর্তমানে অধ্যাপক চিকিৎসক সহ অন্যদের উপস্থিতি আধার নম্বর যুক্ত বায়োমেট্রিক প্রযুক্তিতে হওয়ায় অনেকেই কলকাতায় বসেও বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে হাজিরা দিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই ফাঁকিবাজির জেরে শুধু রোগী পরিষেবায় যে প্রভাব পড়ে তেমনটা নয়, কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াদের পঠনপাঠনেও ব্যাঘাত ঘটছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিশেষ করে অর্থোপেডিক এবং সার্জারি বিভাগে সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজি সবচেয়ে বেশি। নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসকও অনিয়মিত। অথচ সবচেয়ে বেশি অপারেশনের রোগী থাকেন অর্থোপেডিক এবং সার্জারিতেই। ফলে সেই অপারেশনগুলি করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে চিকিৎসক পড়ুয়া এসআর, পিজিটিদের ওপরে। সরকারি নিয়ম বলছে, এসআর, পিজিটি অপারেশন করতেই পারেন, কেননা তাঁরা শিক্ষানবিশ। তবে অপারেশন টেবিলে সিনিয়ার চিকিৎসককে উপস্থিত থাকতেই হবে। সেই সিনিয়ারের সামনেই অপারেশন জুনিয়াররা করবেন। কিন্তু সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজির জেরে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ মেডিকেলেই সেই নিয়ম মানা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে অপারেশন হবে কীভাবে? চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, অনেক সময় এসআর, পিজিটিরা মোবাইলে ইউটিউবে অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে দিয়ে সেটা দেখে দেখে রোগীর অপারেশন করছেন। কোথাও ভুল হলেও ফোন করে সিনিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। কেননা হয়তো সিনিয়ারকে ফোন করলে ধমক খেতে হবে, সেই ভয়ে নিজেরাই দায়সারাভাবে অপারেশন করছেন। দেখা যাচ্ছে, এতে একটি অপারেশন করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগছে। যার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে। হয়তো হচ্ছেও, কিন্তু সেটা ধামাচাপা দিতে রোগীর অন্য শারীরিক সমস্যাকে দায়ী করে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি অপারেশনে এস-ওয়ান, এস-টু হিসাবে সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার চিকিৎসকের নাম লিখতে হয়। স্যর না এলেও নির্দেশ মেনে এস-ওয়ানে সিনিয়ারের নাম লিখে দিতে বাধ্য হচ্ছেন জুনিয়াররা। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি মেডিকেল কলেজের সুপাররা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'প্রতিটি অপারেশনেই সিনিয়ারদের উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে।'

প্রথম নীলাঞ্জ

নিউজ ব্যুরো

১৭ জানুয়ারি : দেশের সেরা প্রতিভাদের সম্মান ও উৎসাহদানের লক্ষ্যে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট বিগত কয়েক বছর ধরে আয়োজন করে চলেছে 'অ্যালেন চ্যাম্প'। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে সেরার সম্মান পেল কলকাতার ইয়ং হরাইজনস স্কুলের নীলাঞ্জ পাহাড়ি। প্রথম হওয়ার সুবাদে সে পেয়েছে সুদৃশ্য ট্রফি, শংসাপত্র, নগদ ১ লক্ষ টাকা ও সোনার পদক।

অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি সহ নানা বিষয়ে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের অলিম্পিয়াড হয়ে থাকে। প্রথম সারির অলিম্পিয়াডে যারা প্রথমের দিকে স্থান অর্জন করে, তাদের মূলত দু'বছরের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করে ভারতের সেরা দশজনকে নির্বাচন করে অ্যালেন। এই সেরা দশকে নিয়ে শেষপর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয় রাজস্থানের কোটাতে।

যেন ভয়ের রাজত্বে বাস

প্রথম পাতার পর

বাবলাকে খুনের ১২ দিনের মাথায় আরও এক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই মালদা জেলায়। নিহত কালিয়াচকের এক তৃণমূল কর্মী। কতটা নৃশংস হলে মাথা ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করা যায় ভাবুন তো! ওই ঘটনায় গ্রেপ্তারও হয়েছেন আরেক তৃণমূল নেতা জাকির শেখ। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক, তৃণমূল নেতা সন্দীপ বিশ্বাসও ফোনে খুনের হুমকি পেয়েছেন। বলা হয়েছে, তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হবে।

এসব দেখেশুনে তৃণমূলে এখন থরহরি কম্প। শত্রু যে ঘরেই ওঁত পেতে বসে। কখন যে কে কী করে দেয়, ভাবলে মেরুদণ্ড দিয়ে কার না শীতল স্রোত নামে! এই লেখার সময় কোচবিহার থেকে এক প্রাবন্ধিক মেসেজে জানালেন, কোচবিহারও ক্রমশ তাতছে। তিনি জানালেন, পিছনে সেই দখলদারি, একাধিপত্যের স্বার্থ। কংগ্রেস আমলে যেমন ক্লাবে ক্লাবে খুনোখুনির পিছনে ছিল এই নেতা-সেই নেতার এলাকা দখলের প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার কারণ এখন অনেকটাই ব্যক্তিস্বার্থ।

আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে টিকিট প্রত্যাশী অনেক। দল কাকে বেছে নেবে, তার তোয়াক্কা না করে সবাই চান দল তাঁকে বেছে নিক। বিধানসভা থেকে পুরসভা, পঞ্চায়েত একই চিত্র- দাবি এক, দফা এক, দল আমাকে টিকিট দিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কয়েকদিন আগে দলীয় কর্মীসভায় কোনও লম্বা নেতাকে তাল, নারকেল, সুপারি গাছের সঙ্গে তুলনা করলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না কারও যে, তাঁর নিশানায় দীর্ঘদেহী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। যিনি কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান।

উদয়নের অভিযোগ, ওই লম্বা নেতারা জেলা নেতৃত্বকে ছোট করার চক্রান্ত করেন। ঘরে বসে এখন থেকে প্রার্থীতালিকা তৈরি করছেন। এ ধরনের কথা শুনে কখনও মনে হবে না, উদয়ন ও রবীন্দ্রনাথ একই দলের নেতা। এত বিদ্বেষ যেখানে, সেখানে রাজ্য সরকার তো শাসকদলের নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হবেই। বাবলা খুনের পর জেলায় জেলায় তাই তৃণমূল নেতাদের পুলিশ রক্ষী বাড়ানো হয়েছে।

যাঁদের ছিল না, তাঁদের দেওয়া হয়েছে। কেউ নিতে না চাইলে (যেমন শিলিগুড়ির জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ) জোর করে রক্ষী দিয়েছে পুলিশ। সরকার নেতাদের আগলে রাখার আর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না যে। কলকাতায় গুলি করে খুনের চেষ্টা হয়েছে কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে। চেয়ারম্যান পদ গেলেও পুলিশি নিরাপত্তা চাইছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড মালবাজারের স্বপন সাহা।

কিন্তু পুলিশ রক্ষীতেই বা ভরসা কী! নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ভীত পুলিশ। পাঞ্জিপাড়ায় প্রিজন ভ্যানে বন্দি আসামি গুলি করে দিল পুলিশরক্ষীদের। শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনায় এক বিজেপি নেত্রীর মৃত্যুতে পুলিশের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটরকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হল। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে আসামি গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিগৃহীত হল পুলিশ। রাজ্যের এখানে-ওখানে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, হেনস্তার খবর এখন প্রায় রোজ।

ভাবুন, পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হলে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে বলতে হয়, 'আমাদের কেউ গুলি করলে আমরা চারগুণ গুলি চালাব।' এনকাউন্টারের প্রেক্ষাপট যেন। তাহলে দাঁড়াল কী? শাসকদলের নেতারা সন্ত্রস্ত। পুলিশের সুরক্ষার অভাব। যাঁর যত দাপট, তাঁর তত আতঙ্ক। কারও দাপট মানে অন্য কেউ বঞ্চিত, ব্রাত্য বা কোণঠাসা। সুযোগ পেলে অন্যের দাপটগিরি ঘোচাতে খুনোখুনি করতে পিছপা নয় বঞ্চিতরা।

দাপটের কোমর ভেঙে অন্য কেউ দাপুটে হতে চান দখলদারির লোভে। এ সব জানেন সবাই। বাবলা খুনের পর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বললেন, নরেন্দ্রনাথের মুখে বাবলাকে খুন করার ইচ্ছা আগেই শুনেছেন তিনি। অথচ তিনি বাবলাকে, কিংবা দলকে আগাম সতর্ক করেননি। কেন? জবাব নেই! জবাব নেই বলেই নেতাদের এখন এত উদ্বেগ! মানুষ তার সুরক্ষার কথা বলবে কাকে?

হত তরুণ

নকশালবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোতে এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় জখম মহম্মদ সহিল () শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মারা গেলেন। বৃহস্পতিবার তিনি বন্ধুর সঙ্গে বাইকে পানিট্যাঙ্কি থেকে নকশালবাড়ি ফিরছিলেন। এসময় ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বাইকটি। দুজনেই গুরুতর জখম হন। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে সহিলকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ ৩২৭ই জাতীয় সড়কে মহাদেবদিঘি চকের কাছে নাকা চেকিংয়ের সময় চারচাকার গাড়ি থেকে ২০৮.৮৭৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের দাবি, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার জানিয়েছেন, পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মদ উত্তরবঙ্গের থেকে বিহারে পাচার করা হচ্ছিল।

চুল কেটে

প্রথম পাতার পর

ওই তরুণের অভিযোগ, 'এই কথাবার্তার মাঝেই প্রান্তিক আমাদের আরও এক বন্ধু ময়ূখকে ফোন করে। এরপর প্রান্তিকের বাড়ির বাইরে থেকে বের হতেই ময়ূখ ও প্রান্তিক আমার ওপর চড়াও হয়ে যায়। মারধর করার পাশাপাশি ময়ূখ আমার মাথার দুই পাশের চুলও কেটে দেয়।'

এমন ঘটনায় মানসিকভাবে তরুণটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁর পরিবারের বক্তব্য। এ কারণেই বুধবারের ঘটনা হলেও ওই তরুণ শুক্রবার বিটেক পড়ুয়া ময়ূখ ও বেসরকারি সংস্থার কর্মী প্রান্তিকের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত দুজন ভক্তিনগর থানা এলাকারই বাসিন্দা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় স্পষ্ট, ঋণের জালে যেমন জড়াচ্ছে সাধারণ মানুষ, তেমনই প্রভাব ফেলছে ছোটবেলার বন্ধুত্বেও।

ইতিহাসচর্চার বইয়ে ব্রাত্য উত্তর

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ফের উত্তরবঙ্গের কপালে জুটল বঞ্চনার তকমা। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ২৮০৩ পৃষ্ঠার প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চা বিষয়ক বইয়ে অনুল্লিখিত রইল উত্তরবঙ্গের চা বাগান, পর্যটন, বন ও তামাকের ইতিহাস। এটা অনভিপ্রেত বলে মনে করেন ইতিহাসবিদ তথা এমিরেটাস প্রফেসর ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব দেন। শুক্রবার প্রসন্নদেব মহিলা কলেজে তিনদিনের পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের অধিবেশনের উদ্বোধন করে তিনি এমন কথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সঙ্গে তাঁর ৩৮ বছর যোগসূত্রের কথা তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠানটি তৈরির অন্যতম কারিগর ইতিহাসবিদ গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেও তাঁর দাবি। প্রবীণ অধ্যাপকের আক্ষেপ, বঙ্গদেশে যত বই প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ইতিহাস গুরুত্ব পায়নি। তিনি তিস্তা বিধৌত বঙ্গ ও বঙ্গদেশের সম্প্রীতি সুদৃঢ় করায় জোর দেন। এ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ রয়েছে বলে তাঁর দাবি। চলতি অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক পেপার পড়া হচ্ছে। তাঁর মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে এই প্রথম জলপাইগুড়িতে ইতিহাস সংসদের এমন আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য থেকে ৩৫০ জন ইতিহাসবিদ ও গবেষক সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেও বিদগ্ধ অধ্যাপকরা এতে যোগ দিয়েছেন।'

ডঃ নীলাংশুশেখর দাসের কথায়, 'এমন অধিবেশন ইতিহাসচর্চার মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। বিষয়টিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে।' এখানে ১১ জন অধ্যাপক নিজ নিজ গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। অধিবেশনে চা বিষয়ক চারটি পেপার রয়েছে বলে তিনি জানান।

মানবসভ্যতার মাঝে দেওয়াল অপসারণ জরুরি। গভীর ইতিহাসচর্চার মাধ্যমেই এটি সম্ভব বলে মনে করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অরবিন্দ সামন্ত। বিরসা মুন্ডা'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিরসা জমি-জঙ্গলের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলেন। এটা ন্যায্য দাবি।'

ইতিহাস গবেষক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, স্থান, কাল, পাত্র দ্রুত পরিবর্তনশীল। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মধুসূদন পুরস্কার ভূষিত কবি বিজয় দে, প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি তপনকুমার মিত্র, অধ্যক্ষ সামাপ্তি সাহা, ইতিহাসবিদ রূপন সরকার, অচিন্ত্যকুমার দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সেরা ইতিহাস প্রবন্ধকারদের পুরস্কৃত করা হয়। অধিবেশনে 'প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ ও উত্তরবঙ্গ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, অধ্যাপিকা সুতপা সিনহা। তার আগে 'প্রাচীন ভারত' নিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজিৎ পালিত, 'মধ্যযুগের ভারত' প্রসঙ্গে সাথী বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন।

প্রসন্নদেব মহিলা কলেজে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের অধিবেশন।

ছোট্ট তারা

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী পিউসি রায় পড়াশোনার পাশাপাশি নাচেও পারদর্শী। বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ১ নম্বর জিএসএফপি স্কুলের এই খুদের প্রতিভায় খুশি শিক্ষকরা।

মেলোড্রামা এখন অতীত

গৃহিণীদের মন ব্লগে

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

কয়েকদিন আগেও সন্ধে হলে রিমোট হাতে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে পড়তেন গৃহিণীরা। তবে ইদানীং এই ছবিটা খানিক বদলেছে। টেলিভিশন ছেড়ে এখন মহিলাদের মন ব্লগে। মুঠোফোনে একের এক পর এক ব্লগ দেখে চলেছেন মা-কাকিমারা। এর ছাপ এসে পড়েছে গৃহিণীদের সান্ধ্য আড্ডাতেও। সেই আড্ডায় উঁকি দিলেন **পারমিতা রায়**

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : অনুপমার পরিবারে আজ কী হয়েছে। কীভাবে নিজের পরিবারকে রক্ষা করল সে। মিঠাইয়ের সংসারেই বা কী চলছে। অনেকের কাছেই এই নামগুলি অপরিচিত ঠেকলেও গৃহিণীদের জিজ্ঞেস করলে গড়গড় করে বলে দেবেন অনুপমা, মিঠাইদের যাবতীয় গল্প। এরা সবাই বাংলা ধারাবাহিকের জনপ্রিয় চরিত্র।

একটা সময় রান্নাঘর থেকে বসার ঘর, ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে আসার পরে আড্ডা, এমনকি ফ্যামিলি গেট টুগেদারেও ধারাবাহিকের চরিত্ররা হয়ে উঠত গৃহিণীদের আলোচনার বিষয়। এখন সেই আলোচনা একেবারে যে নেই, তা নয়। তবে ধীরে ধীরে মহিলাদের আড্ডায় জায়গা করে নিচ্ছে ব্লগ।

সারাদিন ব্লগাররা কী করলেন। বাচ্চাদের সঙ্গে কীভাবে সময় কাটল। কী রান্না হল ঘরে। সবই ব্লগের বিষয়বস্তু। পপি কিচেনের বাটা মশলা দিয়ে স্পেশাল দেশি মুরগির ঝোল বানানোর ভিডিও দেখে বাড়িতেই এই পদ রান্নার চেষ্টা করলেন শিলিগুড়ির মঞ্জু রায়। প্রায়দিনই ব্লগে নানা ধরনের রান্না দেখে সেটা বাড়িতে 'ট্রাই' করেন তিনি। আর তাতে খুশি বাড়ির অন্যরাও। মঞ্জুর মেয়ে প্রিয়াংকা রায় বলছিলেন, 'আগে মায়ের নেশা ছিল সুদীপ্তার রান্নাঘর দেখার। এখন হয়েছে পপির কিচেন। দক্ষিণ ভারতীয় এক ব্লগারের রান্নার ভিডিও দেখেন মাঝেমধ্যেই। সেই সুবাদে আমারও নিত্যনতুন খাবার জুটে যাচ্ছে।'

ব্লগের আবার রকমফের রয়েছে। ডেইলি, ফুড, ট্রাভেল, লাইফস্টাইল, জুয়েলারি, পোশাক কত কি। টিভি-সিরিয়ালের কিছু চরিত্র যেমন মা-কাকিমাদের জীবনে ছাপ রাখে, জুড়ে যায় আবেগের সঙ্গে, তেমনই ব্লগের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কিছু পেজ কিংবা নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি 'ইনফ্লুয়েন্স' করে চলেছেন গৃহিণীদের। এই যেমন 'পপির কিচেন'-এর নতুন রেসিপি। কিংবা 'প্রবাসী ঘরকন্না'র ভিডিও।

দিনকয়েক আগেও হিরোর কথায় যখন মিঠাই কাঁদত, তা দেখে নিজের চোখের জল আটকে রাখতে পারতেন না অনেক মহিলা। শুধু কি কান্না? ধারাবাহিকের চরিত্ররা কেমন পোশাক পরেন, তা খুঁটিয়ে দেখে নিজের জন্যও তেমনই পোশাক কেনার হিড়িক পড়ে যেত। বাহা শাড়ির কথা কেউ ভোলেননি নিশ্চয়ই। এখন ব্লগারদের 'সাজেশন' শুনছেন অনেকেই। পোশাক, গয়না, খাওয়াদাওয়া, কসমেটিক্স এমনকি কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়, সেখানেও ব্লগারদের 'টিপস' অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন মহিলারা।

শিলিগুড়ির মৌ চন্দ বিকেল পাঁচটা বাজলেই বসে পড়তেন রিমোট হাতে। একদিন সিরিয়াল 'মিস' হলেই পরেরদিন দুপুরে সেটা দেখার জন্য উদগ্রীব থাকতেন তিনি। তবে এখন তাঁর সিরিয়াল দেখার নেশা কমেছে। তিনিই বলছিলেন, 'এখন ফোনে নানা ধরনের ব্লগ দেখি। যদিও এই নেশা মেয়ের থেকে এসেছে। ওকে দেখতাম অনেক মেকআপ আর্টিস্টের ব্লগ দেখত। সেই থেকে আমিও দেখা শুরু করি।'

শুধুমাত্র মাঝবয়সি গৃহিণীরাই ব্লগে মেতেছেন এমনটা কিন্তু নয়। কমবয়সি থেকে শুরু করে সত্তরোর্ধ্বরাও আজকাল 'হেল্লো গাউজ' শুনতে অভ্যস্ত।

বিদেশে বসে একজন বাঙালি মহিলা কীভাবে জীবন কাটাচ্ছেন? সেই জীবনযাত্রাই মুঠোফোনে নিয়মিত দেখে চলেছেন গৃহিণীরা। শহরের বাসিন্দা অন্তুষা সাহার কথায়, 'এখন তো প্রিয় অভিনেত্রী, গায়ক সবার জীবনযাপন দেখার সুবিধা রয়েছে। এই সমস্ত ব্লগ দেখে অনেক কিছু শেখা যায়।'

রকমফের

ডেইলি, ফুড, ট্রাভেল, লাইফস্টাইল, জুয়েলারি, পোশাক সহ নানা ধরনের ব্লগে মজেছেন গৃহিণীরা

ব্লগারদের দেওয়া 'টিপস' অনেকেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন

শীতের 'অভিশাপ' থেকে মুক্তির আশা

ভবঘুরেদের আস্তানা গড়বে পুরনিগম

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : শীত কারও কাছে আবেগ। কারও কাছে ভ্রমণের মরশুম। কিন্তু সেই শীতই কিছু মানুষের কাছে 'অভিশাপ'। দিনেরবেলাটা কোনও মতে কেটে গেলেও রাত যেন বিভীষিকা। শহর যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, সেই মানুষগুলোর মনের ভেতরে শুরু হয়ে যায় দুশ্চিন্তা। কেমন দুশ্চিন্তা? আজ কোথায় রাতটা কাটাব। ঠান্ডায় ঘুম আসবে তো। সঙ্গে যা আছে তা দিয়ে শীত মানবে তো! শহরের ভবঘুরেদের এখন এই দুশ্চিন্তাই গ্রাস করছে প্রত্যেকদিন।

তবে এবার এই ভবঘুরেদের কষ্টের কথা মাথায় রেখে নতুন পরিকল্পনা করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের টিবি হাসপাতালের পাশে তৈরি হবে বহুতল। প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠবে ভবঘুরেদের আস্তানা। এখানে একসঙ্গে প্রায় ১০০ জন থাকতে পারবেন। এপ্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'যাঁদের মাথার ওপর ছাদ নেই, রাতে ঠান্ডায় কষ্ট পান তাঁদের জন্যই এই পরিকল্পনা। সম্প্রতি বোর্ড মিটিংয়ে অনুমোদন হয়ে কাজ প্রায় শুরুর পথে।' ভবঘুরেদের জন্য এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে শুনেই মুখে কিছুটা হাসি ফুটেছে শিবুর। বলছিল, 'এমন হলে তো আমাদের অনেক সমস্যাই মিটে যাবে।'

বর্তমানে শহরে রাতের ছবিটা কেমন? দুটো এলাকার কথা বলা যাক। রাত ১২টা। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের বাইরে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কুয়াশাচ্ছন্ন চারপাশ। কনকনে শীতে ফুটপাথের এক কোণে কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। তাঁর পাশে ছেঁড়া কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে এক কিশোর। ঠান্ডা বাতাস তাঁদের শরীরে বিদ্যুতের মতো প্রভাবিত হচ্ছে। হঠাৎ সেই কিশোর বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছেঁড়া কাঁথায় আর শীত মানছে না। খুব কষ্ট হচ্ছে ঠাম্মা!' বৃদ্ধার চোখের জল অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

কী উদ্যোগ

- ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে টিবি হাসপাতালের পাশে তৈরি হবে বহুতল
- প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠবে ভবঘুরেদের আস্তানা
- এখানে একসঙ্গে প্রায় ১০০ জন থাকতে পারবেন

চলে আসা যাক এয়ারভিউ মোড়ে। রাস্তার ধারে শুয়ে রয়েছে বছর আটের এক শিশু। কাছেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়। সেখানে ছেঁড়া বস্তা পেতে শুয়ে আরেক শিশু। বয়স ৯ কি ১০ হবে। দুজনেই কাঁপছে। যেন ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই। তাদের অস্ত্র ছেঁড়া কাঁথা, সঙ্গে দুটো বস্তা। তা দিয়েই গুটিশুটি মেরে শুয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। তবে এই অসম লড়াইয়ে তারা শেষমেশ জিতবে কি না কে জানে।

এমনিতে শহরের ভবঘুরেরা কেউ সারাদিন কুড়োনির কাজ করেন। কেউ আবার ট্রাফিক সিগন্যালে ভিক্ষা করে পেট চালান। কারও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এমনই যে কিছুই করতে পারেন না। তবে দিনটা কোনওমতে কেটে গেলেও রাতটা সকলের জন্য কষ্টকর।

বছর দশের রাজু সারাদিন প্লাস্টিক কুড়িয়ে পেটে দুটো ভাত জোগায়। হতাশার সুরে বলল, 'রাত হলে ফুটপাথটাই আমার ঘর। মা-বাবা নেই। আর কোথায় যাব।' কথাগুলো বলেই ফের নিজের কাজে মনোনিবেশ করল রাজু।

সবিতা দাসের বয়স ৭০। পরিবারে কেউ নেই। বলছিলেন, 'রাস্তায় ঘুরে ঘুরেই দিন কাটে আমার। দুই বছর আগে কয়েকজন এসে একটা কম্বল দিয়ে গিয়েছিল। সেটাই আমার ভরসা। তবে যা পরিস্থিতি, আরও একটা কম্বল হলে ভালো হয়।' শিলিগুড়ি জংশন থেকে এনজেপির ওভারব্রিজ, সর্বত্র দেখা মিলবে এই ভবঘুরেদের।

পুরনিগমের নয়া উদ্যোগের কথা এখনও অনেকেই জানেন না। যতদিন না বহুতল নির্মাণ হচ্ছে, ততদিন শীতে হয়তো এভাবেই রাত কাটাতে হবে ভবঘুরেদের। তবে এই উদ্যোগে যে তাঁদের রাত-যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলবে, সেই ব্যাপারে আশাবাদী পুরনিগম।

ট্যালেন্ট হান্ট সিজন ৩

নিউজ ব্যুরো

১৭ জানুয়ারি : এবছরের ট্যালেন্ট হান্ট সিজন ৩ দোরগোড়ায়। আয়োজনে ইউনিভার্সাল স্টেপ ইন ডান্স অ্যাকাডেমি। এই প্ল্যাটফর্মে উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভাকে মেলে ধরতে পারবেন এবং জাতীয় স্তরে নিজেদের ছাপ ফেলবেন। ট্যালেন্ট হান্টের তৃতীয় সিজন আয়োজনে সহযোগিতা করছে শিলিগুড়ির হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং দিল্লি পাবলিক স্কুল। প্রতিযোগিতার ক্যাটিগোরিতে রয়েছে গান, নাচ, আঁকা এবং মডেলিং। এপ্রিলে গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিচারকের আসনে থাকবেন বলিউডের স্বনামধন্য কোরিওগ্রাফার গীতা মা। তিনিই সেরার মাথায় জয়ের শিরোপা তুলে দেবেন। এবছর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে প্রতিভাবানদের খুঁজে নেওয়া হবে। আয়োজকদের কথায়, এটা প্রতিযোগিতার থেকেও বেশি। উত্তরবঙ্গের প্রতিভাকে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরার একটা বড় সুযোগ।

টিকাকরণ

ইসলামপুর, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার ইসলামপুর পুরসভার পাঁচটি ওয়ার্ডে দেড় শতাধিক পথকুকুরের জন্য টিকাকরণ শিবির হয়। পুরসভা ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। ইসলামপুর পার্ক মোড় এলাকায় পথকুকুরদের নেটে জড়িয়ে ভ্যাকসিন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথ বলেছেন, 'এদিন ১৫০টির বেশি পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। মোট পাঁচটি ওয়ার্ড নিয়ে এদিন কাজ হয়েছে।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে শহরে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। তারপরেই নড়েচড়ে বসে পুরসভা।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বোতল কোম্পানি মোড় এলাকার এক মহিলা পূজা নন্দী দাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া স্বামী দীপক দাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। শুক্রবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূজার ঝুলন্ত দেহ শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। এরপরই তাঁর ওপর শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার থেকে শুরু করে সালিশির একাধিক ঘটনা সামনে আসে। বৃহস্পতিবার রাতে দীপককে বোতল কোম্পানি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

চিত্র সাংবাদিক

শিলিগুড়িতে চিত্র সাংবাদিক পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২২ জানুয়ারি (২০২৫)-এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন চিত্র সাংবাদিক

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বাসে পড়ুয়াদের 'মহাকাশ ভ্রমণ'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : সকাল তখন ১০টা। পাতিকলোনি কবি সুকান্ত হাইস্কুলে শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী। নিউ কলোনি বয়েজ ক্লাবের মাঠে এসে দাঁড়াল পেল্লায় একটা বাস। তারপর শিক্ষকদের মধ্যে ব্যস্ততা বেড়ে গেল। পড়ুয়াদের লাইন করে দাঁড়াতে বললেন তাঁরা। একে একে বাসে উঠবে সবাই। সবার চোখেমুখে উদ্দীপনার ছাপ। এরই মাঝে এক পড়ুয়ার ফিশফিশ কানে এল, 'কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে?' প্রশ্ন শুনে 'স্মার্ট' সহপাঠী ফিশফিশিয়ে জবাব দিল, 'ধুর বোকা, এখানে স্পেস দেখা যায় রে'।

শুক্রবার ওই স্কুলে যে বাসটি আনা হয়েছিল তা হল 'স্পেস অন হুইল'। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই বাস যেন আস্ত একটা মিনি মহাকাশ মিউজিয়াম। কী নেই সেখানে? চন্দ্রযান-১'এর ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য, কীভাবে সেটি পাড়ি দিল মহাকাশে, এমন নানা গল্প থুড়ি বাস্তব অভিযান মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হল পড়ুয়াদের সামনে।

এদিন পড়ুয়াদের ইন্ডিয়ান রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম সম্পর্কে বোঝানো হয়। অনেকেই প্রথমে 'উরিবাবা' বলে মাথার ওপর দিয়ে যাওয়ার ভয় পেলেও পুরো বিষয়টি সহজে বন্ধুর মতো করে বুঝিয়ে দিলেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কলেজের দাদা-দিদিদের কথা মন দিয়ে শুনল কচিকাঁচারাও।

সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ষষ্ঠ সিমেস্টারের ছাত্রী খুশি ওরাওঁ বলেন, 'স্কুল পড়ুয়ারা খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কাছে মহাকাশ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে। এ ধরনের কর্মসূচিতে আমি প্রথমবার অংশ নিলাম। আমাদের কলেজ থেকে একটা টিম এসেছে। একেকজন একেকটি স্পেস মডেল ব্যাখ্যা করেছে পড়ুয়াদের।'

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

- শুক্রবার পাতিকলোনি কবি সুকান্ত হাইস্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়
- স্কুলের ২৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে মডেল প্রদর্শনী হয়েছে
- স্কুলে আনা হয়েছিল 'স্পেস অন হুইল' বাস
- সেখানে স্কুল পড়ুয়াদের মহাকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা

ওই স্কুলের সিলভার জুবিলি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের সূচনায় বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মসূচি রাখা হয়েছিল। বহু স্কুল তাতে অংশ নেয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অওধ সিংহল। তিনিও বেশ উৎসাহের সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'পড়ুয়ারা নিত্যনতুন ভাবনা দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি করেছে। খুবই প্রশংসনীয়। তবে এই ভাবনার পিছনে থাকা বিজ্ঞান নিয়ে তাদের আরও জানতে হবে।'

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে অনেকেই প্রাণ হারান। এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কী করণীয়? শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আরিয়ান বিশ্বাসের তৈরি 'অ্যালকোহল সেন্সর' মডেল এ ব্যাপারে একটা সমাধান দিতে পারে বলে তার দাবি।

আরিয়ানের কথায়, 'যদি কেউ মদ্যপ অবস্থায় গাড়িতে ওঠে, তাহলে আমার বানানো সেন্সর সেটা বুঝে যাবে। তারপর গাড়ি স্টার্ট নেবে না।'

পড়ুয়াদের বানানো এমন নানা মডেল সকলের নজর কেড়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষিন বিশ্বাস জানালেন, ২৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে এদিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এক কথায় বলাই যায়, সবমিলিয়ে একটা অন্যরকম দিন কেটেছে ওই স্কুলে প্রত্যেকের।

কবি সুকান্ত হাইস্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে পড়ুয়াদের মডেল উপস্থাপন। শুক্রবার। ছবি : তপন দাস

রংদার রোববার

নচিকেতা ১০০

হিট গানের নিরিখে বাংলা ছবির সফলতম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জুটিতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুপারহিট গান। নচিকেতার শতবর্ষ এই জানুয়ারির ২৮ তারিখ। এবার প্রচ্ছদে সেই স্মরণীয় সুরকার।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সুপর্ণকান্তি ঘোষ, অলক রায়চৌধুরী, শান্তনু বসু ও অভীক চট্টোপাধ্যায়

ছোটগল্প : সুভান

নিবন্ধ : জ্যোতিভূষণ চাকী ১০০। তাঁর শেষ জীবন নিয়ে রূপেন্দ্র দাস

কবিতা : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, রেবা সরকার, সুদীপ চৌধুরী, মাধবী দাস, অপর্ণা বিশ্বাস মজুমদার, সাহানুর হক ও বর্ণালী দাসকুণ্ডু

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

দশ দফা কড়া দাওয়াই বোর্ডের

নিয়ম ভাঙলে ঋষভদের আইপিএল খেলাতেও কোপ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : ইঙ্গিত ছিল।

সেটাই ঘটতে চলেছে শেষপর্যন্ত। শৃঙ্খলা ফেরাতে দশ দফা আচরণবিধি আনছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে খেলোয়াড়রা কী করতে পারবেন, আর কী পারবেন না। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কাটছাঁট হচ্ছে পরিবারের সঙ্গে সফরে যাতায়াত, অতিরিক্ত লাগেজেও। আর নিয়ম ভাঙলেই কড়া শাস্তি।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পর থেকে নানান কথা সামনে আসছে। বোর্ডের রিভিউ বৈঠকে খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। যার প্রেক্ষিতেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের কড়া অনুশাসনে বাঁধতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নিয়ম অমান্য করলে রেয়াত করা হবে না। আইপিএলের দরজা পর্যন্ত বন্ধ হতে পারে বিরাট-রোহিতদের জন্য। কাটা যাবে বার্ষিক চুক্তির অর্থ এবং ম্যাচ ফি-র অঙ্কও। নিয়ম অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকলে আগাম অনুমতি নিতে হবে প্রধান নির্বাচক বা কোচের।

সফরে পরিবার নিয়ে যাওয়ার রীতি নতুন নয়। তবে বিরাটের মতো কেউ কেউ স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আলাদা হোটেলে ওঠেন। আলাদা গাড়িতে প্র্যাকটিসে আসা, আগেভাগে চলেও যান কেউ কেউ। যার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে। খবর, গত রিভিউ মিটিংয়েই ১০ দশা আচরণবিধি তৈরি করা হয়েছে। শীঘ্রই যা কার্যকর হতে চলেছে।

বোর্ডের ১০ দফা আচরণবিধি

ঘরোয়া ক্রিকেট
জাতীয় দল এবং কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আসতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা আবশ্যিক। কোনও কারণে তা সম্ভব না হলে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

সফরে পরিবার
দলের সঙ্গে থাকতে হবে। ম্যাচ, অনুশীলনেও দলের সঙ্গে যাতায়াত করতে হবে। পরিবারের সঙ্গে আলাদা হোটেলে থাকা বা যাতায়াত করা যাবে না।

লাগেজ
৩০ দিনের বেশি সফরে গেলে ক্রিকেটাররা ৫টি ব্যাগ নিতে পারবেন। এর মধ্যে দুটি ক্রিকেট সরঞ্জামের ব্যাগ। যার মোট ওজন ১৫০ কেজির বেশি হবে না। ৩০ দিনের কম হলে চারটি ব্যাগ, ১২০ কেজি ওজন নিতে পারবেন।

ব্যক্তিগত সহকারী
নিজেদের ম্যানেজার, নিরাপত্তারক্ষী, রাঁধুনি নিয়ে যাওয়া যাবে না। নিতে হলে বোর্ডের আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক।

ব্যাগ যাবে সিওই-তে
বাড়তি সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত জিনিস নিতেও আগাম অনুমতি লাগবে। সফরের আগে তা পাঠাতে হবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই)। এর খরচ বহন করতে হবে খেলোয়াড়দেরই।

অনুশীলন
দলের সঙ্গে নির্ধারিত সময়েই অনুশীলনে আসতে হবে। আগে চলে যাওয়া বা আলাদাভাবে যাওয়া যাবে না।

শুটিং নয়
সফরের মাঝে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে কাজ করা যাবে না। বরদাস্ত করা হবে না কোনওরকম শুটিং।

সফরে পরিবার
৪৫ দিনের সফরে ২ সপ্তাহের বেশি পরিবার থাকতে পারবে না। কখন আসতে পারবে, তা ঠিক করে দেবেন কোচ, অধিনায়ক ম্যানেজাররা। এই সময়ের খরচই শুধুমাত্র বোর্ড বহন করবে। পরিবার ছাড়া বান্ধবী বা অন্য কাউকে সফরসঙ্গী করা যাবে না।

বোর্ডের কাজে
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিভিন্ন শুটিং, বিজ্ঞানে ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। থাকতে হবে বোর্ডের অনুষ্ঠানেও।

সফরের শেষপর্যন্ত
ইচ্ছেমতো সফরের মাঝপথে ফেরা যাবে না। পুরো সফরেই থাকতে হবে।

১০ দফা না মানলে

আইপিএলে কোপ : আচরণবিধি ভাঙলে আইপিএলে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

বার্ষিক চুক্তি : বার্ষিক চুক্তির অর্থ কাটা হতে পারে জরিমানাস্বরূপ।

ম্যাচ ফি : নিয়ম ভাঙলে ম্যাচ ফি-র অংশেও কোপ পড়বে।

ভারতীয় ক্রীড়ার সর্বোচ্চ সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার নেন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ, প্যারা অলিম্পিকে সোনাজয়ী হাই জাম্পার প্রবীণ কুমার এবং অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী শুটার মনু ভাকের (উপরে বাঁ দিক থেকে)।

আজ দল ঘোষণা, ঘাড়ে ব্যথা বিরাটের

রোহিতের নেতৃত্বেই মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : জল্পনায় ইতি।

রোহিত শর্মার ওপরই আস্থা রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হিটম্যানের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে নামবে ভারত। তার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজেও নেতৃত্বের বাগডোরও সামলাবেন হিটম্যানই।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এদিন যা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন। প্রাথমিকভাবে রবিবার নির্বাচনি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বদলে আগামীকালই দল বাছতে বসবেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ঘোষণা করা হবে ইংল্যান্ড সিরিজের ওডিআই দল।

অধিনায়ক হিসেবে যে বৈঠকে থাকবেন রোহিত শর্মা। আজ তা পরিষ্কার করে দিয়েছে বোর্ড। দল নির্বাচনের পর অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক মুখোমুখি হবে সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

বোর্ডের যে বিজ্ঞপ্তিতে রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে সংশয় দূর। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ। ২৩ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। সম্প্রতি রোহিতের অফফর্মের কারণে গত কয়েকদিন ধরে নানান জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। আজ যে জল্পনায় ইতি।

নেতৃত্বের ইঙ্গিতের মাঝেই রোহিত ব্যস্ত প্রস্তুতিতে। এদিন লম্বা সময় ব্যাটিং অনুশীলন সারলেন। নবি-মুম্বইয়ের রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্কে নৈশালোকের যে প্র্যাকটিসে রোহিতের সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া। অধিনায়ককে ব্যাটিং প্রস্তুতি দিতে দীর্ঘদিন বোলিং করতে দেখা গেল পেস-অলরাউন্ডারকে। লেট কাট, পুল শটে বাড়তি নজর দিলেন হিটম্যান।

অবশ্য রোহিত রনজি ম্যাচ খেলবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি। ২৩ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পরবর্তী ম্যাচ। রনজি দলের সঙ্গে কয়েকদিন আগে অনুশীলন করলেও ওই ম্যাচে এর জন্য ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। যার জেরে রনজি প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ।

দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) এক কর্তা জানিয়েছেন, কোহলির ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে। ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি শুরু ম্যাচে হয়তো খেলতে পারবেন না। নির্বাচকরা সরকারিভাবে ঘোষণার পরই

নবি মুম্বইয়ে প্র্যাকটিসে রোহিত শর্মার সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া।

হিটম্যান নামবেনই বলা যাচ্ছে না। ধোঁয়াশা ১৩ বছর পর বিরাট কোহলির রনজি কামব্যাক নিয়েও।

ঋষভ পন্থের নেতৃত্বে দিল্লিও একই দিনে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে নামবে। যদিও সেই ম্যাচে খেলা নিয়ে এখনও সম্মতি মেলেনি বিরাটের থেকে। এর মধ্যে নতুন চিন্তা তৈরি হয়েছে বিরাটের ঘাড় নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শোনা যাচ্ছে, বিরাটের ঘাড়ে ব্যথা। পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

অবশ্য কীভাবে চোট লাগল তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে কোনও চোটের খবর ছিল না। দেশে ফেরার পর মাঠমুখোও হননি। তবে অনেকের মতে, কয়েকদিন বিশ্রামে ব্যথা কমে যাবে। সেক্ষেত্রে রাজকোটে সৌরাষ্ট্র ম্যাচের আগে সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দিতে অসুবিধা হবে না। তবে বিরাট ঠিক কী চাইছেন, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।

সরফরাজ-ইস্যুতে তোপ গম্ভীরকে

গ্রেগ-জমানার ছায়া দেখছেন হরভজন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : গ্রেগ চ্যাপেল জমানার স্মৃতি উসকে দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর! ব্যর্থতা, বিতর্ক, অভিযোগের ফিরিস্তি, ক্রিকেটারদের হেডমাস্টারসুলভ ছড়ি ঘোরানো---কারও কারও অভিযোগ, গুরু গ্রেগকেও টেক্কা দিচ্ছেন গম্ভীর।

সরফরাজ খান-ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে হরভজন সিংয়ের গলাতেও সেই সুর। প্রাক্তন অফস্পিন তারকার মতে, বর্তমানে ভারতীয় দলের সাজঘরের যা হচ্ছে, যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, পরস্পরের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে, তা ২০০৬-’০৮ সালের গ্রেগ চ্যাপেল জমানাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। প্লেয়ারদের বুঝতে হবে ওকে। একইভাবে খেলোয়াড়রা বুঝবে কোচকে। তবেই কোচ-খেলোয়াড়ের রসায়ন তৈরি হবে। নাহলে সুফল মিলবে না। ২০০৬-’০৮ সালে গ্রেগ চ্যাপেল কোচ থাকাকালীন দেখেছি কীভাবে সাজঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা চলছিল। আর এটাই মূল কারণ ভিতরের এত খবর প্রকাশ্যে আসার। বোর্ডের বৈঠকের খবরও পর্যন্ত প্রকাশ্যে চলে আসছে? কীভাবে এটা সম্ভব?’

হরভজন আরও বলেছেন, ‘সমস্যা যা থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রতি বাড়িতেই সমস্যা, ঝামেলা থাকে। কিন্তু তা বাইরে আসা মানে বাড়ির বদনাম। অথচ, গত ৬-৮ মাসে প্রচুর কিছু কানে আসছে। গম্ভীর নাকি দাবি করেছে সরফরাজ সাজঘরের খবর সংবাদমাধ্যমের কাছে ফাঁস করেছে।

> সমস্যা যা থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রতি বাড়িতেই সমস্যা, ঝামেলা থাকে। কিন্তু তা বাইরে আসা মানে বাড়ির বদনাম।
>
> **হরভজন সিং**

অথচ, এদিন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন! তাহলে কে ঠিক কথা বলছেন?’

হরভজনের মতে, হেডকোচ হিসেবে কোনও তরুণ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বোর্ডের কাছে অভিযোগ করা মোটেই শোভনীয় নয়। যদি সত্যিও হয়, খবরটা শোনার পর সরফরাজের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারত। কড়া ধমক দিয়ে সতর্ক করে দিলেই হত। পুনরাবৃত্তি ঘটত না। পরবর্তী সময়েও ভারতীয় দলের হয়ে খেলবেন সরফরাজ। কোচ-খেলোয়াড়ের সম্পর্কের সমীকরণ তখন কী দাঁড়াবে?

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, ‘গত কয়েক সপ্তাহ ভারতীয় ক্রিকেট মহলের আলোচনার কেন্দ্র অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের ব্যর্থতা। সঙ্গে প্রতিদিন সাজঘরের নিত্যনতুন কাহিনী বাইরে আসা। সরফরাজ যদি ভুল করে থাকে, তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরে আপনি (গম্ভীর) কোচ ছিলেন। উচিত ছিল তখনও ওর সঙ্গে বসে মিটিয়ে নেওয়া। মাথায় রাখা উচিত ছিল সরফরাজ তরুণ প্রতিভা। সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।’

এদিকে, বিদেশ সফরে টিমহোটেল ছেড়ে পরিবার নিয়ে আলাদা হোটেলে ওঠা নিয়ে তোপ দাগলেন ইরফান পাঠান। লক্ষ্য বিরাট কোহলি হলেও নাম নিতে নারাজ। ইরফান জানান, অতীতে মহাতারকাও দলের সঙ্গে একই হোটেলে উঠতেন। তাহলে এখনই কেন অনুমতি দেওয়া হয়? ইরফানের যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় একজন দাবি করেন, রাখঢাক না রেখে বিরাটের নামটা বলতে। উত্তরে ইরফানের সাফ জবাব, না না, বিরাটকে নিয়ে কিছু বলতে চান না।

চতুর্থ রাউন্ডে জকোভিচ, আলকারাজ

জয় দিয়ে শুরু বোপান্নাদের

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাককে। ম্যাচের ফলাফল ৬-১, ৬-৪, ৬-৪।

নোভাকের মতোই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভও সহজ জয় পেয়েছেন। তিনি ইংল্যান্ডের জ্যাকব ফ্রানলেকে হারিয়ে দিয়েছেন ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ ফলে।

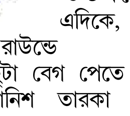

এদিকে, তৃতীয় রাউন্ডে জিততে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজকে। তিনি পর্তুগালের নুনো বর্জেসকে পরাজিত করেছেন ৬-২, ৬-৪,৬-৭(৭-৩),৬-২ ফলে।

অন্যদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে জিতেছেন প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। তিনি সুইৎজারল্যান্ডের ক্লারা টাউসনের বিরুদ্ধে ৭-৬(৭-৫),৬-৪ ফলে জয় পেয়েছেন। তৃতীয় বাছাই কোকো গফ কানাডার লেলা ফার্নান্ডেজকে ৬-৪, ৬-২ ফলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন। তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াক ওভার পেয়েছেন নাওমি ওসাকা।

মেলবোর্নে পুরুষদের ডাবলস থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা রোহন বোপান্না। তবে মিক্সড ডাবলসে আশা জিইয়ে রাখলেন তিনি। শুক্রবার চিনের ঝ্যাং সুয়াইয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে নেমে প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন। তাঁরা ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিক ও ফ্রান্সের ক্রিস্টিনা মানেডোভিক জুটিকে হারিয়েছেন ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে।

চার সেটের লড়াইয়ে জিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

ভারত সফরের স্মৃতি রোমন্থন

বিরাটদের জন্য আক্ষেপ ফখরের

লাহোর, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানে যাচ্ছে না ভারত। বিসিসিআইয়ের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিত শর্মার দল খেলবে দুবাইয়ে। দীর্ঘ টানাপোড়েন, হুংকার শেষে যা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। যদিও আক্ষেপ যাচ্ছে না ফখর জামানদের।

পাকিস্তান ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ ফখরের মতে, বিরাট-রোহিতদের তাঁরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ নেই। ফখর বলেন, ‘আমরা মুখিয়ে ছিলাম ভারতীয় দলকে দুর্দান্তভাবে স্বাগত জানাতে। কিন্তু ভারত আসছে না। কী আর করা যাবে? তবে দুবাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আমরা এখন থেকে উত্তেজিত।’

দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ। ইন্দো-পাক ম্যাচ আটকে শুধু আইসিসি টুর্নামেন্টে। তবে বিসিসিআই পাকিস্তান দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় হলেও আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতে পা রেখেছে একাধিক পাক দল।

শেষবার ২০২৩-এ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতগামী দলে ছিলেন ফখরও। যে স্মৃতি উসকে পাক ব্যাটার বলেন, ‘২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতে গিয়েছিলাম। পুরো সফর দারুণ উপভোগ করেছিলাম। প্রথমে হায়দরাবাদে পা রাখি আমরা। স্থানীয় মানুষদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা, সমর্থন পেয়েছিলাম। অসাধারণ আতিথেয়তা, সত্যিই যা মিস করি।’

রনজিতে অনিশ্চিত অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্ব। ঘরের মাঠ কল্যাণীতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজির ছয় নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। কালই অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার সহ পুরো বাংলা দল কল্যাণী পৌঁছে যাচ্ছে।

তার আগে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ। আজ স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। জানা গিয়েছে, তাঁর চোট বেশ গুরুতর। ফলে হরিয়ানার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি ম্যাচে প্রবলভাবে অনিশ্চিত তিনি।

আঙুলে চোট

সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, ‘অভিমন্যু আজ আঙুলে চোট পেয়েছে। হরিয়ানা ম্যাচে ওর খেলার সম্ভাবনা কম। দেখা যাক কী হয়।’ অভিমন্যু শেষপর্যন্ত হরিয়ানা ম্যাচে খেলতে না পারলে ওপেনিং জুটি নিয়ে বাংলা দলকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও সেটা মেনে নিয়েছেন। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি বলেছেন, ‘অভিমন্যুর চোট অবশ্যই দলের জন্য ধাক্কা। কিন্তু কিছু করার নেই। ও একান্তই খেলতে না পারলে ওপেনিং জুটি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতেই হবে আমাদের।’ হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়েরও। তিনিও অনিশ্চিত হরিয়ানা ম্যাচে। কোচ লক্ষ্মীরতন সুদীপ-অভিমন্যুকে নিয়ে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ। খেলার আগে দুজনের ফিটনেস পরীক্ষার পরই তিনি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে চান।

কোহলি-বুমরাহর স্বাক্ষরিত ব্যাট দান

মহৎ উদ্যোগ লায়োনের

সিডনি, ১৭ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ থেকে স্বাক্ষর করা ব্যাট মহৎ কাজে দিলেন নাথান লায়োন। বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়াতেই এই পদক্ষেপ অস্ট্রেলিয়ার তারকা অফস্পিনারের। ন্যাশনাল ক্রিকেট ইনক্লুশন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেটারদের নিয়ে। লায়োন যার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হয়েছেন।

ভারতের অজি সফরের সময় বিরাট, বুমরাহর থেকে স্বাক্ষরিত ব্যাট নিয়েছিলেন। সেই ব্যাটই দান করলেন লায়োন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, একশো ভাগ ফিট হয়েই শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে উঠবেন। সফরে দুটি টেস্ট খেলার কথা অস্ট্রেলিয়ার। শ্রীলঙ্কার পিচ, পরিবেশে লায়োনের স্পিন নিশ্চিতভাবে বড় অস্ত্র হতে চলেছে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে লায়োন জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই এগোচ্ছে। সিরিজের আগে ১০০ ভাগ ফিট হয়ে যাবেন।

আজ রাতে কলকাতায় গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই কাল দুপুরে মুম্বইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা হয়ে যাবে। আর সেই দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরই দেশের নানা প্রান্ত থেকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা হাজির হচ্ছেন কলকাতায়।

টিম ইন্ডিয়ার তারকাদের কলকাতায় আসার সময়

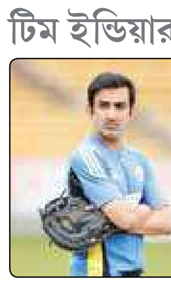

গৌতম গম্ভীর
রাত ৮.১৫

সূর্যকুমার যাদব
সন্ধ্যা ৭.৪৫

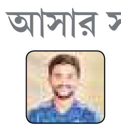

নীতীশ কুমার রেড্ডি
বিকেল ৪.৩০

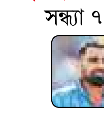

মহম্মদ সামি
রাত ১১.৩০

হার্দিক পান্ডিয়া
রাত ১২.৩০

উপলক্ষ্য, বুধবারের ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ। রবিবার থেকে তিলোত্তমার নজরে শুধুই ইডেন।

পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ কলকাতায় আগামী বুধবার। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে শীতের কলকাতায় ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই আগ্রহের নিউক্লিয়াস হিসেবে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। জুলাই মাসে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর শেষবার গম্ভীর কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় তাঁকে নিয়ে বিস্তর আগ্রহ ছিল। তাঁকে একঝলক দেখার জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের আকুতিও ছিল সাংঘাতিক। মাঝের কয়েক মাসে ছবিটা বিস্তর বদলেছে। গম্ভীর এখনও টিম ইন্ডিয়ার কোচ ঠিকই। কিন্তু টানা ব্যর্থতার পাশে প্রবল বিতর্কের কেন্দ্রেও।

স্বাভাবিকভাবেই বুধবারের ইডেনে সূর্যকুমার যাদবের দল কেমন পারফর্ম করবে, এমন প্রশ্নের চেয়ে বেশি আগ্রহ কোচ হিসেবে গম্ভীর কী করেন, সেদিকে। রাতের সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, ‘ইডেনে ভারতীয় দল কেমন খেলবে, সময় বলবে। তবে ভালো পিচে বড় রানের ম্যাচের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা সবাই। কোচ গম্ভীরকে নিয়েও ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে বলে শুনছি। দেখা যাক কী হয়।’ বুধবারের ভারত বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের লক্ষ্যে কাল সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে ইংল্যান্ড দলও। সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবে ইংল্যান্ড দল। ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছোচ্ছেন জোরে বোলার সাকিব মাহমুদ।

হাউসফুল ইডেনের অপেক্ষা

রবিবার থেকে ইডেনে দুই দলেরই অনুশীলন রয়েছে। পাশাপাশি সোমবারের সন্ধ্যা ইডেনে এক অভিনব অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে চলেছে। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৫ সর্বভারতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলার মহিলা দল। সেই দলকে সংবর্ধনা দিতে চলেছে সিএবি। সেই সংবর্ধনার আসরে ভারতীয় ক্রিকেটের তিন কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ হাজির থাকছেন। কুড়ির ক্রিকেটের ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য সিএবি-র তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। সূর্যের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।

ডার্বি জিতে জামশেদপুরে হোঁচট মোহনবাগানের

জামশেদপুর এফসি-১ (এজে)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (শুভাশিস)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জামশেদপুর, ১৭ জানুয়ারি : ম্যাচ শুরুর আগেই জামশেদপুর এফসি সমর্থকরা বলেই দেন, 'ফিল, হিট অফ দ্য ফার্নেস।'

জ্বলন্ত ফার্নেসের উত্তাপ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ভালোই টের পেল ইস্পাতনগরীতে এসে। জামশেদপুরে খালিদ জামিলের দল অপ্রতিরোধ্য। এদিনও তাই প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকা ম্যাচ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে হারিয়ে গেল মোহনবাগান। যার সুযোগ নিয়ে ৬০ মিনিটে স্টিফেন এজে একাই টেনে নিয়ে গিয়ে গোল করে সমতা ফেরালেন। একইসঙ্গে ঘরের মাঠে ভালো খেলার ধারাবাহিকতা ধরে রাখল জামশেদপুর। এই ম্যাচের ফল বরং শেষদিকে মোহনবাগানকে ভোগাতেই পারে।

ডার্বির পরের ম্যাচ চিরকালই জয়ী দলের কাছে চাপের হয়। চিরকালীন ময়দানি এই মিথকে এদিন ফের সত্যি হতে দেখা গেল। খালিদের মতো ধুরন্ধর ফুটবল-মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে খেলায় আর একটু ভাবনাচিন্তা থাকলে ভালো হত। বিরতির পর জাভিয়ার সিভেরিওকে নামাতেই তাঁর দলের খেলায় বাড়তি ঝাঁঝ আসে। সেখানে চোট-আঘাতে কাবু মোহনবাগান ক্রমশ ক্লান্ত হয়েছে। অনিরুদ্ধ থাপা-আশিক কুরুনিয়ানদের পর জামশেদপুর রওনা দেওয়ার আগে হঠাৎই নেইয়ের তালিকায় চলে যান সাহাল আব্দুল সামাদও। তবু হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা সঠিক দলটাকে গুছিয়ে নামামোর চেষ্টা করেছেন। সমস্যা সত্ত্বেও এদিনও প্রথমে গোল মোহনবাগানের। জেসন কামিংসের কর্নার টম অ্যালড্রেড নামিয়ে দিলে শুভাশিস বসু বাঁ পায়ে ঠান্ডা মাথায় গোলে ঠেলে দেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে ২-০ হয়েই যেত যদি কামিংসের বাড়নো বলে একটা জোরালো শট নিতেন জেমি ম্যাকলারেন। তাঁর দূর্বল শট চলে যায় আলবিনো গোমসের হাতে। এদিন লিস্টন কোলাসো পায়ে বাড়তি বল রেখে বেশকিছু সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা নষ্ট করেছেন।

জামশেদপুরের মত জায়গায় প্রায় হাজার কুড়ি দর্শক হওয়াটা ফুটবলের জন্য ভালো। ডার্বিতে যাঁরা যেতে পারেননি, সেই সব মোহনবাগান সমর্থক সেই দুঃখ উসুল করতে এদিন উপস্থিত হন কাছের এই ইস্পাতনগরীতে। তবে তাঁদের ছাপিয়ে এদিন রঙিন জেএফসি সমর্থকরা। নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুনের সঙ্গে গ্যালারিতে জমজমাট ঢোল-ভোজপুরি গানের সঙ্গে সিটি আর নাচানাচি। গ্যালারি খুব কাছে না হলেও মাঠ ছোট হওয়ায় ওই তীব্র চিৎকারে সামান্য হলেও সমস্যায় পড়েছেনই সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। তা

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে এগিয়ে দিয়ে হুংকার শুভাশিস বসুর (উপরে)। সমতা ফেরালেন জামশেদপুরের স্টিফেন এজে। শুক্রবার।

সত্ত্বেও ডার্বির মতোই ২ মিনিটে মনবীর সিংয়ের ক্রস থেকে প্রায় গোল করার জায়গায় চলে যান ম্যাকলারেন। ৬ গজ বক্সের ভিতর থেকে নেওয়া তাঁর হেড অবশ্য ব্লক করে ফেলেন আলবিনো। আর ৪ মিনিট বক্সের ঠিক বাইরে থেকে নেওয়া লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিক বারের সামান্য উপর দিয়ে যায়। ২০ মিনিটে কামিংসের বাড়ানো বলে সেরা সুযোগ ছিল লিস্টনের কাছে। স্টিফেন বাঁচান। শেষদিকে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের বাড়ানো বলে লিস্টনের শট ভালো বাঁচান আলবিনো।

মোলিনার নোটবুকে নিশ্চিতভাবেই সবই ওঠে। কিন্তু এই যে ভুরি ভুরি সুযোগ নষ্ট এবং মাত্র এক গোলের ব্যবধানে এগিয়ে বুমেরাং হবেই। যা এদিনই হল। এর সমাধানসূত্র নিশ্চিতভাবেই তিনি খুঁজছেন। এদিনের এই ড্রয়ে ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের থেকে আরও একটু ব্যবধান বাড়াল মোহনবাগান। ১৫ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে জামশেদপুর দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, আলবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, টাংরি, লিস্টন, কামিন্স (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রি)।

হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : খুব বেশিদিন পিছোতে হবে না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। হায়দরাবাদ এফসিকে হারিয়ে আইএসএলে প্রথমবারের জন্য টানা তিন ম্যাচ জেতার হাতছানি ছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। সেই লাল-হলুদ শিবিরেই এখন হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি।

আইএসএলের শুরুতে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের লজ্জার মুখে পড়লেও অস্কার ব্রুজোঁর হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ায় মশাল বাহিনী। তবে ভাগ্যও সঙ্গ দিল না। গত দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের ছবিটা যেন ১৮০ ডিগ্রি উলটে গিয়েছে। একের পর এক চোট ধাক্কায় লাল-হলুদের সুপার সিক্সের স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার অস্কারের দলের সামনে এফসি গোয়া। সেই ম্যাচ খেলতে শুক্রবার সকালের বিমানেই গোয়া উড়ে

অনুশীলনে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। সঙ্গী জিকসন সিং। শুক্রবার কলকাতায়।

গিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই ম্যাচে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিজের দল নিয়েই বেশি চিন্তিত ইস্টবেঙ্গল কোচ।

দলের সঙ্গে যাননি আনোয়ার আলি। হেক্টর ইউস্তেও অনিশ্চিত। কার্ড সমস্যায় নেই সৌভিক চক্রবর্তী। পিঠের ব্যাথায় কাবু ক্লেইটন সিলভা। তাই তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ডেভালপমেন্ট লিগের স্কোয়াডে থাকা বেশ করয়েকজন ফুটবলারকে মাণ্ডবীর তীরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে গোয়ার বিরুদ্ধেই লাল-হলুদ জার্সিতে হয়তো রিচার্ড সেলিসের অভিষেক হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে ভেনিজুয়েলার ফুটবলার নিজেকে কতটা মেলে ধরবেন তারওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। যদিও রিচার্ডের ফিটনেস নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবুও লাল-হলুদ জনতা তাঁর দিকেই তাকিয়ে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধনা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে শুক্রবার নিজেদের ক্লাবে সংবর্ধনা দিল ইস্টবেঙ্গল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অভিনবত্ব লাল-হলুদের।

ভারতসেরা হয়ে ফেরার পর থেকেই সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসছেন রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, মনোতোষ মাঝিরা। এদিন বিকেলে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধিত করল ইস্টবেঙ্গল। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত সহ বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার অন্যান্য কর্তারা। তবে বাংলা দলের অধিনায়ক চাকু মান্ডি লাল-হলুদের হয়ে আইএসএল খেলতে এখন গোয়াতে। তাই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ছিলেন না আরেক ফুটবলার সুপ্রিয় পণ্ডিতও। এদিন আইএফএ কোচেস কমিটির সদস্যদেরও সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে হাজির ছিলেন অমিত ভদ্র, অলোক মুখোপাধ্যায়, অশোক চন্দ ও দীপেন্দু বিশ্বাস। আসলে বাংলার খেতাব জয়ের অন্যতম কান্ডারি কোচ সঞ্জয় সেনকে নিয়োগ করেছিল এই কমিটিই। তাই তাদেরও প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হল।

এদিকে দল যখন একের পর এক সংবর্ধনা পাচ্ছে তখন ছেলেদের উদ্দেশে কোচ সঞ্জয়ের পরামর্শ, 'এত সম্মান, সংবর্ধনা পাচ্ছো, এর মান রেখো। মাথাটা যেন ঘুরে না যায়।' অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ফুটবলারদের উদ্দেশে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। অনেকদূর যেতে হবে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পাশাপাশি বাংলার ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে আইএফএকে দুই মাসে একবার করে শিবির করার আদেশ দেন অরূপ বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উৎসাহ বাড়ালেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। সেখানেই হঠাৎ করে হাজির হয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। স্টেডিয়ামের পাশে একটি অনুষ্ঠানে এদিন এসেছিলেন বাইচুং। ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা তাঁকে প্রতিযোগিতা দেখার আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজি হয়ে যান। দুপুরবেলায় আধঘণ্টা ধরে খেলা দেখার পর শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বাইচুং মূল্যবান পরামর্শ দেন। বলেছেন, 'জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় দলের সফরে প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে এইসব টুর্নামেন্ট। তবে লক্ষ্যপূরণে পরিশ্রমে ফাঁক রাখলে চলবে না। সঙ্গে জীবনে নিয়মানুবর্তিতাও আনতে হবে।'

বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিয়েছে ১৫টি ক্লাবের ৫৬৯ জন অ্যাথলিট। তিনদিন ধরে ছেলে ও মেয়েদের পাঁচটি করে বয়স বিভাগে মোট ১০২টি ইভেন্ট থাকছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বার্তা দিচ্ছেন বাইচুং ভুটিয়া।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। প্রথমদিনের শেষে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে জিটিএসসি। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও রবীন্দ্র সংঘ তাদের সঙ্গে কড়া টক্কর দিয়েছে।

এন্ড্রিকের দাপটে শেষ আটে রিয়াল

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস এন্ড্রিকের। সঙ্গী আর্দা গুলের।

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারি : দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রিয়াল মাদ্রিদের। কয়েকদিন আগে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে বার্সার কাছে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। সেই ধাক্কা কাটিয়ে কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোর ম্যাচে ৫-২ গোলে সেল্টা ভিগোকে হারালেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। সৌজন্যে ব্রাজিলিয়ান 'বিস্ময় বালক' এন্ড্রিক ফিলিপে মোরেইরা দে সৌসা। অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করে দলকে শেষ আটে তোলেন তিনি।

ম্যাচের ৩৭ মিনিটে ফরাসি তারকা এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৪৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিয়াস। একটা সময় মনে হচ্ছিল, সহজে ম্যাচ জিততে চলেছে রিয়াল। কিন্তু শেষ দশ মিনিটে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। ৮৩ মিনিটে জোনাথন বাম্বা ও সংযোজিত সময়ে মার্কোস আলেন্সো গোলশোধ করে ম্যাচ জমিয়ে দেন।

সংযোজিত সময়ে নিজস্ব ছন্দে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ১০৮ মিনিটে পরিবর্তরূপে নামা এন্ড্রিকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। মিনিট তিনেক পরে ব্যবধান বাড়ান ফেদে ভালভার্দে। এখানেই শেষ নয়, ম্যাচের একদম অন্তিম লগ্নে দুরন্ত ব্যাকহিলে দলের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এন্ড্রিকে।

ম্যাচের পর জয়ের নায়ক এন্ড্রিকে বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ সবসময় ম্যাচের শেষপর্যন্ত লড়াই করে। ম্যাচটা কঠিন ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে তিনটি গোল করে জয় নিশ্চিত করেছি।'

মেসি-নেইমারের সম্পর্ককে হিংসা করতেন এমবাপে

রিয়াধ, ১৭ জানুয়ারি : আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির সঙ্গে নেইমারের বন্ধুত্বের কথা গোটা বিশ্ব জানে। দুইজনে দীর্ঘদিন বার্সেলোনা ও পরে প্যারিস সাঁ জাঁ-তে খেলেছেন। কিন্তু দুই মহাতারকার এই সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখতেন না ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান তারকা রোমারিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন নেইমার। এই প্রসঙ্গে আল হিলাল তারকা বলেছেন,

ফুটবল ছেড়ে র‍্যাকেট হাতে নেইমার।

> আমার সঙ্গে এমবাপের শুরুর দিকে একটু সমস্যা ছিল। তবে ও সেই সময় দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিল। আমি ওকে বলতাম, তুমি একদিন বিশ্বের সেরা হবে। এমবাপের সঙ্গে আমি প্রায়ই অবসর সময় কাটাতাম।
>
> -নেইমার

'আমার সঙ্গে এমবাপের শুরুর দিকে একটু সমস্যা ছিল। তবে ও সেই সময় দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিল। আমি ওকে বলতাম, তুমি একদিন বিশ্বের সেরা হবে। এমবাপের সঙ্গে আমি প্রায়ই অবসর সময় কাটাতাম।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মেসি আসার পর এমবাপে একটু হিংসুটে হয়ে যায়। আমার সঙ্গে মেসির সম্পর্কটা ও মানতে পারত না। সেই সময় এমবাপের ব্যবহারে পরিবর্তন আসে এবং সেখান থেকে ঝামেলার সূত্রপাত হয়।'

২০২১ সালে এই তিন মহাতারকা একসঙ্গে পিএসজি-র হয়ে খেলেছেন। সেই সময় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণভাগ নিয়েও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি ফরাসি ক্লাবটি। তবে এর পিছনে খেলোয়াড়দের ইগো সমস্যাকেই দায়ী করেছেন নেইমার। তিনি বলেছেন, 'ওই সময় খেলোয়াড়দের ইগো সমস্যার জন্য দল সাফল্য পায়নি। বর্তমান সময়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকলে ট্রফি জেতা সম্ভব নয়।'

আরও এক দশক সিটিতে হাল্যান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ২০৩৪ সাল পর্যন্ত নীল ম্যাঞ্চেস্টারের এতিহাদই ঠিকানা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় আড়াই বছর আগে নরওয়ের তারকা ফুটবলারের সঙ্গে নতুন চুক্তি সেরে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

২০২৭ পর্যন্ত হাল্যান্ডের সঙ্গে নীল ম্যাঞ্চেস্টারের চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই সিটির রেকর্ড সাড়ে নয় বছরের চুক্তিতে সই করলেন হাল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসেও দীর্ঘ চুক্তিগুলির মধ্যে এটি নিদর্শন হয়ে থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, আর্থিক দিক থেকেও প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনভুক ফুটবলার হলেন হাল্যান্ড। নতুন চুক্তিতে সইয়ের পর নরওয়ের স্ট্রাইকার বলেছেন, 'ম্যান সিটির মতো ক্লাবে আরও সময় কাটাতে পারব ভেবেই খুব ভালো লাগছে। এই ক্লাবের সমর্থকরা অসাধারণ। গ্যালারির পরিবেশটাই সেরাটা উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।'

৪ ম্যাচ পর জিতল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে সাদাম্পটন। সেই দলের কাছে রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পিছিয়ে ছিল ৮২ মিনিট পর্যন্ত। তবে শেষপর্যন্ত লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান আইভরি কোস্টের মিডফিল্ডার আমাদ ডিয়ালো। ৮২ থেকে ৯৪- এই ১২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে দলকে ৩-১ গোলে জেতান ডিয়ালো। তাঁর দল প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ পর জয় পেল। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের শেষ জয় এসেছিল গত ১৫ ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। এই জয়ের সুবাদে ২১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে রয়েছে ইউনাইটেড। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার নীচেই রইল সাদাম্পটন।

শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উৎসাহ বাড়ালেন বাইচুং
-খবর তেরোর পাতায়

শিলিগুড়িতে খেলবে ইস্টবেঙ্গল লেজেন্ড

রাজ্য খো খো-র উদ্বোধনে ভরত ছেত্রী, মান্তু ঘোষ, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে শুক্রবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ড ২৩ জানুয়ারি জয়ধর রায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে আয়োজন করবে নেতাজি ফ্রিডম কাপ ফুটবল। যেখানে উত্তরবঙ্গের অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলাররা প্রতিযোগিতায় নামবে। তবে বাইচুং ভুটিয়া, মনজিৎ সিং - দুই প্রাক্তন ফুটবলারের সঙ্গে কাউন্সিলার শোভা সুব্বার উপস্থিতিতে সেদিনের আকর্ষণ হিসেবে ইস্টবেঙ্গল লেজেন্ড ও মেয়র একাদশের ম্যাচের ঘোষণা

নেতাজি ফ্রিডম কাপ

করা হয়েছে। দুপুর ৩টা থেকে এই ম্যাচ শুরু হবে। শুক্রবার অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড টুরিজমের তরফে রাজ বসু, নেতাজি ফ্যান ক্লাব, নেত্রবিন্দু ক্লাবের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ড্রাগ বিরোধী ও পর্যটনের প্রচারের সঙ্গে শিলিগুড়িকে ক্রীড়া শহর হিসেবে তুলে ধরা বলে ঘোষণা করা হয়। আয়োজকদের তরফে ইস্টবেঙ্গল লেজেন্ড দলের সদস্য হিসেবে মেহতাব হোসেন, আলভিটো ডি কুনহা, সৌমিক দে, দীপঙ্কর রায়, ষষ্ঠী দুলে, সইদ রহিম নবি, অসীম বিশ্বাস, অর্ণব মণ্ডলদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে মার্চ পাস্টে ইস্টবেঙ্গল দল।

রাজ্য খো খো-য় দাপট ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে শুক্রবার শুরু হল রাজ্য খো খো। যেখানে প্রথমবার দল পাঠিয়েই ইস্টবেঙ্গল পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই জয় তুলে নিয়েছে। তাদের পুরুষ দল ১৩-৯ পয়েন্টে হারিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনাকে। মহিলা দল ১০-৯ পয়েন্টে জিতেছে হুগলির বিরুদ্ধে। মহিলা বিভাগে শিলিগুড়ি ১৮-৪ পয়েন্টে বিধ্বস্ত করেছে উত্তর ২৪ পরগনাকে। কোচবিহারের পুরুষ দল অবশ্য ১২-১৭ পয়েন্টে হুগলির কাছে হেরে গিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে ছিলেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভরত ছেত্রী, প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষ প্রমুখ।

জিতল সুকনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে সুকনা ইউনাইটেড টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে হারিয়েছে কলকাতার বিধাননগর এমএসএ-কে। ম্যাচের সেরা সুকনার গোলরক্ষক রাজীব সিনহা।

ডিপিএসের বার্ষিক ক্রীড়ায় চলছে ছেলেদের দৌড় প্রতিযোগিতা।

ডিপিএসের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুলের দুইদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'ফাস্ট ট্র্যাক-ফাইভ' শুক্রবার শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় রাখা হয়েছিল ১০০, ২০০, ৮০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্পের মতো আকর্ষণীয় খেলাগুলি। দুইদিনের এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রেরণা হাউস। প্রথমদিন মুখ্য অতিথি ছিলেন বিএসএফ কদমতলার আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। দ্বিতীয় দিন মুখ্য অতিথি ছিলেন সিআরপিএফ-এর ডিআইজি সুরেন্দ্র সিং রানা, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কমলেশ আগরওয়াল, ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রো ভিসি শরদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের ডাইরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ।

অক্ষয়ের ৮৭

ম্যাচের সেরা অক্ষয় সাইনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ১০৫ রানে হারিয়েছে নবীন সংঘকে। উত্তরবঙ্গ বিদ্যালয়ের মাঠে স্বস্তিকা প্রথমে ৭ উইকেটে ২৬৪ রান তোলে। ৮৭ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অক্ষয় সাইনি। রৌনক আগরওয়াল ৪৫ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে নবীন ৯ উইকেটে ১৫৯ রানে আটকে যায়। নবাঙ্কুর ঘোষের অবদান ৫২ রান। বিবেক পালের শিকার ২১ রানে ২ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সোনুকুমার সিং (২৬/২) ও পবন নিরওয়ানি (২৪/২)।